পথ-ঘাট

কলকাতার পথ-ঘাট

প্রাণতোষ ঘটক

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

স্বর্গাদপি গরীয়সী

স্বর্গতা মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

যে সকল গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে

Asiaticus (Philip Dormer Stanhope). Genuine Memoirs of Asiaticus (1780).

Atkinson (James). The City of Palaces and other Poems (1824).

Balaram Mullick. Home Life in Bengal: An account of every-day life of a Hindu Home at the present day (1885).

Bevy (The) of Calcutta Beauties. A collection of Poems (1785).

Beveridge (H)., Illustrated History of India (1858-62).

Beveridge (H., Jun). Trial of Maharaja Nandakumar (1886).

Binaya Krishna Deb (Raja). Early growth and History of Calcutta (1905).

Bengal Annual on Literary Keepsake. Edited by D. L. Richardson (1832).

Black & Co. Illustrated Hand-Book of Calcutta (1864).

Blanshard, (Sidney Laman). The Ganges and Seine: Scenes on the banks of the both (1862).

Blechynden (Kathleen). Calcutta Past and Present (1905).

Blochman (H). A paper on Old Calcutta (1864).

Buckland (C.E.). Bengal under the Lieutenant Governors (1901).

Busteed (H.E). Echoes from Old Calcutta (1809).

"Calcutta Gazette" Selections from for the years 1784-1828; 5 Vols. (1864-69).

Calcutta; a poem, 1811. (Reviewed with copious extracts in Asiatic Journal, 1828).

Calcutta Review, Articles on "Calcutta in the older time." Vol. 18 (1852) and 25 (1855). By J. C. Marshman.

Calcutta University Magazine, 1895-6; Articles by B. N. Chunder.

Carey (W. H.). The Good Old Days of Hon. John Company (1882).

Chowringhee Theatre (Librettos of operas performed at):
7 Parts (1835) By Asiaticus (P. D. Stanhope).

Chunder (B.) Travels of a Hindoo (1869).

Compendious Ecclesiàstical and Historical Sketches of Bengal (1819).

Cotton (H. E. A.). The Century in India, 1800-1900 (1901).

D'Oyly (Sir Charles, Bart.,) and Williamson (T.)
The European in India (1813).

De Rozario (M.) The Complete Monumental Register (1815).

Deville (Capt. F.) Letters sur le Bengale, écrites des bords du Gange (1825).

Earthquake in Bengal and Assam of June 1896. (Reprinted from the "Englishman," 1897).

Eden, Hon. Emily. Letters from India (1872).

Fay (Mrs. E.) Original Letters from India (1817).

Fenton (Mrs.) Journal of 1827-28 (1901).

Ferminger (Rev. W. K.) Thaker's Guide to Calcutta (1906).

Graham (Marsia). Journal of a Residence in India, 1812. (With views).

Grandpre (L. de). Voyage in Indian Ocean and to Bengal (1803).
(View and Plan of Fort William and of the Black Hotel Monument).

Grant (Colesworthy). An Anglo-Indian Domestic Sketch (1849).

Grier (Sydney C.) Like another Helen.

Grier (Sydney C.) The Great Proconsul (Calcutta temp. Warren Hastings).

Hartly House (1789).

Hart (Rev. W. H.) Old Calcutta: Its Places and People 100 years ago (1895).

Hawkesworth (J.) The East Indian Chronologist (1801).

Hedges (Sir W.) Diary 1681-1687 (1887-89).

Hilly (S. C.) List of Europeans in Bengal in 1765 (1902).

Holmes and Co. The Bengal Obituary (1851).
Holwell (J. Z.) India Tracts (containing his narrative of the Black Hole tragedy). (1774).
Hunter (Sir W. W.) Imperial Gazetter of India. (1885-87).
Hunter (Sir W. W.) The Thackerays in India (1897).
Hyde (Rev. H. B.) The Parish of Bengal, (1899).
Hamilton (Capt. Alexander): A new account of the East Indies, from the year 1688-1723.
Hyde (Rev. H. V.) Parochial annals of Bengal (1901).
"Indian Review" Vol. VII, 1886. Article by J. T. Wheeler.
Johnson (G. W.) The Stranger in India; or Three years in Calcutta (1843).
Kindersley (Mrs.) Letters from the East Indies (1777).
Kipling (Rudyard). The City of Dreadful Night (1891).
Lawrie (P. G.) Rambles in India, etc. (1859).
Life in Calcutta, by an old Military Officer, 3 Series (1872).
Life in India, or the English in Calcutta. A novel (1828).
List of Tombs, Statues and Monuments, Bengal (1896).
Long (Rev. Jas) Peeps into Social Life in Calcutta a century ago (1868).
Long (Rev. Jas.) Selections from unpublished records of Govt. 1748-69 (1869).
Lushington (C.) History etc., of Charitable Institutions in Calcutta (1824). Illustrated.
Mackintosh (W.); Tracts in Europe, Asia and Africa or describing characters, customs, manners, laws, and productions of nature and art: containing various remarks on the political and commercial interest of Great Britain: and delineating in particular a new system for the government and improvement of the British settlements in the East Indies. Began in the year 1777 and finished in 1781: 2 Vols. London 1782.

Martin (Sir J. R.) Notes on the Medical Topography of Calcutta (1837).

Mitchell (E.) Guide to Calcutta (1830).

Newman and Co. Handbook to Calcutta (1892).

Price (Captain.) Observations.

Rainey (H. J.) Historical and Topographical Sketch of Calcutta, "Englishman Press" (1876).

Ray (A. K.) Short History of Calcutta (1902) (Census Report, Vol. VII.) Maps and Plans.

Richardson (D. L.) History of the Fall of the Old Fort of Calcutta and the Calamity of the Black Hole, 1855.

Roberts (Emma). Scenes and Characteristics of Hindustan (1835).

Stark (H.A.) and Medge (E. W.) East Indian Worthies (1892).

Stewart (Charles). History of Bengal (1813).

Sterndale (R. C.) Historical Account of the Calcutta Collectorate (1885).

Stocqueler (J. H.) Hand-book of British India (1854).

Strong (F. P.) Topography of Calcutta (1837).

Trevelyan (Sir George, Bart.) The Competition-wallah (1866).

Valentia (Lord.) Voyages and Travels to India, etc. 1802-06.

Wheeler (J. T.) Early Records of British India (1879).

Wilson (C. R.) Early annals of the English in Bengal, 1895—1900. List of Inscriptions on Tombs or Monuments in Bengal (1896). Old Fort William and the Black Hole (1904).

চিৎপুর রোড

বাংলা দেশে তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈরাগ্যপূর্ণ আধিপত্য বিনষ্ট হয়ে গেছে। তন্ত্রমতে বাঙালী তখন শক্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করেছে। কালী আর মনসাকে পূজা করছে। যেখানে সেখানে শক্তিমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে। বৈষ্ণবদের আখড়ায় ভাঙন ধরেছে তখন থেকেই। বৈষ্ণবদের দুর্ব্বল মনোভাব এবং ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঁশী ফেলে দিয়ে অসি ধারণ করেছে অধিকাংশ বাঙালী জাতি। ঠিক এই শুভ সন্ধিক্ষণে শক্তিপূজার হিড়িকে বাঙলা দেশের যত্র-তত্র যখন মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে, তখনই চিৎপুর এলাকায় চিত্রেশ্বরীর মন্দির গঠিত হয়। তবুও চিত্রেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণের সঠিক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না এবং জানা যায় না কে ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। কিন্তু কালীঘাটের কালীমূর্ত্তির মতই তখন চিত্রেশ্বরীর আকর্ষণ। চিৎপুরের পথে তখন হিংস্র পশুর দেখা পাওয়া যেতো এবং দেখতে পাওয়া যেতো অসংখ্য যাত্রী, কাপালিক এবং শাক্ত সন্ন্যাসীদের। দেবীর নাম তখন এত পরিচিত হয়েছিল যে, দেবীর নাম থেকেই চিৎপুরের নামকরণ হয়ে যায়। চিত্রেশ্বরী থেকে চিৎপুর। অনেকে বলেন, চিত্রেশ্বরীর অন্য নাম চিত্তেশ্বরী। জনশ্রুতি আছে, এই কালী-প্রতিমা 'চিতে' নামক দস্যু-দলপতির দ্বারা স্থাপিত।

চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তার নাম অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত হ'লেও তদানীন্তন কলকাতার "ব্ল্যাক জমিদার" গোবিন্দরাম মিত্র মশায় প্রচুর অর্থব্যয়ে চিত্রেশ্বরীর ভগ্নপ্রায় মন্দিরের সংস্কারকার্য্য করেন। গোবিন্দরাম ছিলেন কুমোরটুলীর মিত্র-পরিবারের আদিপুরুষ। সে-যুগের কলকাতায় তিনি নাকি একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তখন তিনি "ব্ল্যাক জমিদার" এবং সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। চোর-ডাকাত পর্য্যন্ত গোবিন্দরামের নাম শুনলে ভয়ে কাঁপতো। সিরাজের কলকাতা লুণ্ঠনের সময় অন্যান্য বাঙালীদের

মত গোবিন্দরাম ভয়ে কলকাতা ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যাননি। বরং বরকন্দাজ ও সিপাইয়ের সাহায্যে স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করেছিলেন।

চিৎপুর রোড কলকাতার প্রাচীনতম পথ। মোগল বাদশাহের আমল থেকে পথটির অস্তিত্ব। তখন চিৎপুরের দুই পাশে ছিল গভীর জঙ্গল। ১২৩২ সালের ২৭শে আষাঢ়ের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয় নিম্নের টুকরো সংবাদ :—

("অল্পকালেতে যে কোন নগর এমত বৰ্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে ইহা আমরা প্রায় কথনও শুনি নাই। চিৎপুরের যে ব্যাঘ্র-ভীতি তাহা অদ্যাপি লোকেরা কহে এবং যাহারা চৌরঙ্গীর বনদর্শন করিয়াছে এমত লোকও অদ্যাপি আছে।")

চিৎপুর রোডের বিস্তৃতি অত্যন্ত সুপ্রশস্ত। বাগবাজারের খাল থেকে দক্ষিণ বাগবাজার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত চিৎপুরের প্রথম ভাগ। বাগবাজার ষ্ট্রীট থেকে দক্ষিণে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত পথটির নাম অপার চিৎপুর রোড। এটি চিৎপুরের দ্বিতীয় ভাগ। মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট থেকে দক্ষিণে বৌবাজার ষ্ট্রীট অথবা লালবাজার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত পথটি লোয়ার চিৎপুর রোড। এইটি তৃতীয় বা শেষ ভাগ। চিৎপুরের ফুটপাত বিচিত্র। কোথাও দেড় হাত, কোথাও তিন হাত, কোথাও আট হাত এবং কোথাও কোথাও ফুটপাতই ছিল না। যাই হোক, চিৎপুর রোডের বিস্তৃতি ধরতে গেলে বহুদূরব্যাপী। একদিকে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী রোড এবং অন্য দিকে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড পর্য্যন্ত।

মুর্শিদাবাদে তখন নবাবী-কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ থেকে সোজা কলকাতায় এবং কলকাতা থেকে কালীঘাট প্রভৃতি জায়গায় যাতায়াতের তখন প্রধান বর্ত্ম ছিল চিৎপুর রোড। বর্ত্তমানে যেখানে ফৌজদারী বালাখানা, নবাবী আমলে সেখানে ফৌজদারের কাছারী বসতো। মুর্শিদাবাদ এবং হুগলী থেকে তখন ফৌজদারদের প্রতিনিধিবৃন্দ কলকাতায় আসতো এবং ঐ ফৌজদারী বালাখানায় বাস করতো।

চিৎপুর রোডের অন্যতম আকর্ষণ মদনমোহন ও সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। চিৎপুর রোডের উপরেই একটি সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

গলমূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ নামে বিখ্যাত বিগ্রহ বিরাজ করছেন।
তিমত নিত্যপূজার ব্যবস্থা তখন থেকে এখনও আছে। দোল, ঝুলন ও রাসে
খানে প্রচুর জনাগম হয়। প্রবাদ আছে যে, সে যুগে বিগ্রহের সেবার
প্রায় ১২,০০০৲ (বারো হাজার টাকা) বাৎসরিক আয় ছিল। স্বর্গত
গোকুলচন্দ্র মিত্র বহুদিনাবধি এই বিগ্রহের সেবা করেছেন। শোনা যায় যে,
ই মদনমোহনের বিগ্রহটি পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজাদের অধিকারে ছিল।

মদনমোহনতলার কাছেই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। একতলা একটি ঘরে
াছে। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী দেবী বিখ্যাত। এখনও দেবীর
ত্যপূজা ও সেবা হয়। ১২২৬ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণের 'সমাচার দর্পণে'
প্রকাশ :—

("মোং কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকেরা স্বর্ণ রূপ্যাদি ঘটিত অনেক অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট অনেক লোক মানিত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।")

("সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান হয় ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর লইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে ২ এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কার কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তখনি কএদ করিল। ঐ বেশ্যার প্রমুখাৎ শুনা গেল যে এক ব্যক্তি কর্ম্মকার জাতি চুরি করিয়াছে; ঐ বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে কিন্তু সে কামার পালাইয়াছে, সে ধরা পড়ে নাই।")

সংবাদটি পাঠ করলে সে যুগের চিৎপুর রোডের স্মৃতি মানসচক্ষে ভেসে
ওঠে। চিৎপুর রোড আরও কয়েক কারণে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিরাজ কলকাতা অবরোধ করেন।
সেনাপতি মীরজাফর চিৎপুরে সৈন্য স্থাপন ক'রে মারাট্টা খাতের দক্ষিণে

কোম্পানীর সেনাধ্যক্ষ হলওয়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রকে লোকে 'বারুদখানা' বলতো। এই বারুদখানা এখনও বর্ত্তমান আছে।

চিৎপুর রোডে পেরিং সাহেবের প্রমোদউদ্যান ছিল। উদ্যানটি অতি রমণীয় ও সুবিস্তীর্ণ ছিল। ঐ উদ্যানে সকাল ও সন্ধ্যায় সাহেবরা মেমদের সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ ইং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য লালবাজার থেকে বাগবাজার পর্য্যন্ত পথ নির্ম্মিত হয়েছিল। এই পথই চিৎপুর রোড নামে পরিচিত হয়।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় চিৎপুর রোডে। ইং ১৮৩০ সালের ১৬ই জানুয়ারীর 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়ঃ—

("চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্ম্মশালা। গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে কয়েকজন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্ম্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন।")

এই অট্টালিকাই আদি ব্রাহ্মসমাজ। চিৎপুরের বটতলা অঞ্চলে পুস্তক-প্রকাশকদের দোকান ছিল। কয়েকজন সে-যুগের লোকের কাছে জানলাম যে, বটতলায় সত্যিই একটি বটগাছ ছিল এবং ঐ গাছের ছায়ায় ছিল বইয়ের দোকান। এখন বটগাছের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু বটতলার কয়েকটি বইয়ের দোকান এখনও আছে। চিৎপুরের ওপরেই যত সখের যাত্রা ও অপেরা পার্টির দল। খেমটা, বাঈজী এবং গণিকালয়। চিৎপুরের একদিকে যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্ম্মের কেন্দ্র, তেমনি অন্যদিকে আনন্দের বাজার। হোটেল, রেস্তোরাঁ, মদের দোকান।

কলকাতায় চিৎপুর অঞ্চলে যত ঘন ঘন অট্টালিকা আছে অন্যত্র তত নেই। চিৎপুরের উপকণ্ঠে গঙ্গা—যেজন্য চিৎপুরে যত দোকান এবং আড়ৎ। খুচরা এবং পাইকারী বিক্রেতাদের গদী ও গুদাম।

চিৎপুরের পথ পবিত্র হয়েছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পদধূলিতে। তিনি ঐ পথ ধ'রে ৺যদুলাল মল্লিকের বাটীতে যেতেন সিঁদুরে পটিতে। চিৎপুরের ঘন অঞ্চলে ছিল আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাসগৃহ

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুররাজবাটী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডব্লিউ সি বোনার্জী, জোড়াসাঁকো রাজবংশ, ৺হরেন শীল, ৺রাম ও শ্যাম মল্লিক এবং ৺ডি. গুপ্তদের পরিবারের বাস্তগৃহ চিৎপুরের ধারে কাছে।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারী বিদ্যালয় চিৎপুরের পুরাণো শিক্ষাকেন্দ্র। নাখোদা মসজিদও চিৎপুরের প্রধানতম মুসলিম মসজিদ। চিৎপুরের বিডন স্কোয়ারস্থ প্রাঙ্গণে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বহু সমিতির বহু বিখ্যাত সভা হয়। ৺রাজেন্দ্র মল্লিক প্রতিষ্ঠিত 'নূতন বাজার' এখনও নিউ মার্কেটের আকর্ষণকে হার মানায়।

চিৎপুরে অধিষ্ঠিত টেরিটি বাজার প্রথম সিটি আর্কিটেক্ট বা প্রথম নগর-স্থপতি টিরেট বা Tirette সাহেবের নামেই প্রচলিত হয়। টিরেট চিৎপুরের ঐ অঞ্চলে গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং বাস করেন।

ভাগীরথী পূর্ব্বে কোন্ কোন্ স্থান দিয়ে প্রবাহিত ছিল, কবিকঙ্কনের 'চণ্ডী' পাঠ করলেই তা বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। দেখা যায়, পুরাণো বাঙলা কাব্যসাহিত্যে চিৎপুরের নাম বাদ যায়নি। যথা :—

ত্বরায় চলে তরী তিলেক না রহে।
ডাহিনে মহেশ বামে খড়দহ রহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী
কুচিবান এড়াইল সাধু শ্রীপতি॥
ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥
বেতড়ে উত্তরিল বেনিয়ার বালা।
কাভা এড়াইল অবসান বেলা॥
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
ধনস্থ গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে॥
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥

বালিঘাটা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা ॥ —চণ্ডী

অধুনা কলকাতা শহরে আমরা যত প্রশস্ত রাজপথ দেখতে পাই, কলকাতা নগরীর বুকে সেই সকল রাস্তা দেড়শো বছর আগেও ছিল না। রাস্তা নির্ম্মাণ সম্পর্কে একটি সংবাদে চিৎপুরের নাম উল্লেখ রয়েছে। সংবাদটি এই :—

("দক্ষিণে চান্দপালের ঘাট অবধি উত্তরে চিৎপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার তীরে যে রাস্তা হইতেছে এই রাস্তা প্রশস্ত হইলে শহরের শোভা অধিক হইবে এবং মহাজন লোকেরদের লাগনের ও জিনিস-পত্র উঠানের ভাল হইবেক ও সাহেব লোকেরদের বায়ু সেবনার্থে উত্তম হইবেক। এবং ধর্ম্মতলা হইতে যে রাস্তা বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহার এক দিকে যে নতুন পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে সে মৃত্তিকা দ্বারা যে ছোট ২ পুষ্করিণী পুরান গিয়াছে তাহাতে শহরের অনেক ভাল হইয়াছে। আরও শুনা যাইতেছে যে ঐ বহুবাজার হইতে চিৎপুরের পূর্ব্ব আর এক রাস্তা হইবেক তাহা হইলে শহরের আরও ভাল হইবেক······)"—সমাচার দর্পণ, ২৮ শ্রাবণ, ১২২৮।

কলকাতা শহর সেযুগে ছিল অত্যন্ত নোংরা আর অপরিচ্ছন্ন। নালা-নর্দ্দমা নেই, ময়লা জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, যেজন্য শহরের আবহাওয়া ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর। চিৎপুরের খাল কাটানোর একটি সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন :—

("অনেক কালাবধি কলিকাতায় যে খালকাটনের কল্পনা হইয়াছিল এক্ষণে তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেই খাল চিৎপুরের উত্তর ভাগ হইতে বালিয়াঘাটার খাল পর্য্যন্ত যাইবে তাহা আঠার হস্ত গভীর ও আশী হাত চৌড়া এবং তাহার উভয়দিগে চল্লিশ হাত চৌড়া রাস্তা হইবে। রাজা রাম-লোচনের রাস্তার নিকটে দুই-তিন হাজার লোক সে খাল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অনুমান হয় যে এ বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে এবং তাহার উপরে দুই অথবা তিন লৌহের সাঁকো বসান যাইবে ; ইহাতে সেই অঞ্চলের অতিশয় উপকার হইবে। তাহাতে মৃত্যুজনক যে ক্ষুদ্র বন ও

বৃক্ষ আছে তাহা একেবারে পরিষ্কৃত হইবে ও ঐ স্থান হইতে সকল মাল একেবারে নদীতে পৌঁছিতে পারিবে। এই খাল কাটানের কল্পনা ইহার পুর্ব্বে তেরিটি সাহেব কর্ত্তৃক হইয়াছিল। তিনি সেই কর্ম্মের পরামর্শ শ্রীযুত লার্ড উএল্লেসলি সাহেবকে দিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ে তাহা সিদ্ধ হইল না। তাহার পর মেজর সক সাহেব ঐ খালের এক নক্সা করেন; কিন্তু তিনি সেই কর্ম্ম সিদ্ধ না করাতে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে একটা গোলার দ্বারা মারা পড়িলেন।")—সমাচার দর্পণ, ১১ ফাল্গুন, ১২৩৫।

ভাল এবং মন্দে বিখ্যাত চিৎপুর রোড কলকাতার প্রাচীনতম পথ। শুধু বাঙালী নয়, উড়িয়া, বেহারী, ফিরিঙ্গী, মুসলমান প্রভৃতি আরও অনেক জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছিল চিৎপুর 'কালচার'। আগের মত এখন চিৎপুর হাসি আর গানে মুখর নেই। আলো আর আমীরদের দেখা পাওয়া যায় না। উত্তর কলকাতায় হিন্দুদের চিৎপুর অতিক্রম করতে হয় একদিন—যেদিন লোকান্তর যাত্রা। চিৎপুরের উপকণ্ঠে দুই শ্মশান—নিমতলা এবং কাশী মিত্রের ঘাট। চিৎপুর রোড বহুকালের পুরাণো পথ। ইংরেজ আগমনের পর এই রাস্তার অন্য এক নাম ছিল—"Road to Kalighat." এই রাস্তা দক্ষিণে "রসা-পাগ্‌লা গ্রাম" পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালীঘাটের তীর্থযাত্রীরা সেযুগে এই পথেই যাতায়াত করতেন, বাঘ আর ডাকাতের ভয়ে দল বেঁধে।

হ্যারিসন রোড

[illegible] এগিয়ে আসা যাক। অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৯ সালে।

সৌধময় কলকাতাকে কেন্দ্র করেছিল ইংরাজ। কলকাতাকে যেমন গড়েছিল মনের মত ক'রে তেমন ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের কোন নগর ইংরাজের আশীর্ব্বাদ লাভ করেনি। কলকাতা বাঙলার রাজধানী হয়েছিল। মুসলমান নবাবগণও কলকাতার সুখ্যাতি করেছেন। নবাবী আমলে কলকাতার নাম হয়েছিল আলিনগর। যদিও আধুনিক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বলেছিলেন :

("যদিও দিল্লী আমার সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল, তথাপি কলিকাতার গর্ব্ব ও গৌরব কিছুতেই নষ্ট হইবে না।")

চার্ণক কলকাতাকে যে কি প্রকার ভালবেসেছিলেন, ইং ১৮২৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বরের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত সংবাদে কিছু অনুমান করতে পারা যায়। যথা :—

(মেং চারণক সাহেব ১৬৯২ সালের ১০ জানুআরিতে পরলোকগত হন কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিদিগের জীবিতেরদের ন্যায় দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা দিতেন তবে এই মেং চারণক সাহেব আপন স্থাপিত ঐ দেশ [কলিকাতা] এতাদৃশ সুশোভিত দেখিয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন তাহা বক্তব্য নহে ; যাহা হউক ঐ সাহেবের নাম কীর্ত্তি দ্বারা অদ্যাপি সুপ্রকাশিত আছে এবং সকলের প্রার্থনা এই যে এই মহানগর কলিকাতার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক। খেদের বিষয় যে পূর্ব্বে দিল্লী ও কনৌজ প্রভৃতি অতি রম্য স্থান ছিল এক্ষণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতেছে।)

অতএব কলকাতার আধুনিক মনোমুগ্ধকর রূপ যে জব চার্ণকের সৃষ্টি, সে কথা সহজেই অনুমেয়। ইংরাজ যেমন কলকাতাকে সাজিয়েছিল, তেমনি ইংরাজদের স্মৃতি অক্ষয় করতে শত-সহস্র ইংরাজী নামের সঙ্গে জড়িয়েছিল কলকাতাকে। হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিশ, ওয়েলেসলী প্রভৃতি বিখ্যাতদের নামে

যেমন নামকরণ হয়েছিল কলকাতার অনেক কিছুর, অজ্ঞাতকুলশীল ইংরাজদের নামেও পথ তৈরী হয়েছিল। হ্যারিসন রোড শেষ পর্য্যায়ের এক ইংরাজের নামাঙ্কিত রাজপথ—যে পথ যোগাযোগ রক্ষা ক'রে আছে কলকাতার উপকণ্ঠের দু'টি ষ্টেশনের সঙ্গে। হাওড়াকে শিয়ালদার সঙ্গে যুক্ত করেছে হ্যারিসন রোড।

স্যর হেনরী লেল্যাণ্ড হ্যারিসন ছিলেন সে যুগের কড়া আই. সি. এস। রেভারেণ্ড হ্যারহুডের পুত্র হ্যারিসন শিক্ষা পেয়েছিলেন ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবং অক্সফোর্ডের ক্রাইষ্ট চার্চ্চে। সিভিল সার্ভিসে ছিলেন হ্যারিসন। ইং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তাঁকে। তদানীন্তন বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারীর পদ অলঙ্কৃত করলেন হ্যারিসন। তখন ১৮৬৭। অতঃপর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বোর্ড অব রেভিনিউ বিভাগে সেক্রেটারীর পদ লাভ করলেন। সেই সময়ে পুলিশ কমিশনার এবং কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি হওয়ার রীতি চলিত ছিল। হ্যারিসন এই দুই সম্মানজনক পদও অধিকার করেছিলেন। এই পদ দুইটি পাওয়ার পরেই হ্যারিসনকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কলকাতায় মাঠ-ময়দানে ও পার্কে সভা করবার জন্য অনুমতি নেওয়ার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তন করেন মিঃ হ্যারিসন। বেঙ্গল এসেমব্লী ও বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সদস্য পর্য্যন্ত হয়েছিলেন হ্যারিসন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে চট্টগ্রামে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে হ্যারিসনের মৃত্যু হয়।

উক্ত হ্যারিসন সাহেবের নামানুসারে হ্যারিসন রোডের নাম হয়, যদিও তৎপূর্ব্বে ঐ পথের নাম হয়েছিল সেণ্ট্রাল রোড। কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হওয়ার সুবিধা পেয়ে হ্যারিসন পূর্ব্ব নাম বাতিল ক'রে নিজ নামে পথটি পরিচিত করেন। পথটির বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, ইং ১৮৯১ সালে হ্যারিসন রোড প্রথম ইলেকট্রিক বা বৈদ্যুতিক আলোয় সুশোভিত হয়। হাওড়া থেকে শিয়ালদা ষ্টেশনের যোগাযোগ হ্যারিসন রোডকে লক্ষ্মীর আবাসস্থান বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। কেন না হ্যারিসন রোডে ব্যবসায়ীদের প্রচুর সংখ্যক বিপণি আছে। কাপড়, মশলা, ষ্টীলের সিন্দুক,

কাগজ এবং মণিহারীর দোকানে ছেয়ে আছে হ্যারিসন রোড এবং বলতে বাধা নেই হ্যারিসন রোডের দোকানগুলির অধিকাংশ বাঙালীদের পুরাণো দোকান। মেসার্স জি. সি. লাহা, নীলমণি দত্ত এণ্ড কোং, আর. ডি. দত্ত, মহেন্দ্রলাল দত্ত, নবীন ফার্মেসী, ভোলানাথ পেপার হাউস, আর্য্য ফ্যাক্ট সিদ্ধান্ত কোং, রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল, গ্লোব নার্শারী, দ্বারিকানাথ ঘোষ, বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কোং লিঃ, পাহাড়পুর ঔষধালয়, জে. এম. রায় প্রভৃতি বিখ্যাত দোকানগুলি হ্যারিসন রোডের অন্যতম আকর্ষণ। হিন্দু সৎকার সমিতি, কিং কোম্পানীর ঔষধের দোকান, ওয়াই. এম. সি. এ., শিখদেরও গুরুদ্বার হ্যারিসন রোডে অবস্থিত। দু'টি শিক্ষাকেন্দ্র এই অঞ্চলের মূল্য বর্দ্ধিত করেছে—রিপণ বা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজ। কলেজ মার্কেটের একাংশ এই পথেই। হ্যারিসন রোড এবং কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগে বাঙালী সাংবাদিকের এক মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে। মনে হয়, অন্য কোন বাঙালী সাংবাদিকের এইরূপ সম্মানলাভ এখনও পর্য্যন্ত হয়নি। ভিক্টোরীয় যুগের সেই সাংবাদিকের নাম কৃষ্ণদাস পাল। সে-যুগের এ্যালফ্রেড থিয়েটারের স্মৃতি এখনও এই পথে আছে অন্য এক নামে। এ্যালফ্রেড থিয়েটারে নাট্টাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রথম 'বসন্তোৎসব' অভিনয় করেন।

হ্যারিসন রোডের দুই শোভাযাত্রা বিখ্যাত হয়ে থাকবে। দার্জ্জিলিং থেকে দেশবন্ধুর শবদেহ শিয়ালদায় পৌছলে এই পথে চিত্তরঞ্জনের অন্তিমযাত্রা হয়। অন্য শোভাযাত্রা—মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসী শোভাযাত্রা, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু যে-শোভাযাত্রায় ছিলেন জি. ও. সি। অশ্বারোহণে শোভাযাত্রার পূর্ব্বভাগে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। উক্ত দুই শোভাযাত্রায় এই পথে যে জনস্রোত বয়েছিল, প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এত অধিক জনাগম ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায়নি। ব্যবসা এবং শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হ্যারিসন রোডের পথ তৈরী করতে বহু গৃহকে উচ্ছেদ করতে হয়েছিল—যে জন্য বেনেটোলা ষ্ট্রীট বা লেন এখনও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সে-যুগের ইংরাজদের মুখপত্র ছিল 'John Bull' বা 'জন বুল'। কলকাতা মহানগরীর বাসিন্দাদের সংখ্যাধিক্য হওয়ার জন্য হলওয়েল সাহেবকে কলকাতার বসতির সংখ্যা গণনা করতে হয়। কিন্তু সংখ্যায় ক্রমে ক্রমে এত অধিক তারতম্য দেখা যেতে লাগলো যে, জন বুলকে বাধ্য হয়ে লিখতে হ'ল ইং ১৮২২ সালের ৮ই জুনের কাগজে :—

("The great difference between this total amount and former estimates is very striking, and a general opinion prevailed that the population could not but exceed the total returned by the accessors.")

লোক-সংখ্যা ও লোক-গণনার পার্থক্য হওয়ায় 'জন বুল' বিস্মিত হয়ে ঐ প্রসঙ্গে লিখলেন :

("The division between Dhurrumtolla and Bow Bazar has a denser population ; it comprises the most thickly inhabited European part of Calcutta as well as a great number of country-born Christians, who reside in the town with their families.")

পাঠক-পাঠিকা উল্লিখিত ইংরাজী মন্তব্যে 'ধর্ম্মতলা' কথাটি লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, ইংরাজীতে 'ধর্ম্মতলা' কথাটির যত বিভিন্ন বানান তখন ইংরাজেরা সৃষ্টি করেছিলেন, বোধ করি অন্য কোন বাঙলা নামের সেই পরিমাণ উচ্চারণ বা বানান খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মতলার উল্লেখ পাওয়া যায় ইংলিশম্যান পত্রিকায়। ইং ১৯২৮ সালের ২৭শে মার্চ্চ তারিখের কাগজে ইং ১৭৯৮ সালের ধর্ম্মতলার বর্ণনা করেন ইংলিশম্যান :—

(Dhurramtolla in 1798 was described as "an open and

airy road". It was a "well-raised cause-way" above fields and lined with trees.")

ধর্ম্মতলার আশেপাশে ইংরাজ এবং ফিরিঙ্গীদের বাস ছিল ; কেন না ঐ পথটি ছিল মনোরম। যেমন ফাঁকা তেমনি আলোবাতাসযুক্ত। পথের দুই পাশে ছিল বৃক্ষসারি। মুক্ত বাতাস আর গাছের ছায়া পেয়েই হয়তো প্রলুব্ধ হয়েছিল মার্জ্জিত ইংরাজগণ। কিন্তু 'ধর্ম্মতলা' নামকরণের সত্যিকার ইতিহাস এখনও আছে দ্বন্দ্বমূলক। কেউ বলেন এক, কেউ বলেন আরেক। তবে ধর্ম্ম কথাটি থেকেই ধর্ম্মতলার নাম সৃষ্ট হয়, কেন না ধর্ম্মতলায় ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল একাধিক। Holy place বা পুণ্যভূমি ছিল তখন ধর্ম্মতলা। কেন ছিল তাই এখন শুনুন।

এখন ধর্ম্মতলায় যে মসজিদটি দৃষ্ট হয়, ঐ মসজিদের পাশেই ছিল মেসার্স কুক কোম্পানীর আস্তাবল। এই আস্তাবলের অধিকৃত জমিতে অতি পুরাকালে ছিল অন্য একটি মসজিদ। অনেকের মতে, ঐ মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন দরগা থেকেই 'ধর্ম্মতলা' নামকরণ হয়েছে। কলকাতার সর্ব্বপ্রথম কারবালার জনসমাবেশ হ'ত এই মসজিদ প্রাঙ্গণে। এই মসজিদ এখন কালের গ্রাসে পতিত হয়েছে। বর্ত্তমান মসজিদটি টিপু সুলতানের বংশধর প্রিন্স গোলাম মহম্মদ কর্ত্তৃক ইং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়। তখন লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকাল। মসজিদ গাত্রের একটি প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে :—

("This Musjid was erected during the Government of Lord Auckland G. C. B. by Prince Golam Mohomed son of the late Tippoo Sultan in gratitude to God and in commemoration of Honourable Court of Directors granting him arrears of his stipend in 1840.")

দ্বিতীয় মতের প্রচারক ডাঃ হর্ণেল। তিনি বলেন যে, জানবাজারে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের তখন যে আড্ডা ছিল সেই থেকেই 'ধর্ম্মতলা' নামের সৃষ্টি। বৌদ্ধদিগের তিনটি ধর্ম্মোপদেশের অন্যতম 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' ধর্ম্মতলা নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

এতদ্ব্যতীত ধর্মতলার ইংরাজদিগের একটি গির্জা স্থাপিত হয় ইং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে। বাং ১২২৮ সালের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয় :—

("মোকাম কলিকাতার ধর্মতলাতে শ্রীযুক্ত টোনলী সাহেব এক নূতন গির্জাঘর প্রস্তুত করিয়াছেন, সে গির্জাঘর গত বুধবার খোলা হইয়াছে।")

ধর্মতলা প্রসঙ্গে পাদরী লঙ্ সাহেব লিখে গেছেন যে মুসলমানদের মসজিদ থাকার দরুণ এই অঞ্চলের নাম ধর্মতলা হয়েছে। লঙের নিজস্ব উক্তি এই :—

("Dharmatala is so called a great mosque, since pulled down, which was on the site of Cook's stables, the ground belonged, with all the neighbouring land to Jafir, the jamadar of Warren Hastings, a zealous Mussalman........"

The Karbela, a famous Mussalman assemblage of tens of thousauds of people, which now meets in the Circular Road, used then the congregate there, and by its local sanctity, gave the name to the street of the Dharmatala or Holy Street.")—Calcutta in the olden times, its localities. Cal. Review, Vol XVIII, December, 1852.

পাদরী কেরী সাহেবও লঙ্ সাহেবের উপরিউল্লিখিত কথার প্রতিধ্বনি ক'রে গেছেন, প্রায় একই ভাষায়। কেরী বলেছেন :—

("The Karbela, a famous Mussalman assemblage, which now meets in the Circular Road, used then the congregate at that mosque, and by its local sanctity the street look its name of Dharmatala or Holy Street.")—The Good old days of Honorable John Company.

যাই হোক বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ধর্মপূজার ধর্মঠাকুরের নাম থেকেই যে 'ধর্মতলা' তাতে আর সন্দেহ নেই। কলকাতার আশপাশে শুধু নয়, কলকাতার কেন্দ্রস্থলেও ধর্মঠাকুরের পূজা একদা যে খুব প্রচলিত

ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইং ১৮৪১ সালে প্রকাশিত "বেঙ্গল ও আগ্রা অ্যাম্বয়াল গেজেটিয়ারে" কলকাতার পথঘাট ও বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানের যে বিবরণ আছে তার মধ্যে। যেমন :—

Dhammoh Thekoor : 51, Janbazar Street.

Dinga Bhanga Lane : Between 39 and 40 Dharmatala St.

Doomtollah Street : Between 14 and 15 Radhabazar St.

ইং ১৮৪১ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জানবাজারে এক ধর্মঠাকুর দেখে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তিনি বলছেন :—

("The Calcutta temple of Dharma, situated at the premises No. 45. Janbazar Street contains six prominent images, namely Dharma on a simhasana......etc.")— Discovery of Living Buddhism in Bengal, P. 22.

গেজেটিয়ারে বর্ণিত ৫১ নং জানবাজার ষ্ট্রীটের ধর্মঠাকুর এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের ৪৫ নং জানবাজারের ধর্মঠাকুর একই কিনা জানা যায় না। ধর্মতলার মধ্যেও একাধিক ধর্মঠাকুরের পূজা ও উৎসব হ'ত। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পেছনে বাঁকা রায় ষ্ট্রীট নামে একটি রাস্তা ধর্মতলায় এসে পড়েছে। এই পল্লীতে বাঁকা রায়ের একটি মন্দিরও আছে। এই বাঁকা রায় কোন ব্যক্তিবিশেষ নন, তিনি ধর্মঠাকুর। অনেকেই জানেন, চাঁদ রায়, কালু রায়, দলু রায়, বাঁকুড়া রায়, বাঁকা রায় ধর্মঠাকুরের খুব জনপ্রিয় নাম। বর্তমান কালের অন্যতম গবেষক কালপেঁচা বা শ্রীবিনয় ঘোষ বলছেন :—

("পশ্চিমবঙ্গের ঘাটাল, আরামবাগ অঞ্চল থেকে আগত মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে ধর্মতলা অঞ্চলে প্রথমে যখন এসে বসতি স্থাপন করেন, তখন থেকে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলনও করেন এই অঞ্চলে। কলকাতার মধ্যে তাদের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। তাঁদের পশ্চাতে ছিল রাণী রাসমণির ভরসা ও পোষকতা। মহাসমারোহে তাঁরা ধর্মঠাকুরের উৎসব করতেন, তার গাজন হ'ত, মেলা বসত। গঙ্গার ঘাটে সন্ন্যাসীরা যেতেন বর্তমান ধর্মতলা ষ্ট্রীটের ওপর দিয়ে। 'ধর্মতলা' নাম এখানকার ধর্মঠাকুরের এই

আঞ্চলিক প্রতিপত্তি ও উৎসব থেকেই হয়েছে। জেলিয়াপাড়ার প্রাচীন মৎস্যব্যবসায়ীরা কলকাতার ধর্ম্মতলা অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রচনা করেছেন। অন্য কেউ করেননি। ধর্ম্মতলার সংলগ্ন আরও অনেক স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হ'ত বলে অনুমান করা যায়। জানবাজারে তো হ'তই, ডোমটুলি, হাড়িপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও হ'ত। ডোমটুলি ছিল ধর্ম্মতলার ঠিক উত্তরে এবং হাড়িপাড়া ছিল তালতলা অঞ্চলে। ডোমপণ্ডিতরা যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজারী তা সকলেই জানেন।··· এক সময় নাথ পণ্ডিতরাও কলকাতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। নাথযোগীরাও ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করতেন।")—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।

সুতরাং উপরিউল্লিখিত পুণ্যভূমির অস্তিত্বের জন্যই যে ধর্ম্মতলা নাম হয়েছিল সেই বিষয়ে দ্বন্দ্ব থাকলেও কোন ভ্রান্তি নেই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের এক জমাদার জাফরের অনেক জমিজমা ছিল ধর্ম্মতলায়। সে যুগের ধর্ম্মতলায় বাবু হীরালাল শীলের একটি বাজার ছিল। তদানীন্তন ইংরাজ সরকার সাত লক্ষ মুদ্রায় শীল মহাশয়ের নিকট থেকে বাজারটি ক্রয় করেন। অন্য একটি বাজার ছিল বহু পূর্ব্বে, অর্থাৎ ইং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে। বাজারটির নাম ছিল মেম্বা-পীরের বাজার। ধর্ম্মতলার সন্নিকটে হগ সাহেবের বাজারের প্রতিষ্ঠা কার্য্যের আরম্ভ হয় ইং ১৮৬৬ সালে এবং শেষ হয় ইং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। শীল-বাবুদের বাজার থাকায় হগ সাহেবের বাজারের উন্নতির পথে বাধা হওয়ার জন্যই ইংরাজগণ পূর্ব্বোক্ত বাজারটি কিনেছিলেন। জমির মূল্য এবং বাজারের গৃহাদি তৈরী করতে ব্যয় হয় ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা। হগ সাহেবের বাজার মনের মত ক'রে গঠিত করেছিলেন ইংরাজগণ। বিখ্যাত কুখ্যাত কবি রাডিয়ার্ড কিপলিং পর্য্যন্ত 'The City of the Dreadful Nights' গ্রন্থে হগ মার্কেটের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

ধর্ম্মতলাতেই প্রথম ভারতীয় হাসপাতালটি চিৎপুর থেকে স্থানান্তরিত করেন ইংরাজ সরকার। কেন না ধর্ম্মতলার প্রচুর আলোবাতাস হাসপাতালের পক্ষে উপযুক্ত মনে করা হয়। চিৎপুরে হাসপাতালটি ছিল পঁচাত্তর বছর এবং নির্ম্মিত হয়েছিল ইং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ধর্ম্মতলা অপেক্ষা উপযুক্ত

জায়গা ধার্য্য হয়েছিল গঙ্গার তীরে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে। ধর্মতলা থেকে হাসপাতাল উঠে গেল ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে—যে-হাসপাতাল এখনও আছে মেয়ো হাসপাতাল নামে।

ধর্ম্মতলার উত্তর দিকে ছিল একটি খাল। চাঁদপাল ঘাট থেকে বেলিয়াঘাটার সল্ট্ লেক বা ধাপা পর্য্যন্ত খালটি প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও ক্রীক রো'র মধ্যে দিয়ে খালটি হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে পৌছেছিল। খালটি ছিল খুব প্রশস্ত, যে জন্তে বজরা-নৌকা পর্য্যন্ত যাতায়াত করতো। বর্ত্তমান ক্রীক রো'র নিকটস্থ কোথাও এই খালের মধ্যে একটি জাহাজ ও কয়েকটি নৌকা ভেঙ্গে যাওয়ায় এই জায়গার নাম হয় 'ডিঙ্গাভাঙ্গা'। ইং ১৭৩৭ সালের মহাঝড়ে জাহাজটি গঙ্গাগর্ভ থেকে বিতাড়িত হয়ে এই খালে উপস্থিত হয় এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। হেষ্টিংস ষ্ট্রীট এবং কাউন্সিল-হাউস ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে এই খালের উপর একটি সাঁকো ছিলে। অর্ম্মিও এই খালের কথা উল্লেখ করেছেন। ইং ১৮২১ খৃষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা গেজেট' থেকে জানা যায় বর্ত্তমান 'ওয়েলিংটন স্কোয়ার' তখন 'ধর্ম্মতলা স্কোয়ার' নামে পরিচিত ছিল এই স্কোয়ারটি ঐ খালের উপরের ভূমিতে অবস্থিত আছে। 'ক্যালকাটা লটারী কমিটি' এই খাল বুজিয়ে জমিজমা ভরাটের কার্য্য করে।

ধর্ম্মতলার কাছাকাছি 'ধর্ম্মতলা এ্যাকাডেমী' নামে একটি বিদ্যালয় কোথাও ছিল। কারণ বাং ১২৩৬ সালের ১৩ই পৌষের 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:—

("শ্রীযুক্ত ড্রেমণ্ড সাহেব ও শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেবের ধর্ম্মতলা একাডেমী নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠের গত শনিবার পরীক্ষা ও তজ্জন্য অনেক সাহেব ও বিবি লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিবেরেণ্ড উলিএম আদমসাহেব এবং শ্রীযুক্ত ফ্রেজেরিও সাহেব পরীক্ষা লইলেন। কুমার অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি ৮৬ জন বালক অপূর্ব্বরূপে বিবিধ শাস্ত্রের পরীক্ষা দিলেন। পরে বিজ্ঞ অধ্যাপকদের কর্ত্তৃক কোন ২ বালক পুস্তক ও কেহ ২ রৌপ্য নির্ম্মিত গোলাকৃতি বিশেষ প্রথিত হার উপহার পাইয়াছেন।")

ধর্ম্মতলার কর্জ্জন পার্কে হাওয়া খাননি এমন লোক অল্পই আছেন। লেডী কর্জ্জনের স্মৃতিরক্ষার্থে কর্জ্জন পার্ক তৈয়ারী হয়। এখানে পূর্ব্বে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। আধুনিক যুগে ঐ পুকুর বুজিয়ে ফেলা হয়েছে এবং বর্ত্তমানের ট্রাম ডিপোর নীচে পুষ্করিণীটি অধিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম্মতলার কর্জ্জন পার্কে একটি ফোয়ারা আছে, যে ফোয়ারাটি লেডী কর্জ্জন কলকাতাবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। ইং ১৯০৪ সালে লেডী কর্জ্জনের এক সাঙ্ঘাতিক পীড়া হয়। তখন কলকাতা-বাসিগণ লেডীকে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শিত করেন···যেজন্য ঐ ফোয়ারাটি উপহৃত হয়েছিল। ফোয়ারাটি 'লেডী কর্জ্জনের ফাউণ্টেন' নামে পরিচিত।

এখন ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে আছে তিনটি গির্জ্জা। এ অঞ্চলের 'দি রোমান ক্যাথলিক' গির্জ্জাটি ইং ১৮৩২ অব্দে মিসেস্ পাশকোয়া ব্যারেটো ডিসুজা কর্তৃক স্থাপিত হয়। 'দি ইউনিয়ন চ্যাপেল' স্থাপিত হয় ইং ১৮২১ অব্দে। আর আছে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিপণি। শ্রীনিকেতন কুটীর শিল্প, অক্ষয় কুমার লাহা, জি. সি. লাহা, কুক কোং, পি. সি. দত্তের চুরুটের দোকান, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, অনন্তচরণ মল্লিক, উল হাউস, আশুতোষ দাঁ, কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ, ইণ্ডিয়া ওয়াটার প্রুফিং এণ্ড ডাইং, ওয়াছেল মোল্লা, কমলালয় ষ্টোর্স, সুবেদালি ব্রাদার্স, নন্দী ব্রাদার্স, এইচ. ডি. নন্দী প্রভৃতি বিপণি ধর্ম্মতলার বিশেষ আকর্ষণ। ব্যাঙ্ক, দন্ত-চিকিৎসক, চশমা বিক্রেতা, ইলেকট্রিক, ফটোগ্রাফী, সাইকেল এবং মোটরের কারখানা ছাড়া এখন ছায়াচিত্রের পরিবেশকদের প্রচুর কার্য্যালয় ধর্ম্মতলায় হয়েছে। ধর্ম্মতলার চাঁদনী চক বিখ্যাত। নিউ সিনেমা এবং জ্যোতি সিনেমা এই পথে জনাগমের অন্যতম কারণ। পূর্ব্বে এই পথে দু'টি বিখ্যাত রঙ্গালয় ছিল, যথা—করিন্থিয়ান থিয়েটার ও পার্শী থিয়েটার। ১৩৮ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের 'দি ডিসুজা হোম'-এর নাম হয়তো অনেকেই জানেন না। ইং ১৮৭৪ অব্দে এটি স্থাপিত হয়। প্রথমে দশজন স্ত্রীলোক এবং কুড়িজন শিশুকে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এখানে। কেবলমাত্র বিত্তহীন ইউরোপীয়রা স্থানলাভ ক'রতো তখন। 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল' এখনও ধর্ম্মতলায় শিল্প-শিক্ষার স্বদেশীধারা প্রচার করছে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারসমূহের সুব্যবস্থা ও ছুর্নীতিমূলক কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া, আমি কোম্পানীর আড়াই লক্ষ টাকা বাঁচাইয়া দিয়াছি।" —লর্ড কর্ণওয়ালিশ

ইং ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রথম পৌছলেন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ। বাঙলার ইতিহাসে এই ব্যক্তির যত উচ্চপ্রশংসা আছে, বোধ করি অন্য কোন ইংরাজের তত নেই। প্রথমতঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশ ছিলেন পার্ম্মানেণ্ট্‌ সেটল্‌মেণ্টের বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তক। দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, ভয়লেশহীন এবং সংস্কারবাদী রাজপুরুষ—যাঁকে সে-যুগের বিলাতের কর্ত্তারা অর্থাৎ ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজমন্ত্রী পিট্‌ প্রভৃতি চালোয়া হুকুম দিয়েছিলেন :—

"কৌন্সিলের সদস্যগণের উপর আপনার হুকুমই শেষ হুকুম। যাহাতে বাঙ্গালার রাজকার্য্য সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা আপনি স্বেচ্ছানুসারে করিবেন।"

কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, কর্ণওয়ালিশ প্রথমে ভারতবর্ষে আসতেই অস্বীকার ক'রেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত লর্ডের আপত্তি টি'কলো না, গভর্ণর জেনারেল এবং কমাণ্ডার-ইন-চীফের পদ গ্রহণ ক'রে তাঁকে ভারতবর্ষে আসতেই হ'ল। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হ'লে মানুষটির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতেই হয়। এখানে কর্ণওয়ালিশের বিষয়ে যে যে কথা বলা হচ্ছে, সেই সেই কথা বাঙলা ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসে কৈ খুঁজে পাওয়া যায় না ?

চার্লস্‌ কার্ট্ আর্লের পুত্র চার্লস কার্ট্ মার্কুই কর্ণওয়ালিশ ইং ১৭৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষালাভ এটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইং ১৭৫৩ সালে টুরিণ মিলিটারী একাডেমীতে ভর্ত্তি হন। '৫৮ সালে জার্ম্মানীর

মিগুনে যুদ্ধ করতে যান। '৬২ সালে আর্ল হন। '৭০ সালে লর্ড অব দি বেডচেম্বার এবং কনষ্টেবল অব দি টাওয়ারের পদলাভ। '৭৫ সালে হ'লেন মেজর জেনারেল। '৭৬ সালে আমেরিকান ওয়ারে যোগদান। '৮১ সালে ইয়র্ক টাউনে মিথ্যা অভিযোগে বন্দী হন। '৮৫ সালে ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনারেলরূপে আগমন। '৯০ সালে মাদ্রাজে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। বাঙ্গালোর অধিকার '৯১ সালে। টিপুকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা করেন '৯৩ সালে। স্যর জন শোরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইন-আদালতের কার্য্যের সংস্কার করেন। পণ্ডিচেরী আক্রমণের জন্যে মাদ্রাজ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করেন। মাদ্রাজ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে যান। ইংলণ্ড থেকে ইউরোপের অন্যত্র মিলিটারীতে যোগ দিতে হয়। '৯৭ সালে পুনরায় তিনি ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনারেলরূপে কার্য্য করতে অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু আয়র্লাণ্ডে কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিসাবে যেতে হয় বিদ্রোহ দমন করতে '৯৮ সালে। ১৮০১ সালে ঐ পদে ইস্তফা দিয়ে এ্যামিন্‌স্ সন্ধিতে তদারক করতে যেতে হয়। ১৮০৫ সালে পুনরায় তিনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ঐ বছরের ৩০শে জুলাই কার্য্যে যোগদান করেন। লর্ড ওয়েলেসলীর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিকল্পনায় অত্যধিক অর্থব্যয় হ'তে দেখে কর্ণওয়ালিশকে প্রশান্ত মহাসাগরে যাত্রা করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু তখন লর্ডের শরীর ঐ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিকল্পনা কার্য্যকরী ক'রে, প্রত্যাবর্ত্তনকালে গাজীপুরের পথে কর্ণওয়ালিশকে শেষ পর্য্যন্ত দেহরক্ষা করতে হ'ল ১৮০৫ সালে।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের স্মৃতি যাতে রক্ষিত হয়, সেজন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। কলকাতা এবং মাদ্রাজে যেমন লর্ডের মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তেমনি কলকাতার একটি বিখ্যাত পথের নাম দেওয়া হয় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। বর্ত্তমান হেদুয়ার নাম দেওয়া হয় কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার। কিন্তু এই ষ্ট্রীট এবং স্কোয়ার যথারীতি সরকারী ব্যয়ে তৈরী হয়নি, কলকাতা লটারী কমিটির সংগৃহীত অর্থে গঠিত হয়। ইং ১৭৯৩ সালে লটারীর মারফৎ টাকা ওঠানোর রীতি প্রথম চালু হয় আমাদের দেশে। ১৮০৫ সালে প্রথম লটারী কমিটির

পৃষ্ঠপোষকতা করেন তৎকালীন সরকার। ১৮২২ সালের ৩০শে মার্চের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয় :—

"ইংলণ্ড দেশে নল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সম্প্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত ডাক্তার টৌম্লিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুমান হয় যে লটারির অধ্যক্ষেরাও লটারীর উপস্বত্ব হইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐরূপ আলো করিবেন।"

লটারীর টাকায় নগর-উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নতি সাধনে ব্রতী হ'য়ে ইংরাজ সরকার গ্যাসালোক এবং পথ-ঘাট নির্ম্মাণ করতে থাকেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট এবং স্কোয়ারও এই লটারীর টাকায় নির্ম্মিত হ'য়েছে।

শ্যামবাজারের পোল থেকে মেছুয়া বাজারের মোড় পর্য্যন্ত পথটির নাম কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। স্কুল, কলেজ, হোষ্টেল, বাজার, সিনেমা-থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহ, হোটেল, যন্ত্রালয়, ফার্ম্মেসী, সেলুন, ক্লিনিং ও বইয়ের দোকানে পরিপূর্ণ এই পথটির দুই পাশে কলকাতার বহু বিখ্যাত পরিবারের বসতি আছে। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এবং লাহা-বংশের অন্যান্যদের গৃহ ব্যতীত শিল্পী ভবানীচরণ লাহার শিল্প-সংগ্রহশালা এই পথে অবস্থিত। ডাঃ গণেন্দ্রনাথ মিত্র, স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিহারীলাল মিত্র, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মল্লিক-বংশের গৃহগুলি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের শোভাস্বরূপ। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-বাটি যেখানে ছিল সেই হেদুয়া বা কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার এখন আজাদ হিন্দ বাগে নামান্তরিত হয়েছে। হেদুয়া অর্থাৎ Hard অথবা Lake প্রতিবেশীদের পানীয় জল ব্যবহারের জন্যই প্রথমে সৃষ্টি হয়। এখানে ক্রীড়ামোদীদের নিকট অতি পরিচিত ন্যাশনাল ও সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব দু'টি পরিচালিত হয়। হেদুয়ার অপর তীরেই বেথুন কলেজ ও হোষ্টেল। এই পথে ২১ নং গৃহে অধিষ্ঠিত 'নর্ম্মাল এণ্ড সেণ্ট্রাল স্কুলস্ এণ্ড জেনানা মিশন' আমাদের নারীমহলে সুপরিচিত। বর্ত্তমানের বেথুন স্কুল ও কলেজ 'দি বেথুন নেটিভ ফিমেল স্কুল' নামে প্রথমে পরিচিত হয়। কলকাতায় এই ধরণের কন্যা-বিদ্যালয় এই প্রথম

নির্ম্মিত হয় ইং ১৮৪৯ অব্দের নভেম্বর মাসে। তৎকালীন বাঙলার ডেপুটি গভর্ণর জেনারেল স্যার জন লিটলার বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ হয়। তখন স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেন সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী জাতি। এই কারণে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রচারের জন্য গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার "স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ইং ১৮৪৯ সনে বীটন বা বেথুন কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে ও বিশেষতঃ বেথুনের শুভ-প্রচেষ্টা সার্থক করতে সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৩১শে মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্করে' লেখেন :—

("এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রবাহ মৃদুগমনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই সময়ে এমত এক মহৎ ব্যক্তি যিনি রাজশক্তি দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন তিনি হঠাৎ কলিকাতা নগরে আসিলেন এবং হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার দয়ার সম্পূর্ণ কিরণ প্রকাশ করিলেন, ইহাতে আমারদিগের কি পর্য্যন্ত সাহস ও উৎসাহ জন্মিয়াছে লেখনী দ্বারা তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি না,······এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা ঐ মহাশয়ের অর্থাৎ শ্রীযুত বেথুন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের যথাসাধ্য আনুকূল্য করুন, বেথুন সাহেব প্রজাপালক, প্রজানাশক নহেন ; তিনি প্রজার ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট করিবেন না, সর্ব্বসাধারণ লোকেরা ইহা নিশ্চিত জানিবেন।")

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আরও কয়েকটি কলেজ ও স্কুল আছে ; যথা—টাউন স্কুল, স্কটিশ চার্চ্চ স্কুল, আর্য্যকন্যা বিদ্যালয়, উইমেন্স কলেজ। ছাত্রাবাসও আছে একাধিক ; যথা—অক্সফোর্ড মিশন ছাত্রাবাস, লেডী জেন ডাগুাস হোষ্টেল ও বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসুর সেন্ট্রাল কলেজ ছিল এই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটেই অবস্থিত। বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর হোষ্টেলের গৃহ যেখানে অবস্থিত, সেখানে পূর্ব্বে ছিল পান্তির মাঠ।

স্বদেশ আন্দোলনের সময়ে এই মাঠে বহু বিখ্যাত সভা ও বক্তৃতা হ'য়েছিল। সঙ্গীত সমাজের বাড়ীটি এখনও আছে, কিন্তু সমাজ নেই। আর্য্য সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কেন্দ্র দু'টি এখনও আছে। বাজারগুলির মধ্যে শোভাবাজার রাজবাটীর শ্যামবাজারের বাজার, শ্রীমানী মার্কেট ও হাতীবাগান বাজারের নাম কারও অবিদিত নেই। কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের পাশেই আছে পুরাণো লোহার একটি বাজার। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো সেখানে ছিল নবীন বসুর বাস্তগৃহ। ঐ গৃহে জাতীয় রঙ্গালয়ের প্রথম অভিনয় হ'য়েছিল। বেথুন কলেজের পার্শ্বের গির্জ্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। রেল কোম্পানীর টিকিট বিক্রয়-কেন্দ্র ও কর্পোরেশনের একটি ডিষ্ট্রীক্ট কার্য্যালয় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের অন্যতম আকর্ষণ। এতদ্ব্যতীত পুয়োর ফার্ম্মেসী ও প্রেসিডেন্সী ফার্ম্মেসীর চক্ষুচিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। জলযোগ ও দ্বারিকানাথ ঘোষের মিষ্টান্নের দোকানও আছে। বাটা কোং, ডি. রতন, ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী, ভট্টাচার্য্যের চায়ের দোকান ও স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী আছে। পুস্তকালয়ের মধ্যে মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ডি. এম. লাইব্রেরী, কে. পি. বসু পাবলিশিং কোং, প্রফুল্ল লাইব্রেরী, সংস্কৃত বুক ডিপো, শ্রীগুরু ও বরেন্দ্র লাইব্রেরী, পুঁথিঘর, দি বুক এম্পোরিয়াম, কাত্যায়নী বুক ষ্টল প্রভৃতির নামোল্লেখ করতে হয়। অলঙ্কার বিক্রেতাদের কয়েকটি বিপণিও এই পথের শোভা বর্দ্ধন করছে। সিনেমা ও থিয়েটারের মধ্যে ষ্টার, রঙমহল, চিত্রা, মিনার, শ্রী, উত্তরা, রূপবাণী, বীণা, রাধা, দর্পণা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহ পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহের আকর্ষণ বর্দ্ধিত করেছে। শ্যামবাজার পোষ্ট অফিস কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটেই অবস্থিত। রূপবাণীর কাছে আছে একটি মসজিদ।

পথটির শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী—যেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং এই মূর্ত্তি দর্শন ক'রতে গিয়েছিলেন এবং কথামৃতের অনুলেখক শ্রীমকে ডাব ও চিনি সহযোগে এই মন্দিরেই পূজা দেওয়ার জন্য আদেশ করতেন। ঠনঠনিয়ার কালীমূর্ত্তি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। পূর্ব্বে নাকি অন্য এক মূর্ত্তি ছিল। উদয়নারায়ণ নামে জনৈক শাক্ত ব্রহ্মচারী এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

করেন। তিনিই ছিলেন পূজারী। অতঃপর হালদার বংশীয় এক পুরোহিত দেবীমন্দিরের ভার গ্রহণ করেন। বাং ১১১০ সালে শঙ্কর ঘোষ নামে খ্যাতিমান প্রতিবেশী বর্ত্তমান মূর্ত্তি ও মন্দিরটি তৈরী করিয়ে দেন। যেজন্য এখনও মন্দির-গাত্রের প্রস্তরফলকে লিখিত আছে :—

"শঙ্কর হৃদয় মাঝে
কালী বিরাজে ॥"

'শঙ্কর' শব্দটি কি দ্ব্যর্থক ? ঘোষ মহাশয় কালী-মন্দিরের পাশে একটি শিব-মন্দিরও স্থাপিত ক'রে গেছেন। ঠনঠনিয়ার কালী মন্দিরের বিষয়ে 'সমাচার দর্পণে'র বাং ১২২৯ সালের ২০শে মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় :—

("মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার বাজারের উত্তরে কালীবাটির নিজ পূর্ব্ব তেমাথা পথে ১৪ মাঘ রবিবার ২৬ জানুয়ারি গ্রহণ দিবসে রাত্রিকালে ১ রাঙ্গা বাছুর ও ১ বানর ও ১ কাল বিড়াল ও ১ শৃগাল ও ১ শূকর এই পাঁচ পশু কাটিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে এই পাঁচ জন্তুর শরীরমাত্র আছে কিন্তু মুণ্ড নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কিছু জানা যায় নাই।")

কারণ সহজেই অনুমেয়। বাঙলা দেশে তখন তন্ত্রের আধিপত্য চলছে। কলকাতায় তান্ত্রিকদের অভাব এখনও নেই, তখনও ছিল না।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধ'রে কত শোভাযাত্রা ও কত শবযাত্রা গেছে। জৈনদের পরেশনাথের মিছিল এখনও প্রতি বছরে যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শব-শোভাযাত্রা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধ'রে শ্মশান-পথে গিয়েছিল। এই জনাকীর্ণ পথের দু'ধারে শুধু বাঙালী জাতির বসতি। ফ্ল্যাটবাড়ী আর দোকান-ঘরের ভীড়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পরিপূর্ণ।

ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট

ইংরাজ জাতি কলিকাতার যে যে উন্নতি করেছিলেন তন্মধ্যে শিক্ষালয় বা বিদ্যালয়, অর্থাৎ এতদ্দেশীয়দের জন্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা অন্যতম। কিন্তু যে-কোন দেশের অধিবাসীদের শিক্ষা দিতে হ'লে বা কোন দেশের রীতি-নীতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে সেই দেশের ভাষা ও আদব-কায়দা পুরাপুরি না জানলে চলে না—যেজন্য ইংরাজদেরও শিক্ষানবিশী করতে হয়েছিল। ইং ১৭৮৯ (?) খৃষ্টাব্দে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—যেটির নাম ফ্রি স্কুল, অর্থাৎ অবৈতনিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাগণ শিক্ষালাভ করতেন বিনা বেতনে। এই বিদ্যালয়ের নাম ও অবস্থিতির জন্য পথটির নাম হয়েছে ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট। পথটি হগ মার্কেটের পেছনে। পার্ক ষ্ট্রীট থেকে হগ মার্কেট পর্য্যন্ত এই পথের সীমানা। এখন ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট লোকে লোকারণ্য হ'লেও ইং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দেও এখানে গভীর জঙ্গল ছিল। জঙ্গলে অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা বাঁশের ঝাড়ই ছিল বেশী। তখন লোকে এই অঞ্চলকে 'বাঁশের জঙ্গল' বলতো। তখন মানুষ ঐ অঞ্চলে সহজে যেতে চাইতো না। এখন হিন্দু, মুসলমান, আর্ম্মাণী, পর্ত্তুগীজ, চীনা ও আরও অনেক জাতির মিলনকেন্দ্র হয়েছে। এই পথে যত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের দোকান একত্রে আছে, তত অন্য কোন পথে নেই। দর্জি ও জামা-কাপড়ের দোকান যত, তত আছে ড্রাইং ক্লিনিং, লণ্ড্রী, রেষ্টুরেন্ট আর ঔষধালয়। সঙ্গীতযন্ত্র ও রেডিওর দোকান, প্যাকিং বাক্স ও পুরাণো বইয়ের দোকান। যত মদের দোকান তত সোডা-লেমোনেডের।

যেখানে ফ্রি স্কুলের গৃহ সেখানে পূর্ব্বে একটি গৃহ ছিল। ঐ গৃহে বাস করতেন মিঃ লিমেষ্টার, যিনি ছিলেন তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম জজ এবং মহারাজা নন্দকুমারের মামলার অন্যতম বিচারক। লিমেষ্টারই নন্দকুমারকে হাজতে পুরতে আদেশ দিয়েছিলেন। এই পথের ৩৯ নং গৃহে (পরে আর্মেনিয়ান কলেজে রূপান্তরিত) ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক

উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারের জন্ম হয়েছিল ১৮ই জুলাই ১৮১১ অব্দে। থ্যাকারের পিতা রিচমণ্ড থ্যাকারে ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বোর্ড-অব-রেভেনিউর সেক্রেটারী এবং চব্বিশ পরগণার কালেক্টর। রিচমণ্ড এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন আলিপুরে। আলিপুর জেলের প্রবেশ-পথ "থ্যাকারে রোড" নামে এখনও পরিচিত।

কলিকাতা লটারী কমিটি কর্তৃক ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে যে ফ্রি স্কুল কবে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল সে বিষয়ে প্রচুর পরস্পর-বিরোধী উক্তি আছে। এই আলোচনায় আমরা কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পরিবেশন ক'রছি। সে যুগের বাঙলা সিভিল সার্ভিসের সদস্য মিঃ এ. কে. রায় সংগৃহীত 'সেন্সাস অব ইণ্ডিয়া, ১৯০১' থেকে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করি। রায় বলছেন :—

("About the year 1760 a school was founded for the education of East Indian and European girls, by one Mrs. Hodges, who taught dancing and French exclusively. A charity school for Eurasian boys (the Free School) was first set up about 1727 by Mr. Bourchier, a merchant, who was afterwards appointed Governor of Bombay. In 1765 the school was enlarged to a great extent by private subscriptions, in consideration of which the Government agreed to subscribe Rs. 800 per mensem towards its maintenance.")

এই বিখ্যাত বিদ্যালয়টি কেবলমাত্র খ্রীষ্টীয় ছেলেমেয়েদের পাঠের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে তারা লেখাপড়া, থাকা-খাওয়া এবং মানুষ হওয়ার জন্য সকল রকম সুবিধাই লাভ করে। কেউ কেউ বলেন, 'ওল্ড ক্যালকাটা চ্যারিটি'র প্রদত্ত অর্থে এই অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ইং ১৭৮৯ অব্দে; সহযোগিতা করে 'ফ্রি স্কুল সোসাইটি'। প্রতিষ্ঠার সময় তখনই নাকি অর্থ ব্যয় হয় আনুমানিক তিন লক্ষ টাকা। জানবাজারে এই বাবদে একটি বাগান-বাড়ী ক্রয় করা হয় আটাশ হাজার টাকায়। তখন তৎকালীন সরকার

প্রচুর অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বহু নামজাদা খ্রীষ্ট-ভক্ত অর্থ দান করেন প্রথমে ছাত্র-বিদ্যালয় হিসাবে প্রচলিত হ'লেও এই সময় থেকে ছাত্রীদেরও পাঠের জন্য ভর্ত্তি করা হয় এবং এই কারণে এই স্থানেই পৃথক একটি গৃহ নির্ম্মিত হয়। ধর্ম্মযাজক বিশপ টার্নার বিদ্যালয়টিকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করতে উদ্যোগী হন। তাঁরই চেষ্টায় বিদ্যালয়ের লাগোয়া "ফ্রি স্কুল চার্চ" প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশপ উইলশন গির্জ্জাটিতে ধর্ম্মকার্য্য আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের যে নয়নাভিরাম গৃহ দেখা যায় সেটি ইং ১৮৫৪ অব্দে গঠিত হয়। পুরাণো গৃহ ভেঙে পড়ায় তৎপরে এই গৃহের পত্তন হয়। ইং ১৮৮৬ অব্দে বালিকা-বিদ্যালয়টি পুনর্নির্ম্মিত হয়।

ফ্রি স্কুল সম্পর্কে হেনরী কটন বলছেন :—

("Free School Street was a bamboo jungle in 1780, which people were affraid to pass at night. It now proceeds in a northernly direction from Park Street until it reaches Dhurrumtollah. Its name is due to the Free School which was established in 1789, and merged with the older charity have been erected on the site of the house of Mr. Justice Le Maistre, the colleague of Impey, Hyde and Chambers in the Supreme Court from 1774 to 1777.")

এই পথে শুধু উক্ত অবৈতনিক বিদ্যালয় নয়, আরও কয়েকটি বিদেশী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে একটির নাম উল্লেখযোগ্য। যথা :— 'দি পেরেণ্টাল একাডেমি ইন্‌ষ্টিটিউশন'। রাজত্ব লাভের জন্য এলেও বিদেশীরা তাদের নিজেদের শিক্ষা সঞ্চয়ের জন্য কি পরিমাণ সচেষ্ট ছিল, তা এই ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের দিকে তাকালেই বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

এই বিখ্যাত পথটিতে একটি 'ক্লাব' ছিল—নাম 'জার্ম্মান ক্লাব'। তখন ইং ১৮৭১ সাল। কলকাতার বিশিষ্ট জার্ম্মান বাসিন্দাদের উদ্যোগে ১৯নং গার্ডেন রীচ্ রোডে বিখ্যাত জার্ম্মান মিঃ ইশেনলর (Eisenlohr)-এর গৃহে

এক সান্ধ্যভোজে (Friedensfein) কলকাতার যতেক জার্মানগণ একত্রিত হন। ভোজ চলতে চলতে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, কলকাতা শহরের বুকে একটি সঙ্গীতের ক্লাব (Musical Club) স্থাপিত না হ'লে যেন সুখের ব্যাঘাত হচ্ছে। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হোক। উদ্দেশ্য হবে, জার্মানীর সঙ্গীত-শিল্প আর সামাজিক ঐতিহ্য প্রচার। সেই প্রস্তাবানুযায়ী 'জার্মান মিউজিক্যাল সোসাইটি' গঠিত হয় এবং বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ মিঃ ড্রেশ্চারকে (Drescher) সোসাইটি পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। ইং ১৮৭২ অব্দে ২রা এপ্রিল 'জার্মান ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাবের উদ্দেশ্য: "To offer to the German Community of Calcutta a place of recreation, where German Music, Gymnastics, Theatricals and the Amenities of Social Life."

যাই হোক, ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত সঠিক কোথাও লেখা নেই। চৌরঙ্গীর আওতায় ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট দিনে দিনে গ'ড়ে উঠেছে। যে পথে জন্মেছিলেন ঔপন্যাসিক থ্যাকারে, সেই পথে এখন ম্যাসাজ ক্লিনিক আর ফিরিঙ্গী মেয়েদের ভিড়; যেখানে এখনও সেই আদ্যিকালের সেণ্ট টমাস চার্চ্চ, সেখানেই সাহাদের মদের দোকান। এখনও এই পথে আছে কলিকাতা ফায়ার ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টার এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারী খাদ্য বিভাগের হেড অফিস। আর আছে আর্মেনিয়ান কলেজ। প্রস্তর ফলকে সোনালী অক্ষরে কলেজের নামের তলায় লেখা আছে "ফিলানথ্রপিক"।

ইং ১৮৬৭-৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই পথটি ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। একদিকে পার্ক ষ্ট্রীট আর অন্য দিকে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, দুয়ের যোগাযোগ রক্ষা ক'রেছে ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট। ভারতীয় রেলওয়ের বুকিং এবং পার্শ্বেলের একটি কেন্দ্র এখনও স্মরণ করায় কোম্পানী বাহাদুরকে। আর আছে দু'টি বিখ্যাত নীলামের দোকান ষ্টেনর কোং ও চৌরঙ্গী সেলস ব্যুরো—যেখানে লাখ লাখ টাকার মাল দু'চার টাকায় বিক্রী হ'য়ে যাচ্ছে। আর আছে বিখ্যাত ডলকার্ট ব্রাদার্স, ডি. এন. দে কোং, আর. কে. সাহা, বেঙ্গল টেক্সটাইল ও ইণ্ডিয়া অটোমোবাইলসের কার্য্যালয়, শো-রুম এবং দোকান। ডেন্টিষ্টদের দোকানও এই পথে অগুণতি।

বর্ত্তমানে যেখানে পার্ক ম্যানসন্, সেখানে ছিল বিচারক রয়েডশের উদ্যান-বাটী, যাঁর নামে রয়েড ষ্ট্রীট। কিছু পরে এই গৃহ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল ও ডাভটন কলেজে রূপান্তরিত হয়। ইং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পার্ক ম্যানসন্ গৃহটি তৈয়ারী হয়। কার্ণানী ম্যানসন্ও এই পথের একটি আকর্ষণ। এবং রাণী রাসমণির গৃহের একাংশ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে পড়েছে—যে গৃহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদধূলিতে পবিত্র হয়েছে। বর্ত্তমানে এই পথের এক সীমার নামকরণ হয়েছে রাণী রাসমণি রোড।

এই পথটির আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। বিখ্যাত রাজদ্রোহী প্রফুল্ল চাকীর ফাঁসী হওয়ায় কর্ত্তিত মুণ্ড তদানীন্তন সরকার বিচারালয়ে হাজির ক'রেছিলেন—যেজন্য ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'য় সম্পাদকীয় লিখেছিলেন "কাটামুণ্ড কথা কয়" এই শিরোনামায়। প্রফুল্ল চাকীর ফাঁসীতে দেশে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় তৎকালীন সরকার এই ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের পথি-পার্শ্বস্থ কোন এক বৃক্ষের তলদেশে "ছিন্নমুণ্ড" প্রোথিত করেন। এই বিষয়ে যদি সরকারী পুলিশ বিভাগের কেউ কিছু জানেন, অবিলম্বে সাধারণ্যে বিষয়টি জ্ঞাত করতে অনুরোধ করি।

কিড ষ্ট্রীট

কিড ষ্ট্রীট চৌরঙ্গী থেকে বেরিয়ে মিশেছে ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে। সে-যুগে অনেকগুলি নাম ছিল এই পথের। নাম ছিল চৌরঙ্গী ট্যাঙ্ক ষ্ট্রীট, ঝাঁঝরিতলা কি রাস্তা এবং সিভ্ ট্যাঙ্ক ষ্ট্রীট (Sieve Tank St.)। Tank অর্থাৎ পুষ্করিণীটি এখনও বর্ত্তমান আছে কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের বাসগৃহের চৌহদ্দীতে। লেঃ কঃ রবার্ট কিড, যিনি শিবপুর বোটানিক্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং যিনি ছিলেন বাঙলা সরকারের তৎকালীন 'সেক্রেটারী' তাঁরই নামে এই কিড ষ্ট্রীট। তাঁর অন্যতম পুত্র জেমস্ কিড ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Master Ship Builder. জেমস্ কিডের নাম থেকেই কিডারপুর বা খিদিরপুর নাম হয়। জেমস্ই খিদিরপুরের ডক তৈরী করেন। তিনি তখনকার ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। পিতা এবং পুত্র—রবার্ট এবং জেমস্ কে ছিলেন, বিস্তারিত পরে বলছি।

কিড ষ্ট্রীটের এই ট্যাঙ্ক বা পুষ্করিণী সে-যুগের প্রতিবেশীরা ব্যবহার করতেন, যেজন্য কৌন্সিল সদস্য মিঃ স্পিক্ (যিনি ইং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আর্ট স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ করেন) ঐ পুষ্করিণীতে দরিদ্র 'কালা আদমী'দের উন্মুক্ত দেহ দেখে পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে সীমানা গেঁথে দেন। শিল্পী শ্রীমুকুল দে যখন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ তখন রবীন্দ্রনাথ একদা দে মশায়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং বেশ কয়দিন এখানে অতিবাহিত করেন। কবিগুরু অধ্যক্ষগৃহের বারান্দা থেকে এই পুষ্করিণীর শোভা দেখতেন আর ছবি আঁকতেন।

মিঃ উডের মানচিত্রে (ইং ১৭৭৪) কিড ষ্ট্রীটের নামোল্লেখ ছিল চৌরঙ্গী ট্যাঙ্ক ষ্ট্রীট এই নামে। ইং ১৭৪২ অব্দের কলকাতার মানচিত্রে পুষ্করিণীও অঙ্কিত ছিল। পথটির নাম "ঝাঁঝরিতলা কি রাস্তা" হওয়ার কারণ পুকুরের ধারে ঝাঁঝরির জল-ফটক (Water Gate) ছিল, যাতে কোন স্নানার্থী জল ব্যবহার করতে না পারে।

কর্ণেল রবার্ট কিড (ইং ১৭৪৬-১৭৯৩) এক সনাতন এবং বনেদী

'ফরফারসায়ার' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইং '৬৪ তে তিনি 'ক্যাডেট' এবং 'এনসাইন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সে' ভূষিত হন। '৮২ তে 'লেফ্‌টনান্ট কর্ণেল' উপাধি লাভ করেন। '৮৬ তে তিনি বাঙলা সরকারের মিলিটারী সেক্রেটারী থাকাকালীন ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল স্যর জন ম্যাকফার্সনের কাছে কলকাতা শহরের চৌহদ্দীতে একটি উদ্ভিদবিদ্যার (Botany) গবেষণার জন্য একটি উৎকৃষ্ট উদ্যান তৈয়ারীর পরিকল্পনা পেশ করেন। এই উদ্যান তৈয়ারীর তখন প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, জাহাজ নির্ম্মাণের উপযোগী কাঠ (Teak Wood) যদি সেখানে পাওয়া যায় এবং তুলা, তামাক, কফি আর চায়ের চাষ যদি হয়, এই প্রত্যাশায়। ম্যাকফার্শন প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে গেলেন। '৮৭ অব্দে কোর্ট অব ডিরেকটর্সও এই পরিকল্পনাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিড পরিবার তখন শিবপুর, হাওড়া, শালিমার পয়েণ্টের কাছে নিজেদের বসত-বাড়ীতে বসবাস করছেন। বোটানিকাল গার্ডেনের জন্যে রবার্ট তাঁর গৃহের সংলগ্ন ৩০০ একরের একটি জমি মনোনীত করলেন। এই স্থান থেকে জাহাজ-নির্ম্মাণের কাঠ সংগ্রহের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত বাতিল ক'রতে হয়। যেজন্য উক্ত জমির ২৭০ একর উদ্যানের জন্য পৃথক রেখে বাকি জমি 'বিশপস্ কলেজে'র জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। রবার্ট তাঁর জীবদ্দশায় প্রচুর ভূসম্পত্তি ক'রেছিলেন, যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরপুরুষে বর্ত্তায়। রবার্টের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে শিবপুরের বোটনিক্‌সে তখনকার দিনের বিখ্যাত ভাস্কর ব্যাঙ্কস্ নির্ম্মিত একটি অনন্যসাধারণ সুন্দর 'আর্ণ' (Urn) স্থাপিত হয় ১৮৯৫ তে। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রবার্ট এই পৃথিবী-বিখ্যাত উদ্যানের প্রধান পরিচালকের পদে কাজ করেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, এই পদের জন্য রবার্ট কোনদিন এক কপর্দ্দকও বেতন নিতেন না। ভাস্কর ব্যাঙ্কস্ নির্ম্মিত রবার্টের একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি এই উদ্যানের অর্কিড ঘরের বিপরীত দিকে স্থাপিত হয় "Father of the Gardens"-এর স্মৃতিরক্ষায়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি chalk বা খড়িতে আঁকা রবার্টের একখানি অপূর্ব্ব ছবি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দান করেন।

স্যার জেমস্ কিড্ (ইং ১৭৮৬-১৮৩৬) ছিলেন একজন বিখ্যাত জাহাজ-

নির্ম্মাতা। ইং ১৭৮৬ অব্দে জেমস্ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকাবস্থায় ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন স্বদেশে জাহাজ-নির্ম্মাণের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে। ইং ১৮০০ অব্দে ভারতবর্ষে ফিরে এসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাষ্টার সিপ্-বিল্ডার মিঃ ওয়াডেলের কাছে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগদান করেন। ওয়াডেল ইং ১৮০৭ অব্দে কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিড পরিবার ঠিক সেই সময়ে খিদিরপুরের জাহাজ তৈরীর কারখানা ক্রয় করে এবং জেমস্কে প্রধান জাহাজ-নির্ম্মাতার পদে অভিষিক্ত করে। ইং ১৮১৪ অব্দে তিনি আবার ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন "জেনারেল কিড্" (১২৭৯ টন) নামক নিজের তৈরী জাহাজে। ইং ১৮১৫ অব্দে জেমস্ সেণ্ট হেলেনায় এইচ. এম. এস. সিমিরামিশ নামক বিধ্বস্ত জাহাজ সারানোর কাজে দক্ষতা দেখিয়ে তদানীন্তন 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস'এর কাছ থেকে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। জেমস্-এর অধীনে সর্ব্বসমেত পঁচিশখানি জাহাজ নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে "হেষ্টিংস" ম্যান অব্ ওয়ার বা যুদ্ধজাহাজ (১৭৩২ টন, চুয়াত্তর কামান সংলগ্ন) অন্যতম। এই একমাত্র যুদ্ধজাহাজ তখন পর্য্যন্ত কলকাতার খিদিরপুরের কারখানায় প্রথম তৈরী হ'য়েছে। আর একটি ষ্টীমার বা বাষ্পীয়জাহাজ হুগলীর কারখানায় তৈরী হয় জেমস্-এর তত্ত্বাবধানে। এই ষ্টীমারই প্রথম এদেশে তৈরী হয়—নাম "ডায়না"। জেমস্ সকলের কাছেই তৎকালীন "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ক্লাশ"-এর প্রধানতম হিসাবে গণ্য হ'তেন। ইং ১৮৩৬ অব্দের ২৬শে অক্টোবর জেমস্-এর মৃত্যু হয়। ঠিক সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খিদিরপুরের জাহাজ-কারখানা ক্রয় করে। জেমস্-এর খিদিরপুরের 'ডক' ইং ১৮০৭ অব্দে কর্ণেল হেনরী ওয়াটসন কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ফ্রান্সিস্-হেষ্টিংস্ লড়াইয়ে ওয়াটসন ছিলেন ফ্রান্সিসের পক্ষে দ্বিতীয় যোদ্ধা। জেমস্ The Head of the Indian Class নামে বিখ্যাত ছিলেন।

কিড ষ্ট্রীট যে কিড্ পরিবারের ঠিক কোন্ ব্যক্তির স্মরণে নামাঙ্কিত, সেই বিষয়ে মতান্তর আছে। শ্রীমতী ক্যাথ্লিন ব্লিচেনডেন বলেন যে, এই পথ রবার্ট এবং জেমস্-এর পূর্ব্বপুরুষ জেনারেল অ্যালেকজাণ্ডার কিডের নামে রচিত হয়। ব্লিচেনডেনের নিজের ভাষায়—

"...the then new road, Kyd Street named after General Alexander Kyd, who built and lived in the house which been for so many years the United Service Club."

যাই হোক, এই পথের স্মৃতির সঙ্গে কিড্ পরিবারের যোগাযোগ অস্বীকারের উপায় নেই। ব্লিচেনডেনের মত উপেক্ষনীয় নয় আদপেই, যদিও অন্যান্য বিদেশী গবেষক এই মতের পোষকতা করেননি।

কিড ষ্ট্রীটে যাদুঘর, আর্ট স্কুল, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া এবং ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবের একেক অংশ পড়েছে। এই পথে আছে সুবৃহৎ অট্টালিকা, ম্যান্সন্ ও ফ্ল্যাটবাড়ী। কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের পুলিস কমিশনারের বাসগৃহ ২নং কিড ষ্ট্রীটে এবং ৩নং গৃহটি বিখ্যাত ধনী ইহুদী স্যর ডেভিড এজরার। এই পথে ছিল বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক স্বর্গত ডাঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়ের চেম্বার। জি. কে. পোর্টস কোম্পানীর দোকান এবং কয়েকটি মদের দোকানও আছে এই পথে।

কিড ষ্ট্রীট অন্যান্য পথের ন্যায় কোলাহলমুখর নয়, বরং বৃক্ষচ্ছায়ায় প্রশান্ত ও পরিচ্ছন্ন। কিড ষ্ট্রীটে ফিরিঙ্গীদের বসতি অধিক।

ইলিয়ট রোড

কলকাতায় লোকে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল সে-যুগের চোর ডাকাতের উৎপাতে। কত শত ইংরাজ পর্য্যন্ত এই চৌর্য্যাদির জন্য হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন। ইলিয়ট সাহেবকে এই চৌর্য্যবৃত্তি দমনের জন্যই নিয়োগ করা হয়। স্যর উইলিয়াম জোন্স ব'লেছিলেন :—

("কলিকাতা শহরে তখন গুণ্ডা ও বদমাইসদের বিশেষ প্রাবল্য ছিল। গত দেড় মাস ধরিয়া দেখিতেছি শহরের মধ্যে নানারূপ অশান্তির অভিযোগ শহরবাসী করিতেছে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। মারামারি, দাঙ্গা ও রাত্রে সিঁধ কাটিয়া বা জবরদস্তিতে কাড়িয়া লওয়া প্রভৃতি ব্যাপার শহরের মধ্যে ইদানীং অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে।")

শুধু দেশীয় নয়, বিদেশীয়দের মধ্যেও এই কুবৃত্তি পরিলক্ষিত হ'ত। ইংরাজ, আর্ম্মাণী, চীনা, পর্ত্তুগীজ জাতির মধ্যেও চুরি-ডাকাতির অভ্যাস প্রচলিত ছিল। ইলিয়ট সাহেবের কঠোর ব্যবস্থায় কলকাতা শহরে চোর ও ডাকাতের ভয় প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। ইলিয়ট চোর ধরতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিচারক মিঃ রয়েডের সমসাময়িক ছিলেন ইলিয়ট। কলকাতা বোর্ডের সভাপতি এবং পুলিশ কন্সারভেন্সির কর্ত্তার পদলাভ ক'রেছিলেন তিনি। আপ্‌জনের মানচিত্রে কলকাতার যে পথটির নাম "আহম্মদ জমাদারের রাস্তা" নামে উল্লিখিত আছে, সেই পথটিই ইলিয়টের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত হয়। ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট থেকে সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত পথটির নামই ইলিয়ট রোড।

ইলিয়ট রোডের নামকরণ হয় স্যর জন ইলিয়টের স্মৃতিতে। এই ব্যক্তি ছিলেন তৎকালীন পুলিশ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মী। কেমব্রিজের সেণ্ট জনস্ কলেজের ছাত্র ছিলেন জন। উক্ত কলেজের তিনিই দ্বিতীয় র‍্যাংলার এবং প্রথম স্মিথস্ প্রাইজম্যান ছিলেন। ইং ১৮৬৯-৭০ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কলেজের সদস্য ছিলেন। ইং ১৮৬৯-১৮৭২ পর্য্যন্ত জন রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ইং ১৮৭২-১৮৮৪ পর্য্যন্ত এলাহাবাদের

কলি—

মুইর সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের Physics বা পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৪-৮৬ পর্য্যন্ত তিনি বাঙলা সরকারের আবহাওয়া বিভাগের প্রতিনিধি ছিলেন। অতঃপর তিনি ১৮৮৬-১৯০৪ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের আবহবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। বহুকাল (১৮৯৯ থেকে) তিনি ইণ্ডিয়ান অবজারভেশন এর প্রধান পরিচালক বা ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯০৩ সালে কে. সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। ১৯০৪ সালে জন অবসর গ্রহণ করেন। জনের পুত্র স্যর হেনরী ইলিয়ট ছিলেন একজন আই. সি. এস। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নিযুক্ত ছিলেন হেনরী। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম Memoirs of the History, Folklore, and Distribution of the Races of the N. W. F. P. জনের অন্যতম পুত্র স্যর উইলিয়াম ইলিয়ট বর্ম্মা এবং রেঙ্গুন যুদ্ধে মাদ্রাজী ব্রিগেডকে পরিচালিত ক'রেছিলেন।

যাই হোক, জন কলকাতা শহরের বহু দুর্নীতি দূরীকরণ করেন এবং শহরকে বহু অংশে দোষমুক্ত করেন। জন শুধু যে দেশী চোর ডাকাতকে গ্রেপ্তার ক'রেই শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন তাই নয়, তিনি ইংরাজ, আর্মাণী, চীনা, পর্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশী চোর ডাকাতদেরও নিস্তার দেননি। এই কারণে কলকাতা শহরের বিদেশী চোর-ডাকাতের দল জনের নামে একটি 'Dacoit's Song' বা 'ডাকাতের গান' বেঁধেছিল। গানটি এই :—

"Here a health to the jolly Dacoits,
Who are hung in the Law's fatal chain !
Here's a health to John Elliot whose daring exploits
I never shall witness again !"

এই উদ্যমী ও উদ্যোগী রক্ষাকর্ত্তা, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর পূর্ব্বতন কর্ম্মী স্যার জন রয়েডস্ এর পর মাত্র দু'বছরের জন্ম কাজ করেন। ইং ১৮১৮ অব্দে ৫৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। নর্থ পার্ক ষ্ট্রীট সমাধিভূমিতে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। জনের সমাধির 'পরে একটি চমৎকার স্তম্ভগাত্রে লিখিত হয় :—

"......erected by a voluntary association of persons who ere long and intimately acquainted with his merits and iaracter, and who were desirous of evincing by a lasting emorial their sentiments of esteem and regard."

এই পথে মদের দোকান, ডাইং ক্লিনিং, সেলুন ও চীনাদের হোটেলই ধিক। কিং কোম্পানীর ঔষধাগার এবং সেন ল' কোম্পানীর মদের কান ইলিয়ট রোডের দুই বিখ্যাত আকর্ষণ। এখানে ফিরিঙ্গী এবং াদের বসতি অত্যন্ত বেশী। কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর দৌলতে ইলিয়ট াড বিখ্যাত হ'য়েছে।

মউস্ লেন

মিষ্টার মট্ ছিলেন প্রাচীন কলকতার একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী। ইং ১৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের আদেশে মট্ উড়িষ্যায় মণির খনি আবিষ্কার ক'রতে গিয়েছিলেন। এই বিষয়ে তিনি একটি গ্রন্থ পর্য্যন্ত রচনা ক'রেছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে মট্ কাশীবাসী হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি হুগলী জেলার অতঃপাতী চুঁচুড়ায় বাস করতে থাকেন। গভর্ণর হেষ্টিংস নাকি প্রায়ই মটের চুঁচুড়াস্থিত গৃহে আমন্ত্রিত হ'তেন। বিবি মেরিয়ানকে লেখা হেষ্টিংসের গোপনীয় চিঠিপত্রে মটের নাম এবং বিবি মটের নাম বহুবার উল্লিখিত হ'য়েছে। কয়েক বছর মট্ সে-যুগের কলকাতার পুলিশ বিভাগের কর্ত্তার কাজ ক'রেছিলেন। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত এলিজা ইম্পের স্বহস্তলিখিত কাগজপত্রে মটের নামোল্লেখ আছে। শেষ বয়সে মট্কে দারুণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়। কলকাতা জেলে মট্ দেনার জন্য কয়েদ পর্য্যন্ত হ'য়েছিলেন। ইং ১৭৮১ অব্দ থেকে মট্ নিদারুণ অর্থাভাবে পড়লেন। তৎকালীন গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, মট্ তাঁর পাওনাদারদের জন্য এক ঘরোয়া বৈঠক ক'রেছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ইম্পের যে সব নথিপত্র ছিল, তাতে কলকাতা কারাগার থেকে লিখিত (১৭৮৩) একখানি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। এই আবেদনে মট্ জানিয়েছিলেন যে, কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের খাতিরে পাওনাদারগণ যেন মট্কে রেহাই দেন এবং তাঁকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। ১৮৮৪ সালে শ্রীমতী মট্ ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন শ্রীমতী হেষ্টিংসএর সঙ্গে। 'হার্টলি হাউস' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিত আছে :—

> "The whole place is engaged in adiens and Mrs. H— will be accompanied to England by a Mrs. M—, who ha[s] been presented with 500 gold-mohurs (a thousan[d] pounds) in return for her compliance in making th[e] voyage with her. Two black girls, and a steward, an[d]

Mrs.—'s attendants: and the state cabin and roundhouse will be entirely devoted to her use."

়শের চিঠিতে আছে :—

("জীবনের শেষভাগে তাঁহার দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটিয়াছিল ও এইজন্য তিনি কলিকাতা কারাগারে দেনার দায়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।")

যে-ব্যক্তি পুলিশের কর্ত্তা ছিলেন সেই ব্যক্তিকে হাজতবাস করতে হয়, াবতেও আশ্চর্য্য লাগে। মর্ট্ যখন পুলিশ-কোতোয়াল ছিলেন তখনকার ়কটি সত্য ঘটনা উল্লেখ করছি একটি পুরাতন সংবাদপত্র থেকে। ঘটনাটি ়ই :—

("রামকান্ত মুন্সী নামক কলিকাতার জনৈক ধনী অধিবাসীর বনমালী নামে একজন ভৃত্য ছিল। কোন দোষের জন্য রামকান্ত বনমালীকে কর্ম্মে জবাব দেয়। বনমালী জানিত, তাহার প্রভুর গুপ্ত সম্পত্তি কোথায় থাকে। বনমালী কলিকাতায় বদমাইসদের আড্ডায় ঢুকিয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজিতে থাকে। মুন্সীবাবুর বাটী প্রহরী রক্ষিত। কাজেই কেহ সহজে স্বীকৃত হইতে চাহিল না। সেই কালে শ্রীরামপুরে গোবিন্দরাম চক্রবর্ত্তী নামে একজন নামজাদা সিঁদেল চোর ছিল। আগে লোকটা কলিকাতাতেই থাকিত, কিন্তু ইংরাজ-পুলিশ তাহাকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায়, সে শ্রীরামপুরে দিনেমার সেটেলমেণ্টে আশ্রয় লয়। বনমালী শেষ পর্য্যন্ত এই গোবিন্দরামের নিকট গিয়া তাহার পূর্ব্ব মনিবের সম্পত্তি চুরির প্রস্তাব করে। গোবিন্দরাম তাহার দুইজন সঙ্গীকে লইয়া গুপ্তভাবে কলিকাতায় আসে ও বনমালীর সহিত পরামর্শ মতে, চুরি সম্বন্ধে সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করে। একদিন গোবিন্দরাম সকলকে লইয়া কালীঘাটে চলিয়া যায়। কালীঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার পর সে তাহার সঙ্গীদের ও বনমালীকে লইয়া একটু রাত্রি হইলে মুন্সীর বাগানের প্রাচীরের কাছে উপনীত হয়। তৎপরে সে মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা কোন কিছু করিয়া তাহার সঙ্গীদের বলে,—"আর কোন ভয় নাই। ধুলোপড়া ছড়াইয়া দিয়াছি। বাড়ীর সকলে নিশ্চয়ই মড়ার

মত ঘুমাইবে। যা তোরা সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া আয়।" বনমালী পাঁচিল টপকাইয়া তাহার সঙ্গীদের সহিত বাগানের ভিতর পড়ে। বাড়ীর ঘরদ্বার সবই তার জানাশুনা ছিল; সুতরাং সে অতি সহজে যে ঘরে টাকা থাকিত, সেই ঘরে যায়। সেই ঘরের মধ্যে কর্ত্তা স্বয়ং নিদ্রামগ্ন ছিলেন বাড়ীর মধ্যে ভৃত্যাদি লইয়া ৬৪ জন লোক ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বনমালী ও গোবিন্দরাম অতি সহজেই সিন্দুক খুলিয়া সমস্ত টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া পলাইয়া যায়। গোবিন্দরাম সেই রাত্রেই তাহার বথরা লইয়া শ্রীরামপুরে পলাইয়াছিল। শীতকাল, পৌষ মাস। কাজেই রাত্রে এ ঘটনাটা কোনরূপে প্রকাশ পাইল না। পরদিন প্রাতে সকল ব জানিতে পারিয়া রামকান্ত মুন্সী শহর কোতোয়াল মট্ সাহেবকে সংবাদ দেন। মট্ সাহেব আসিয়া অকুস্থল দেখিয়া বলেন—"জানাশুনা লোকের সহায়তা ভিন্ন একাজ হয় নাই। পরিশেষে বনমালী সকল দোষ গোবিন্দ-রামের ঘাড়ে চাপায় ও সকল ঘটনা ব্যক্ত করিয়া দেয়। গোবিন্দরামকে গ্রেপ্তার করা হয়। বনমালী, গোবিন্দরাম এবং তাহার সঙ্গীদিগকে হাজতে আটক করা হয়। কঠোর শাস্তির ভয়ে গোবিন্দরাম হাজতের মধ্যেই গলায় দড়ি দেয়।")

এই মট্ সাহেবের নামেই মটস্ লেন। প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথায় পর্য্যন্ত মটস্ লেনের উল্লেখ আছে—কেন না এই পথে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি বাস করেছেন; যথা—ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি। রাজা সুবোধ মল্লিকের এক গৃহে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ নাহা পরিবারের বাসও এই পথে। মটস্ লেনে অধিষ্ঠিত কুমার সিং হল, যেখানে অদ্যাবধি বহু সভাসমিতি হয়ে থাকে, সেই অট্টালিকাটি নাহ পরিবারের কুমার সিং নাহারের স্মৃতিস্বরূপ। আনন্দমোহনের গৃহে সিটি কলেজের বহু সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে যে সভায় উপস্থিত থাকতেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। মটস্ লেনেই ছিল বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর', যার সম্পাদক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন। ইণ্ডিয়ান মিররের অবস্থিতির জন্য মটস লেনের একটি সীমানার নাম হয়েছে ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট।

আঁকাবাঁকা গলি আছে কলকাতায় প্রচুর। মটস্ লেনও আঁকাবাঁকা। ক্রি স্কুল ষ্ট্রীট থেকে ঘুরে ঘুরে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে পৌঁছেছে মটস্ লেন। নদীর যেমন শাখানদী থাকে, মটস্ লেনের তেমনি আছে উপশাখা। এই পথে আসবাব-পত্রের এবং দ্বিচক্রযানের দোকান আছে অসংখ্য।

পার্ক ষ্ট্রীট

পাঠক-পাঠিকা কল্পনাচক্ষে অবলোকন করুন মহারাজা নন্দকুমারের সময়ে সেই পুরাতন কলকাতা, যখন আধুনিক রুচিতে সুসজ্জিত আলো ঝলমল এই চৌরঙ্গীর আশেপাশে ছিল গভীর জঙ্গল। আর সেই ঘনারণ্যে হিংস্র পশু এবং নরঘাতী চোর-ডাকাতের অবাধ বিচরণ। রাত্রির ঘন তমিস্রা, আলোর চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। মানুষ দল না বেঁধে চৌরঙ্গীর ধারেকাছে ঘেঁষতে সাহসী হ'ত না। ব্যাঘ্র-নিনাদের আতঙ্কে ওয়ারেন হেষ্টিংস পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে পালাই পালাই করছেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক দোর্দ্দণ্ড স্যর এলিজা ইম্পে পর্য্যন্ত অস্ত্রধারী শান্ত্রী ও সিপাই পুষছেন শুধু ডাকাতের ভয়ে এবং গৃহরক্ষার নিমিত্তে। ইম্পে তখন থাকতেন মিডলটন রোয়ের একটি সুবৃহৎ বাটিতে, যেখানে বর্ত্তমানে 'লরেটো কনভেণ্ট'। এই গৃহের সীমানা বেষ্টন ক'রে ছিল একটি বৃহৎ পার্ক। এই পার্কে তখন হরিণ বিচরণ করতো, যেজন্য পার্কটির নাম ছিল 'ডিয়ার পার্ক'। ইম্পের আমলে পার্কটি বর্ত্তমান রাসেল ষ্ট্রীট থেকে ক্যামাক ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পার্কের নাম থেকে পথটির নাম হয় পার্ক ষ্ট্রীট। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের উদ্যান-বাটি ছিল এই পথে। সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র বোনার্জীর বাসভবন যেখানে ছিল, সেই গৃহের অধিকারী ছিলেন তৎকালীন বাংলার লেফটনাণ্ট গভর্ণর স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট। মিঃ গ্রাণ্ট এই ৬নং গৃহটি লাটসাহেবদের ব্যবহারের জন্য গভর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পার্ক ষ্ট্রীটের পূর্ব্বনাম ছিল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড, কেন না এখনও এই পথে আছে পুরাকালের কয়েকটি কবরখানা। তদানীন্তন পুলিস কমিশনার ইলিয়টের সুব্যবস্থায় চোর-ডাকাতদের এই তল্লাট ছেড়ে পালাতে হয় শেষ পর্য্যন্ত।

১নং পার্ক ষ্ট্রীটে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি। ইং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারী এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা ছিলেন স্যর উইলিয়ম জোন্স এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতি। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম প্রতিষ্ঠাতা স্যর জোন্স বলছেন :—

("The bounds of its investigations will be the geographical limits of Asia and within these limits its inquiries will be extended to whatever is performed by man or produced by nature.")

প্রথমে ৫৭নং পার্ক ষ্ট্রীটে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন চলতো। তখন প্রায় ৩০০ শত জন সদস্য ছিলেন, যাঁরা দস্তুরমত চাঁদা দিতেন। তখন প্রবেশ-মূল্য ছিল বত্রিশ টাকা, সহরের সদস্যদের প্রতি তিনমাসে ন' টাকা এবং মফঃস্বলের সদস্যদের ছ' টাকা চাঁদা দেওয়ার নিয়ম ছিল। এই চাঁদার বিনিময়ে সোসাইটির গ্রন্থাদি ব্যবহার এবং প্রকাশিত পুস্তক বিনামূল্যে পাওয়া যেতো। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য ইং ১৮৩৬-৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গৃহটি পরিবর্দ্ধিত করা হয়। প্রথমে সোসাইটির মুখপত্র ছিল 'এসিয়াটিক রিসার্চেশ' ইং ১৭৯৯-১৮৩৯ পর্য্যন্ত। কাপ্তেন জে. ডি. হার্বাট মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন সোসাইটির পক্ষ থেকে, যার নাম 'গ্লিনিংশ ইন সাইনন্স'। ইং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ উক্ত মাসিক পত্রিকার নাম পরিবর্ত্তিত করেন 'জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'। প্রথমে সোসাইটি কোন সরকারী ভাতা লাভ করতো না। ইং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে অনারেবল কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স মাসিক ৫০০৲ শত টাকা ভাতা দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। ইং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দি ইম্পিরিয়েল গভর্ণমেণ্ট আরও ২৫০৲ টাকা ভাতা বর্দ্ধিত করেন। গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংখ্যা এবং বিবিধ সংগ্রহ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য সোসাইটির সংগ্রহ চৌরঙ্গীস্থিত যাদুঘরে রাখা হয়। প্রাচীন ভারতের লুপ্ত প্রত্নতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক ঘটনাদির উদ্ধারই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণাময় আলোচনা চলতো সোসাইটিতে। সে যুগের খ্যাতিমান বাঙালী, পদস্থ ইংরাজগণ এই সভার সদস্য ও অলঙ্কার ছিলেন। লাটগণ প্রায়ই সভাপতি হতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারগণও কখনও কখনও সভাপতিত্ব করেছেন। পুরাকালে ডাক্তার এবং রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুপণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, বিশ্বকোষ রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু এবং ইংরাজদের মধ্যে জোন্স ও হেষ্টিংস ব্যতীত কোলব্রুক, উইলকিন্স, ডেভিস, এইচ. এইচ. উইলসন, জে. প্রিন্সেপ, হজসন, কর্ণেল উইলফোর্ড, মিল, ওয়ালিস, ম্যাক-লেল্যাণ্ড এবং বেভারিজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সমিতির নামজাদা সদস্য ছিলেন।

জ্যাকো পিচার নামক জনৈক ফরাসী স্থপতি সমিতি গৃহটি তৈয়ারী করেন এবং তখনই গৃহনির্ম্মাণের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। সমিতিতে আছে বিভিন্ন দেশীয় পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ও ছবি; যথা—ইংরাজী, আরবীয়, পারসী, উর্দ্দু, সংস্কৃত, তিব্বতীয়, চীনা, বর্ম্মীয় এবং শ্যাময়িজ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগারের এবং টিপু সুলতানের বহুমূল্য পাঠাগারের যত পুস্তক এই সমিতিতে এখনও রক্ষিত আছে। গুলেস্তার প্রথম নকল, মোগল বাদশাহের কোরাণ (আকবর স্বাক্ষরিত) এবং পাদসা-নামা প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ এই সমিতিতে ছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের জন্য সমিতি গভর্ণমেণ্টকে শেষোক্ত পুস্তকগুলি উপহার দেন।

পার্ক ষ্ট্রীটের অন্যান্য আকর্ষণ—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং সাউথ পার্ক ষ্ট্রীট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রথমে ১০ এবং ১১নং পার্ক ষ্ট্রীটে 'সোসাইটি অব জেশাস'-এর ফাদারগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির ফাদারদের তৎকালীন ইংলণ্ডীয় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারসমিতি কলকাতায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারের জন্যই পাঠিয়েছিলেন। পূর্ব্বে যে কলেজের নাম ছিল সেণ্ট জন্স্ কলেজ, সেই কলেজই ভবিষ্যতে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ নামে পরিচিত হয়। ইং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান কলেজ গৃহটি ছিল সাঁ-সুসী (Sans-Souci) থিয়েটার। এখনও কলেজের প্রবেশ-পথের সিঁড়িগুলি উক্ত থিয়েটারের স্মৃতিরক্ষা করছে। সাঁ-সুসী থিয়েটারে অভিনেত্রী লিচ্ অগ্নিদগ্ধ হন। এই করুণ ঘটনার বিষয় পরে ব্যক্ত করছি। থিয়েটার গৃহ অতঃপর রাইট রেভারেণ্ড ডাঃ ক্যারু কর্ত্তৃক চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যে সেণ্ট জন্স কলেজের জন্য ক্রীত হয়। ইং ১৮৫৮

খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ান জেস্থটগণ কলকাতায় পৌঁছে এই কলেজের পরিচালনভার গ্রহণ করেন এবং ১১নং গৃহটি কলেজের জন্ত ক্রয় করেন। ইং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এই কলেজ। কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ফাদার ল্যাফট (যিনি বিজ্ঞানের গবেষক ছিলেন) কলেজ প্রাঙ্গণে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে প্রথম Spectroscopic Observatory স্থাপন করেন। এখন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ১০ এবং ১১ নং থেকে ৩০নং পার্ক ষ্ট্রীট সংখ্যক হয়েছে।

সাঁ-স্থশী থিয়েটারে শ্রীমতী এসথার লিচ্ নামীয়া জনৈকা ইংরাজ যুবতী একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী ছিলেন। ইং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে থিয়েটার রোডের থিয়েটার আগুনে পুড়ে গেলে পার্ক ষ্ট্রীটে সাঁ-স্থশী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ষ্টকেলার শ্রীমতী লিচ্‌কে পুরোবর্ত্তী ক'রে একটি থিয়েটার চালাতে মনস্থ করেন। তজ্জন্ত অনেক টাকা চাঁদাও সংগৃহীত হয়। ভারতবর্ষের অন্ততম গভর্ণর জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্ত এক হাজার টাকা চাঁদা দেন। ইং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে থিয়েটার গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রথম অভিনয়ের গমগমে প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না। থিয়েটার বেশ চলছে। তখন কলকাতায় কেরোসিনের ল্যাম্প বা গ্যাস চালু হয়নি। থিয়েটারের মঞ্চের ভেতর তেলের আলো জলতো। শ্রীমতী লিচ্ তাঁর ভূমিকা অভিনয়ের জন্ত উইংসে অপেক্ষা করছেন, এ হেন সময়ে তেলের আলোর শিখায় লিচের পোষাক ধ'রে যায়। ব্যাকুলভাবে মৃত্যুভয়ে তিনি ষ্টেজের মধ্যে গিয়ে সাহায্যের জন্ত চীৎকার করেন। দর্শকমণ্ডলী প্রেক্ষাগৃহে আগুন লেগেছে ভেবে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করতে থাকে। ষ্টেজের ভেতর থেকে কেউ কেউ লিচ্‌কে সাহায্য করতে যখন ছুটে আসে তখন লিচের শরীরের নানাস্থান ভয়ানকরূপে পুড়ে গেছে। ছ'দিন যেতে না যেতেই শ্রীমতী লিচ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন চৌত্রিশ বছর বয়সে, ইং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখে।

সাউথ পার্ক ষ্ট্রীটের কবরভূমি ইং ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম উন্মুক্ত হয়। এখানে

এখনও আছে অগাষ্টাস ক্লিভল্যাণ্ড, স্তর উইলিয়াম জোন্স, কর্ণেল কিড, ইলিয়ট, আলেকজাণ্ডার কলভিন, জর্জ হাইড এবং হিন্দু ষ্টুয়ার্টের চিরনিদ্রামগ্ন দেহ। আর আছেন কবি ল্যাণ্ডরের প্রেমিকা মিস আইলমার রোজ। ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর ওয়েলসে যখন থাকতেন তখন লর্ড আইলমারের পরিবারবর্গের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং মিস রোজের প্রেমে পড়েন। মিস রোজ লর্ড আইলমারের কন্যা। রোজ একদিন স্তর হেনরী এবং লেডী রাসেলের গৃহে বেড়াতে গিয়ে সেখানে হঠাৎ মারা যান, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে। কবি ল্যাণ্ডর স্বীয় প্রেমিকা রোজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লেখেন :

"Rose Aylmer whom these wakeful eyes
May weep, but never see,
A night of memories and of sighs
I consecrate to thee."

(সমাধি-স্তম্ভে খোদিত)

নর্থ পার্ক ষ্ট্রীট বেরিয়াল গ্রাউণ্ডেও বহু বিখ্যাত লোকের কবর আছে। উইলিয়াম মেকপিশ থাকারের দেহ আছে এই কবরভূমিতে। কিন্তু এই দুই কবরখানাই বন্ধ হয়ে যায় সাধারণের ব্যবহার থেকে। পার্ক ষ্ট্রীটে আরও একটি কবরভূমি আছে, যার নাম দি ফ্রেঞ্চ অথবা টিরেটাজ বেরিয়াল গ্রাউণ্ড।

প্রথমোক্ত কবরভূমিতে যেখানে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট চিরনিদ্রায় মগ্ন আছেন সেই কবরটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হিন্দু ষ্টুয়ার্ট সাহেব খৃষ্ট এবং কৃষ্ণকে সমভাবে পূজা করতেন, সেজন্য তাঁর কবরস্তম্ভে ভগীরথ, পৃথ্বী দেবী এবং অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। তিনি প্রত্যহ সকালে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন তাঁর উড ষ্ট্রীটের গৃহ থেকে। ষ্টুয়ার্ট সাগরে একটি চমৎকার মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে যেতেন তখন হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিও সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

কটন সাহেবের কলকাতা সম্পর্কে বিখ্যাত গ্রন্থে পার্ক ষ্ট্রীটের পূর্ব্বাঞ্চলের সমাধিক্ষেত্র সম্পর্কে লিখিত আছে :—

"The crowded charnel-house in the heart of the city

gave way as early as 1767 to a new cemetry at the eastern extremity of Park Street, which appears in Upjohn's map of 1793 under the melancholy name of Burying Ground Road. Down it would file many a sad company of mourners from April to Octobor. "The departed one of whatever rank," we read in 'Hartly House,' a lively collection of contemporary letters, is carried on men's shoulders (like your walking funerals in England) and a procession of gentlemen equally numerous and respectable from the genteel connexions, following. "So frequent was the spectacle that special precautions were taken not to harrow the feelings of the fair sex."

ইসথার লিচ ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের সার্জ্জেন-মেজর জন লীচের সুন্দরী কন্যা। বহরমপুরে (Berhampur) অবস্থিত সৈনিকদের শিশু-বিদ্যালয়ে ইসথার লেখাপড়া শিক্ষা করেন। বিদ্যালয়ের এক বাৎসরিক উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন ইসথার। সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইসথার এবং এক খণ্ড সেক্সপীয়ারের নাটক উপহার লাভ করেন। প্রায় কুড়ি বছর যাবৎ 'ক্যালকাটা' এবং চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রিয়তমা অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। অতঃপর তিনি ইংল্যাণ্ড দর্শনে যান। কলকাতায় ফিরে এসেই যোগদান করেন সাঁ-সুসী রঙ্গমঞ্চে। ইসথার তাঁর অভিনয় দক্ষতার জন্য "Indian Siddons" এই নামে অভিহিতা হন। তাঁর জুড়ি নাকি তখন ইংল্যাণ্ডেও কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন for talent and personal attractions, without a rival, even in England."

পার্ক ষ্ট্রীট সমাধিভূমিতে স্যর উইলিয়াম জোন্সের সমাধিস্তম্ভে লিখিত আছে :—

"Here was deposited the mortal part of a man who

feared God, but not Death, who thought none below him but the base and unjust, none above him but the wise and virtuous."

এই সমাধিক্ষেত্রে আছেন আমাদের অতি পরিচিত কবি ও শিক্ষাবিদ্ ডিরোজিও। এখানে একজন মহিলার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁর নাম লুসিয়া। তিনিও আছেন পার্ক ষ্ট্রীটের সমাধিভূমিতে। লুসিয়ার স্বামী ছিলেন আদালত আর কাছারীর জজ—রবার্ট পল্‌ক্, যিনি সর্ব্বপ্রথম মহারাজা নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। কবি রাডিয়ার্ড কিপলিং লিখিত "City of Dreadful Night" কবিতার এক অংশে কবি এই লুসিয়ার নামোল্লেখ করেছেন। কাব্যাংশটি এই :—

"The tender pity she would oft betray,
Shall be with interest at her shrine returned,
Connubial love Connubial tears repay,
And Lucia lov'd shall still be Lucia mourned."

এই পথে তিনটি বিখ্যাত পার্ক আছে। যথা—এলেন গার্ডেন, ন্যাশানাল কংগ্রেস পার্ক এবং রথেয়া পার্ক।

১০৭নং পার্ক ষ্ট্রীটে এখনও বর্ত্তমান আছে সেণ্ট সিসিলিয়াজ স্কুল। এই পথে সে-যুগের ইংরাজগণ একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। 'সমাচার দর্পণ' থেকে উদ্ধৃত করি :—

("আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নেটিব হাস-পাতালের অর্থাৎ চিকিৎসালয়ের কর্ত্তারা গভর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় দীন-দুঃখী পীড়িত লোকদের চিকিৎসার্থে দুই চিকিৎসালয় নিরূপিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ কলিকাতার গরাণহাটায় ৩২৭ নং বাটীতে এক ও চৌরঙ্গীর পার্ক ষ্ট্রীটে ১০নং বাটীতে এক। এই নিরূপিত স্থানেতে ১লা আগষ্ট তারিখ অবধি পীড়িত লোক গতমাত্র ঔষধ পাইবেক।"—২৫শে আষাঢ়, ১২৩৩)

পার্ক ষ্ট্রীটে ইংরাজদের বসতি ছিল অধিক। পার্ক ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস আছে

এই পথে। বিখ্যাত ফাটকাবাজ গলষ্টোনের গলষ্টোন ম্যানসন এবং পার্ক ম্যানসন নামক সুবিখ্যাত অট্টালিকা এই পথের অন্যতম দ্রষ্টব্য। আর আছে পোষাকের দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, গাড়ীর গ্যারেজ, জুয়েলারীর শো-রুম। অক্সফোর্ড লাইব্রেরীর দোকান এবং শিল্পকলাকেন্দ্র আর্টিস্ট্রি হাউস পার্ক ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত মেসার্স সাতরামদাস ধলমল, লীলারাম, মডার্ণ ফার্ণিচার্স, বেঙ্গল ষ্টিম লণ্ড্রী, কোডাক কোং, রেফ্রিজারেশান ইণ্ডিয়া, ম্যাগনোলিয়া, ন্যাশনাল ক্যাশ রেজিষ্ট্রার, মর্গান জোনেশ, ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোং, শেমোল্ড প্রভৃতি বিখ্যাত দোকান ও কার্য্যালয়গুলি পার্ক ষ্ট্রীটের বিশেষ আকর্ষণ। পিপিং, ট্রিনকা ফ্লুরিশ, অলিম্পিয়া হোটেল এবং ওয়ালফোর্ড ও এলেনবেরীর গ্যারেজ আছে এই পথে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা আছে একটি। হল এণ্ড এণ্ডারসনের দোকানের একদিক পড়েছিল পার্ক ষ্ট্রীটে। কয়েকটি ঔষধালয়, সংগ্রহশালার বিপণি এবং মূল্যবান কার্পেটের দোকানও আছে।

কলিকাতাবাসী একশ্রেণীর কাছে পার্ক ষ্ট্রীট ইংরাজ, ফিরিঙ্গী ও মুসলমান গণিকাদের জন্যেও পরিচিত। ফুটপাথের দু'পাশে আছে বিদেশী সাময়িক পত্রিকার ষ্টল। আগে যেমন স্যুট এবং গাউনের রঙে রাঙিয়ে থাকতো এই পথ, এখন আর তেমন নেই। তবুও পার্ক ষ্ট্রীটের ঐতিহ্যময় আবহাওয়া এখনও বিনষ্ট হয়নি।

চৌরঙ্গী থেকে সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত পার্ক ষ্ট্রীটের সীমানা। নিউ পার্ক ষ্ট্রীট এই সেদিন সৃষ্ট হয়েছে পার্ক সার্কাস অঞ্চলটি উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

"D. O. M."

"Jobus Charnock, Armigr ; Anglus et nup in hoc Regno Bengalensi, Dignissim Anglorum Agens. Mortalitatis sux exuvias, sub hoc marmore ceposuit, ut in spe beatæ resurrectionis ad Christi Judices adventum obdormirent. Qui postquam in solo non suo perigrinatus esset diu reversus est domum suæ œternitatis cecimo die Januarii, 1692".

পাঠক-পাঠিকা উল্লিখিত শব্দগুলি হয়তো ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চেষ্টা ক'রেও পড়তে সক্ষম হবেন না, কেন না উক্ত কথা ক'টি ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। অত্তকার আলোচ্য চার্চ্চ লেনের সেণ্ট জনস্ চার্চ্চের প্রাঙ্গণে আধুনিক কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের সমাধি-মন্দিরগাত্রে ঐ শব্দসমূহ খোদিত আছে। বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিঙের পশ্চিম দিকে সেণ্টএ্যানস চার্চ্চই সমগ্র বাঙলায় প্রথম গীর্জাগৃহ। উৎপত্তির সময়ে চার্চ্চটির নাম ছিল 'প্যারিস চার্চ্চ' এবং তখন প্রায় বত্রিশ বছর ধ'রে চার্চ্চটি ছিল ক্যাথিড্রাল অব ডায়োসিশ। কলকাতায় তখন কোম্পানীর কোন আস্তানা ছিল না, কিন্তু জাহাজের নাবিকদের কবর দেওয়ার জন্ত পুরাণো বারুদখানার চত্বরে সমাধিক্ষেত্র গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন হামিণ্টনের ভাষায় বলা যায় :

"By the pious charity of merchants residing there and the Christian benevolence of sea-faring men" এবং তৎকালীন জনগণের চাঁদায় প্রথম গীর্জা স্থাপিত হয়। ইং ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনস্থ বিশপের উদ্যোগে এই গীর্জা সেণ্ট এ্যানের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। অষ্টবাহু কোণাকৃতি ছিল গীর্জার চূড়া। ইং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজের কলকাতা আক্রমণকালে ঐ গীর্জা অধিকৃত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইং ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ঝড়ে ঐ

র্জার চূড়া ভূমিসাৎ হয়েছিল। কথিত আছে, রেঃ গার্ভাস বেলামী, যিনি থাকথিত অন্ধকূপ কারাগারে দেহরক্ষা করেন, তিনিই ছিলেন ঐ সেণ্ট্ এ্যান র্চের শেষ অস্থায়ী ধর্ম্মযাজক। বেলামীর সহকর্ম্মী ছিলেন রেঃ রবার্ট গ্যাপলটন্ট, যিনি অন্ধকূপ হত্যার ভয়ে পলায়ন করেন এবং কলতা অধিকারের ময় নিহত হন। সেণ্ট্ এ্যান চার্চ্চের সকল কাগজপত্র এবং রেকর্ড প্রথমে বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু ওয়েষ্টমিনষ্টার, ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ দেখে ঐ রেকর্ড ভবিষ্যতে উদ্ধার করা হয়। এই চার্চ্চেই থ্যাকারের প্রপিতামহ বিবাহ করেন মিস অ্যামেলিয়া ওয়েবকে।

পুরানো ‘চ্যাপেলে’ স্থানাভাব হওয়ায় গীর্জ্জা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়। নিম্নলিখিত কথাগুলি তারই প্রমাণ।

Want of room in the Chapel

"November 12, 1765. The Chaplains and Church Wardens send in a letter representing that the Number of inhabitants is so greatly increased that there is not room in the Chapel for one half of them to attend Divine Service and therefore requesting we will direct. the Church in the New Fort to be built with all expedition."

—Extracts from Bengal Public Consultations.
Fort William. Range 1., Vol. XXXVII.

নির্ম্মাণ-কার্য্য নিয়মমত পরিচালিত হয় না, যেজন্য দু'জন বিশিষ্টকে বিশেষ রিচালকরূপে নিয়োগ করা হয়। তাঁরাই কাজকর্ম্ম তদারক করতে থাকেন। মাণ এই—

A Committe Appointed To Look After The Building f The Church.

"The Church wanting to be finished, and having stood still for want of regular proceedings.

Order'd that Messrs. Edward Pattle and John Maister, look after the same, and see it regularly built and that all subscriptions be paid into them and that they bring their accounts monthly for our perusal."

—Extracts from Bengal Public Consultations. Fort William, February 10, 1707. Range 1, No. 1

গৌড় আর চুনারের প্রস্তরে নির্ম্মিত এই গীর্জ্জার নির্ম্মাণকার্য্য পরিচালনা সমাপ্ত করে 'রোটেশন গভর্ণমেণ্ট'। এক অভিনব স্থপতি-নিদর্শন এই গীর্জ্জা পুনর্নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হয় ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর। কবে হয় তাই শুনুন—

"The 'piece of architecture' was completed by the Rotation Government in 1706. The north-west and south-west bastions were put together hastily at the death of Auranzjeb in 1707. The church of St. Anne which stood immediately outside the fort before the east curtain wall, was built in the days of the Rotation Government, and consecrated on the Sunday after Ascension Day, June 5, 1709."

—Indian Records Services. Vol. 1. by C. R. Wilson

গীর্জ্জা বা ভজনালয়ে ঘণ্টার বিশেষ প্রয়োজন। কোম্পানী বাহাদুর একটি ঘণ্টা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ফোর্ট উইলিয়ামের নথিপত্রে খুঁজে পাওয়া যায় এই ঘটনার এক টুকরো বিবরণ। যথা—

"April 28, 1712.—The Honourable company having sent out a Bell for the use of the church.

Agreed that the Buxie do build a convenient handsome place to hang it in over the church porch···"

—Extracts from Bengal Public Consultations Fort William, April 28, May 2 and 22, and October 3, 1712. Range 1. Vol 11

প্রকৃতির করালদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় না এই উপাসনালয়। ভীষণ এক বজ্রপাতে গীর্জাটির কিরূপ ক্ষতি হয় তা হয়তো অনেকেই জানেন না। বজ্রপাতে ক্ষতির বিষয়ে লিখিত আছে, যথা—

Church Damaged By Lightning

"By terrible lightning on Saturday night last, the church has receiv'd great damage, and particularly the steeple which is all cracked, and the beams of the Belfrey almost all broke which makes it very insecure and in danger of falling.

Ordered therefore that the Buxey do take with him the Master builder, and examine it carefully, and what reparations are necessary be immediately done thereto."

—Extracts from Bengal Public Consultations. Fort William, Monday, September 21, 1724.
Range 1, Vol. V.

শুধু বজ্রপাত নয়, ঝড়ঝঞ্ঝাতেও আরেকবার বিনষ্ট হয় গীর্জাটি, কয়েক বছর পরেই। ঝড়বৃষ্টির দরুণ কি ক্ষতি হয়েছিল তাই শুনুন—

Sad Effects Of The Great Storm.

"The annual expenses exceeded some years ago particularly charges merchandize which were occasion'd by the storm.

Which levelled most of the walls in the Town, shattered and threw down many of the buildings and blew up the bridges, the tide some days after broke in upon and carried away some of the Wharfs, Slips and Stairs, the places most damnified are the Peers on the Factory Wharf, Wharf and Slips and Soota Loota,

walls round the burying place and powder magazine and the factory Points, church steeple was overthrown.

Shall repair them in the most frugal and secure manner its deffered hitherto by chunams dearness and security."

—Extract from abstract of general letter from Bengal to the Court.

Fort William, January 29, 1739

নবাব সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় এই গীর্জ্জাটিকে একটি অন্যতম প্রতিরোধ-কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গীর্জ্জার শীর্ষে কামান স্থাপিত হয়, যদিও শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজ কলকাতাকে রক্ষা করতে পারে না। গীর্জ্জাটিও আক্রান্ত হয়। প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয় নিম্নরূপে—

"Lines as well as the short time would admit had been flung up between all the streets of the white town, which led to the fort and batteries were erected in the grand avenues to the Eastward, to the Northward and Southward. These were attacked on the 18th June in the morning and forced before sunset.......It was certain that the fort could make no longer any defence after the Church which commanded the Eastward face of it, Mr. Cruttenden's house, which commanded all to the Southward......should fall into the enemy's hands."

—Orme Collection, India, IV.

সিরাজের কলকাতা আক্রমণে গীর্জ্জাটি কবে এবং কি ভাবে আক্রান্ত হয়, তারই বিবরণ—

"The fort was vigorously attacked on the 19th and the port on the 20th from the Adjacent houses and the

Church, many being destroyed and the rest harrassed with continual duty overpowered by numbers and walls being scaled in the evening, it was surrendered on promise of civil treatment to the prisoners."

—Abstract of Letter from the late President and Council of Fort William at Fultah in Bengal River, September 17, 1756.

Coast and Bay Abstracts, Vol. 6.

ইং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামা এবং গণ্ডগোল শেষ হ'লে কলকাতায় শান্তি বিরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জনগণের মধ্যে বলবতী হয়। নক্সা তৈয়ারী হ'তে থাকে একাধিক, কিন্তু পরিকল্পনা কাজে পরিণত হ'তে পায় না। ইং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বিধ্বস্ত পুরাণো কেল্লার প্রাঙ্গণে একটি খাপরা ঘরে সাময়িক উপাসনাক্ষেত্র গঠিত হয় এবং নামকরণ হয় 'সেণ্ট জনস্ চ্যাপেল'। ইং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে কলকাতাবাসী ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় (উক্ত উপাসনা ক্ষেত্রে স্থানাভাব হওয়ায়) একটি সত্যিকার চার্চ্চ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন এবং একটি 'কমিটি' গঠন করেন। '৮৩ খৃষ্টাব্দে এই 'কমিটি' সেণ্ট জনস্ চ্যাপেলে মিলিত হয়ে চার্চ্চ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন করেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস পর্য্যন্ত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষ হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে ৩৬,০০০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। পুরাণো বারুদখানার চত্বরে, সমাধি ক্ষেত্রের পাশে, মহারাজা নবকৃষ্ণ ছ' বিঘে জমি চার্চ্চ তৈয়ারীর জন্য কমিটিকে উপহার দেন। উক্ত জমির মূল্য তখনই ছিল ৩০,০০০ টাকা। কোম্পানীর স্থপতি লেঃ জেমস এগ্ চার্চ্চের গৃহ তৈয়ারীর কাজ দেখাশুনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখের প্রাতে পুরাণো আদালত গৃহে কমিটির সভাপতি এক ভোজে উদ্যোক্তাদের আপ্যায়িত করেন এবং ভিৎপ্রতিষ্ঠার শুভকার্য্য সমাপন করেন। সর্ব্বসমেত দু'লক্ষ টাকা চার্চ্চ তৈয়ারীর জন্য খরচ হয়। শুনা যায়, মেঝে গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তর এবং চুনারের প্রস্তর থেকে গঠিত হয়েছিল,

সেজন্য গীর্জাটির নাম হয়েছিল "পাথরিয়া গীর্জা" বা "Stone Church." তখন গভর্ণরগণ, কোম্পানীর সেরেস্তা এবং মিলিটারী কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে পদব্রজে প্রতি রবিবারে এই চার্চ্চে যেতেন, যে কারণে চার্চ্চটির অপর নাম হয় "লাট সাহেব কী গীর্জা"।

যীশুর "শেষ ভোজন" নামক একটি ছবি এঁকে বিখ্যাত শিল্পী স্যার জন জোফানী ছবিটি চার্চ্চকে উপহার দেন। এখনও চার্চ্চের পশ্চিম গ্যালারীতে ছবিটি বর্ত্তমান আছে। জীবন্ত মানুষকে প্রতিমূর্ত্তি খাড়া ক'রে জোফানী ছবিটি এঁকেছিলেন। ছবিটির মূল্য তখনই ধার্য্য হয় তেরো হাজার টাকা, কেন না জোফানী প্রতি এক মূর্ত্তির জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করতেন এক হাজার টাকা। বহু বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকের স্মৃতিফলক ও মূর্ত্তি এই চার্চ্চে আছে। তন্মধ্যে ডাঃ টার্ণার, ডাঃ করি, জন আডাম, লেঃ কঃ কার্কপ্যাট্রিক প্রভৃতিদের স্মৃতিচিহ্নই উল্লেখযোগ্য।

এই চার্চ্চের নাম থেকেই পথটির নামকরণ হয় চার্চ্চ লেন। ইং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের উইলস সাহেবের মানচিত্রে এই পথটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। চার্চ্চ লেনে অধিষ্ঠিত উক্ত সেণ্ট জনস্ চার্চ্চের সম্মুখে ছিল কোম্পানীর টাঁকশাল। এই গৃহটি তখন গঙ্গাতীরে চার ও পাঁচ সংখ্যক গৃহ ছিল। সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা ভেঙ্গে বর্ত্তমান ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেশনারী অফিস তৈয়ারী হয়। চার্চ্চ লেনের শেষ মুখ, এখন যা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সঙ্গে সংযুক্ত, সে যুগে সেখানে ছিল একটি পুল বা সাঁকো। হেষ্টিংস ষ্ট্রীট অধিকৃত ভূখণ্ডে যে খাল বা ক্রীক তখন গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, এই সাঁকো ছিল সেই খালের উপর। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের পূর্ব্ব থেকেই সাঁকোটি বর্ত্তমান ছিল।

সেণ্ট জনস্ চার্চ্চ সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রটিতে (Charnock Masoleum) শুধুমাত্র জব চার্ণকের দেহই চিরনিদ্রায় মগ্ন নেই, আরও কয়েকজন খ্যাতিমান ইংরাজও ঘুমিয়ে আছেন ঐ সমাধিক্ষেত্রে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ভাইস-এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নাম। ওয়াটসন সিরাজের কলকাতা দখলের দ্বিতীয় বর্ষে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে একযোগে কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন জানুয়ারী

১ই তারিখে। ওয়াটসনের কবরে লিখিত আছে : "এই স্থানে 'হোয়াইট' রণপোতের ভাইস-এ্যাডমিরাল ও ইংলণ্ডেশ্বরের নৌবাহিনীর প্রধান চার্লস ওয়াটসনের দেহ নিহিত আছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট খ তিনি গতায়ু হন। ৪৪ বছর বয়সে ওয়াটসনের মৃত্যু হয়...... দি ইত্যাদি।"

সার্জন উইলিয়াম হ্যামিণ্টনের নামও উল্লেখযোগ্য। হ্যামিণ্টন ছিলেন কিৎসক। তিনি নবাব ফেরোকসিয়ারের দরবারে দৌত্যাভিযানে চিকিৎসক-প্রেরিত হন। ইং ১৭১১ খৃষ্টাব্দে কলকাতার বাণিজ্যকেন্দ্রে কোম্পানীর ধীনে তিনি দ্বিতীয় চিকিৎসকের (Second Surgeon) পদ লাভ করেন। ণ্টন নবাব ফেরোকসিয়ারের রোগমুক্ত করায় বাদশাহ তাঁকে প্রচুর পুরস্কার ন। তদ্ব্যতীত নবাব হ্যামিণ্টনকে কয়েকটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উপহার। এমন কি যে যে অস্ত্রের দ্বারায় তিনি দিল্লীশ্বরের পীড়া আরোগ্য করেন, সেই অস্ত্র দিল্লীশ্বর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। এই সুযোগ গ্রহণ না ক'রে কোম্পানীর বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য তিনি কলকাতা, সুতাহুটী ও গোবিন্দপুর নামক গ্রামত্রয় ক্রয় করবার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনটি গ্রামই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী। ইং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে হ্যামিণ্টনের ত্যু হয়। জব চার্ণকের কবরের পাশেই সমাধি দেওয়া হয় হ্যামিণ্টনকে। সমাধিফলকে লিখিত আছে ইংরাজী এবং পার্শী ভাষায় স্মৃতিকথা। ইংরাজী কথাগুলি হচ্ছে এই :

Under this stone lies interred body of
William Hamilton, Surgeon, who departed his life,
4th December, 1717.

"His memory ought to be dear to this nation, for the credit he gained the English, in curing Ferrukseer, the present king of Indostan, of a malignant distemper, by which he made his own name famous at the court of that great monarch, and without doubt, will perpetuate

his memory as well as Great Britain, as other nations of Europe."

সমাধিক্ষেত্রের আঠার ইঞ্চি নীচে থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে একটি অতি পুরাতন স্মৃতিফলক। লেখা আছে ফলকে :

"Joseph Townsend, Pilot to the Ganges, died 26th June, 1757, aged 85 years."

মিসেস ফ্রান্সিস্ জনসন

অন্য একটি কবর আছে এক মহিলার; যিনি ছিলেন কলকাতার ইংরাজদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাণো বাসিন্দা বা "The oldest British Resident in Calcutta." তিনি ইং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিতা হন, যখন তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাশী। তিনি নাকি "universally beloved, respected and revered." তিনি বিবাহ করেছিলেন চারবার। তাঁরই এক কন্যার সঙ্গে রাইট অনারেবল চার্লস জেনকিনসনের (যিনি ভবিষ্যতে আর্ল অব লিভারপুল হয়েছিলেন) বিবাহ হয়। কথিত আছে : She "abounded in anecdote," "had a strong understanding" : was known as "the old Begum," dispensing a dignified hospitality, her mansion being one of the most popular rendezvous."

আরও কয়েকজনের কবর আছে। যথা : সুপ্রীম কোর্টের বিচারক স্যর হেনরী ব্লসেট, স্যর ক্রীষ্টোফার ফুলার, স্যর বেঞ্জামিন ব্রেলকিন, বিশপ টার্ণার, ইত্যাদি। ব্লসেট কলকাতার আগমন কালে হিন্দুস্থানী, পার্শী এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বিচারকের পদে পাঁচ মাস যেতে না যেতেই মারা যান। লেডী ক্যানিঙের অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত কবরও এখানে আছে।

তথাকথিত অন্ধকূপের শ্বেতমর্ম্মরের স্মৃতিস্তম্ভটি যখন ইংরাজ সরকার সরাতে অস্বীকার করে, তখন নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর পরিচালনায় ও আন্দোলনে স্তম্ভটি শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজ সরাতে বাধ্য হয়। আজ সেই স্তম্ভটি এই সমাধি-ক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় রোহিল্লা যুদ্ধে ইংরাজ কমিশনড

অফিসারদের সমাধিগৃহটিও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েক বছর পূর্ব্বের বাঙলার লাট লর্ড ব্রাবোর্ণের সমাধিও এখানে আছে।

চার্চ্চ লেনে এখন আছে গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভাকুয়াম অয়েল কোম্পানী এবং কয়েকটি এটর্ণী অফিস। চার্চ্চ লেনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি গৃহে সহৃদয় ডেভিড হেয়ার সাহেব বাস করতেন এবং ঐ গৃহে কয়েক বছর পূর্ব্বেও ছিল ক্যালকাটা ট্রামওয়ের হেড অফিস। হেয়ার ষ্ট্রীট থেকে সুরু হয়ে দক্ষিণে হেষ্টিংস ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত পথটির নাম চার্চ্চ লেন।

ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট

দেশ অধিকার করলে যে দেশের উন্নতির প্রতি যথাদৃষ্টি দিতে হয়, ইংরাজ এই বিষয়টি যথার্থই উপলব্ধি করেছিল। নগর উন্নয়নের জন্য ইংরাজ প্রচুর অর্থব্যয় ক'রেছিল। তদুপরি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ এবং আরও অনেক অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান ব্যতীত কলকাতায় ডাকঘর এবং আদালত গঠন প্রভৃতি সৎকার্য্য ইংরাজদের উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। যাদের কেবলমাত্র আমরা কঠোর শাসকরূপেই দেখতে অভ্যস্ত, সেই ইংরাজ বিনা যে বিশেষতঃ বাঙালীর শিক্ষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্কুরোদ্গম পর্য্যন্ত হ'ত না, কথাটি যে-কোন স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিও অস্বীকার করতে পারবেন না। সমগ্র ভারতবর্ষ হস্তগত ক'রেও ইংরাজ কলকাতাকেই প্রিয়তমারূপে একরূপ ভালবেসেছিল। কলকাতার উন্নতির জন্য যা যা ক'রেছিল ভারতের অন্য কোন নগরের জন্য প্রথমে তা করেনি।

পাঠক-পাঠিকা হয়তো লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, ইংরাজ কলকাতা নগরীর চৌরঙ্গী অঞ্চলেই বসতি স্থাপন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ ক'রেছিল। আদালত এবং ডাকঘর এখনও যেমন আছে চৌরঙ্গীর আশে-পাশে তখনও তেমনি ছিল। আমাদের আলোচ্য ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখস্থ এক গৃহে প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় তখনকার ডাকঘর। ওল্ড পোষ্ট অফিস ছিল মিসেস্ ফে নামক জনৈকা মহিলার গৃহে অধিষ্ঠিত। শ্রীমতী ফে ছিলেন লিঙ্কনস্ ইনের ব্যারিষ্টার এ্যান্টনি ফে'র সহধর্ম্মিনী। এ্যান্টনী ভারতে এসেছিলেন কলকাতার আদালতে আইন ব্যবসা করতে। তাঁরা ভারতে আসেন ইজিপ্ট এবং লোহিত সাগরের পথে। তাঁদের জাহাজ কালিকটে পৌছলে হায়দার আলীর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের দ্বারা তাঁরা কারারুদ্ধ হন পনেরো সপ্তাহ ব্যাপী। হাজতে তাঁরা নাকি খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। কোন ক্রমে দু'জনেই হাজত থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং মাদ্রাজে পৌছান। সেখান থেকে চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায়

কিছুকাল অবস্থানের পর শ্রীমতী ফে তাঁর স্বামীর সঙ্গে কি কারণে কলহ করেন এবং বিচ্ছেদ আসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এর ত্রিশ বছর পরে শ্রীমতী ফে বিশেষ এক মামলায় জড়িয়ে পড়েন। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই ব'লেছেন : "...had produced only a long train of blasted hopes and heart-rending disappointments."

ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েছিলেন শ্রীমতী ফে। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরেছিলেন বহুমূল্য পোষাকাদি সঙ্গে নিয়ে। চার্চ্চ লেন ও হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সংযোগে তিনি একটি বিপণি উন্মুক্ত করেন। দু'জন সুন্দরীকে বিলেত থেকে সঙ্গে আনেন এই দোকানের বিক্রেতার কাজ করতে। এই দোকানের পাশেই সেণ্ট. জনস্ চার্চ্চ। গীর্জ্জার প্রাচীর শ্রীমতীর গৃহে আলো বাতাস রুদ্ধ করায় তৎকালীন সরকারের সঙ্গে তিনি মামলা করেন। চার্চ্চএর কর্ত্তৃপক্ষ একদিকে, অন্যদিকে একা শ্রীমতী। তাঁর রচিত "Original letters from India" নামক পত্রসঙ্কলন গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়ে, অর্থাৎ ইং ১৮১৭ অব্দে শ্রীমতীর মৃত্যু হয়।

যাই হোক শ্রীমতী ফে'র গৃহেই 'ওল্ড পোষ্ট অফিস' স্থাপিত হয়। এই ডাকঘরের অবস্থিতির জন্যই পথটির নামকরণ হয় ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট। বাং ১২২৯ সালের ৩ চৈত্রের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয় :

("মোং কলিকাতার ডাকঘরের সম্মুখে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ডাকঘরের অধ্যক্ষ সাহেবের কর্তৃক এক নূতন রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে উপকার এই যে যেখানে ২ বড় ২ খাল প্রভৃতি প্রযুক্ত কোম্পানির ডাক যাওনের বাধা জন্মে সেখানে এই পুল দ্বারা অনায়াসে পার হওয়া যাইবেক। অনুমান হয় যে ইহাতে গাড়ী ও হাতী প্রভৃতি পার হইতে পারিবে—")

সুপ্রীম কোর্টের গৃহ ভেঙ্গেই বর্ত্তমান হাইকোর্টের গৃহটি নির্ম্মিত হয়। সে যুগের ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের বিশেষ আকর্ষণ ছিল এই সুপ্রীম কোর্ট। তখন ঘোড়দৌড়ের মাঠের পশ্চিমে আলিপুরে ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। এই আদালতই ইং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ইংরাজ-সৃষ্ট প্রথম বিচারগৃহ। এখানে

এই গৃহে ছিল মিলিটারী হাসপাতাল। আলোচ্য পথটির কথা বলতে হ'লেই সে যুগের সুপ্রীম কোর্ট এবং বর্ত্তমানের হাইকোর্টের বিষয়ে কিছু কিছু বলতে হয়। প্রথমে ইংরাজদের কোন নির্দ্দিষ্ট বিচারগৃহ ছিল না। তৎকালীন টাউন হল বা তখনকার মেয়র্স কোর্টেও তখন সাময়িক বিচারের ব্যবস্থা হয়েছিল।

ইং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জনৈক মিঃ বুশিয়ে নামক সওদাগরের গৃহে আদালতের কাজ চলতো। ইং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত হয় ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে। বর্ত্তমান হাইকোর্ট স্থাপিত হয় ইং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে যখন সুপ্রীম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী আদালতের লোপসাধন ক'রে দেওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্টে স্যর এলিজা ইম্পে থেকে জজ পিকক পর্য্যন্ত জজীয়তি ক'রে গেছেন। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির বিচার হয় সুপ্রীম কোর্টে।

মিঃ ওয়াল্টার গানভিল, যিনি ছিলেন পূর্ত্ত বিভাগের স্থপতি, তিনিই বর্ত্তমান কোর্ট গৃহের নক্সা তৈয়ারী করেন। ইংলণ্ডের টাউন হলের অনুকরণে এবং গথিক ভঙ্গীতে হাইকোর্ট গৃহ নির্ম্মিত হয়। ইং '৬২ খৃষ্টাব্দে ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয় এবং ইং '৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গৃহটি সম্পূর্ণ হয়। হাইকোর্ট গৃহের অভ্যন্তরে স্যর জন হাইডের মর্ম্মরমূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য বিশিষ্ট ইংরাজ এবং বাঙালী আইনজ্ঞদের মূর্ত্তি ও চিত্র আছে। হাইকোর্ট যখন সুপ্রীম কোর্ট ছিল তখন এই আদালত বাটীর একটি কক্ষে সুপণ্ডিত স্যর উইলিয়াম জোন্স বিশ্রাম করতেন। স্যর জোন্স ইং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের পিউনী-জজ্ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রভাতে তাঁর গার্ডেন রীচের 'বাংলো' থেকে পদব্রজে আদালতে পৌছতেন। আদালতস্থিত বিশ্রাম-কক্ষটি জোন্সের জ্ঞানানুশীলনের পবিত্র মন্দির ছিল। অপরাহ্নে তিনি এই নির্জন কক্ষে পণ্ডিত ও মৌলবীদের সাহায্যে সংস্কৃত, আরবী ও পার্শী ভাষায় পাঠ গ্রহণ করতেন এবং বহুবিধ গ্রন্থাবলীর তর্জ্জমা করতেন।

বৃটিশ পার্লামেন্টের ইং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ মার্চ্চের বিধান অনুসারে যেমন সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি হাইকোর্টও ইংরাজদের রচিত বিধানানুযায়ী পরিচালিত হ'ত। সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যা ছিল, হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও ছিল সেইরূপ। যথা ঃ

"To protect the natives from oppression and to give India the benefits of English Law."

সমাচার দর্পণের অপর একটি সংবাদ ২৯ ভাদ্র ১২৩০, ইং ১৮২৩ অব্দে প্রকাশিত হয় দেশীয় ব্যক্তির নামে। যথা—

"১৮ ভাদ্র ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সুপ্রীমকোর্ট আদালতের দ্বিতীয় পণ্ডিত তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্যের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে মোং কাঁচকুলির শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন।"

সুপ্রিম কোর্টের মামলা মকদ্দমার একটি নমুনা উদ্ধৃত হচ্ছে ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬, ইং ৮ আগষ্ট ১৮২৯ অব্দের সমাচার থেকে—

"গত বুধবার ব্যাঙ্গাল হেরেল্ড নামক সমাচার পত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত মার্ত্তিন সাহেব ও শ্রীযুতবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুতবাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুতবাবু রামমোহন রায়ের নামে সুপ্রিম কোর্টের ওয়াইট নামক উকীল সাহেবের গ্লানি প্রকাশ করণাপরাধ বিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা গ্রান্দজুরীর সাহেবেরা গ্রাহ্য করিলেন। নালিশ ইহাতে জন্মিল যে বাঙ্গাল হেরেল্ডেতে ফরিয়াদী সাহেবের ওকালতী কর্ম্মের বিষয়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার মানহানি হয়।"

স্যর হাইড ইষ্ট বাঙলা দেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁর বিদায় কালের সংবাদটি খুবই হৃদয়গ্রাহী। সমাচার দর্পণের ২৩ পৌষ ১২২৮, ইং ৫ জানুয়ারী ১৮২২ অব্দে প্রকাশিত হয়।

(সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুত সর এদ্বর্দহৈড ইষ্ট সাহেব ইংলণ্ডে যাইতেছেন তিনি এতদ্দেশীয় অনেক লোকের অনেক মত উপকার করিয়াছেন অতএব তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ মোং কলিকাতার টৌনহলে (Town Hall) ২১ ডিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন তাহাতে সেই সভার মধ্যে শ্রীযুতবাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে অদ্যকার সভার প্রধান শ্রীযুতরাজা গোপীমোহন দেব ইহাতে সভাস্থ সকলেই অনুমতি করিলেন। পরে তাঁহারা চান্দা করিয়া টাকার বিলি করিলেন যে সে টাকার দ্বারা শ্রীযুত

সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হয়। এবং তাঁহাকে শুনাইবার কারণ তাঁহার এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে শ্রীযুতবাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত-বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুতরাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত-বাবু বৈষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুতবাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুতবাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুতবাবু বিষ্ণুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুতবাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দেব ও শ্রীযুতবাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত-বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুতবাবু তারিণীচরণ মিত্র দস্তখত করিলেন।)

আদালতের বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য যেমন দেশীয় দায়ভাগ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় তেমনি দেশীয় ব্যক্তিদের পাণ্ডিত্য বিনা আদালতের কার্য্য চালনা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেজন্য আদালতে দেশীয়দের নিয়োগ করিতে বাধ্য হয় ইংরাজগণ।

১২ ডিসেম্বর ১৮১৮, ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫ সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়:—

"সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।"

সুপ্রিম কোর্টে মামলা চালনার ব্যয়বাহুল্য ও বিচারের পক্ষপাতিতে দেশবাসীর অবস্থা কিরূপ হয় তৎবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত এই:

৩১ অক্টোবর ১৮২৯, ১৬ কার্ত্তিক ১২৩৬ সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়।

"...হিন্দুলোকেরা এখন ভুক্তভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন। আপনাদের দৃষ্টিগোচরে অনেক বড় বড় ঘর সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করণেতে একেবারে বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে এই বোধ জন্মিয়াছে যে তাঁহাদের প্রতি ঐ মোকদ্দমা করণের অশেষ বিরক্ত ও অসীম খরচা আনয়নাপেক্ষা সকল বিবাদ আপোসে মিটাইয়া দেওয়া পরামর্শ। পাণ্ডিত্য বিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছু দেখি নাই।"

ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট বহুপূর্ব্বে জনগণের ব্যবহারের পথ ছিল না, ছিল মান্যগণ্য ইংরাজদের আবাসগৃহের প্রাইভেট পথ। এই পথে এক সময়ে কালাতিপাত করে গেছেন শ্রীমতী হেষ্টিংস। সে যুগের নামজাদা ব্যারিষ্টার লঙ্‌ভিলিও ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে বাস করতেন। লঙ্‌ভিলি কলকাতায় প্রথম 'আইস-হাউস' বা বরফ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করেন ইংরাজদের ব্যবহারের জন্য। ইং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লঙ্‌ভিলি হাইকোর্টের মধ্যে 'বার-লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। এই লাইব্রেরীই বর্ত্তমান 'বার-লাইব্রেরী'র প্রথম সূত্রপাত। লঙভিলির চেষ্টাতেই ইং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মেটকাফ হল নির্ম্মিত হয়। এই পথে উইলিয়াম ম্যাক্‌ফারসন্ নামক বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও সুপ্রীম কোর্টের 'মাষ্টার' বাস করেছেন। তাঁর সহোদর স্যর জন ম্যাক্‌ফারসন (ইং১৮৬৪-৭৭) হাই-কোর্টের জজ ছিলেন। এই পথে স্যর জেমস্ কল্‌ভিলিও বাস করেছিলেন। কল্‌ভিলি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক ছিলেন।

ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট রমাপ্রসাদ রায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, আশুতোষ চৌধুরী, সারাদাচরণ মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট আইন-বিশারদদের পদধূলিতে পবিত্র হয়ে আছে।

হাইকোর্ট স্থাপিত হ'লে এই পথ উকিল ও এটর্ণী পাড়ায় পরিণত হয়েছে। স্যাণ্ডারসন; শ্রীনাথ দাশ; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; বি. এন. বসু; নিমাই বসু; কালিদাস ভঞ্জ; লেসলী হাইনস্; গণেশচন্দ্র চন্দ্র; দত্ত এণ্ড সেন; ফক্স এণ্ড মণ্ডল; এইচ. এন. সেন; জে. সি. দত্ত; ডি. সি. দত্ত; ডি. পি. খৈতান প্রভৃতিদের এটর্ণী অফিস ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটেই অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি ইঞ্জিনীয়ারিং কার্য্যালয়ও আছে। আর আছে অসংখ্য পান এবং খাবারের দোকান।

বহুপূর্ব্বে ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে পথটির নাম হয়েছিল বণ্ড ষ্ট্রীট (Bond Street); কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

কলকাতাবাসী নিশ্চয়ই সেযুগের 'ঘড়ীওয়ালা গীর্জা' দেখে থাকবেন। এই গীর্জাটি একাধিক নামে সুপরিচিত। যথা—সেণ্ট এন্‌ড্রুজ চার্চ্চ, দি স্কচ কার্ক্, দি কার্ক্, ঘড়ীওয়ালা গীর্জা ইত্যাদি। বর্ত্তমানে এই গীর্জা ভজনালয়ে পরিবর্ত্তিত হ'লেও কলকাতায় প্রথম দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়েছিল এই গৃহে, যখন গৃহটির নাম ছিল ওল্ড কোর্ট হাউস বা প্রাচীন সভাগৃহ বা টাউন হল। Bourcier নামক জনৈক বণিক্ ইং ১৭২৫-২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই গৃহটি নির্ম্মাণ করেন। ইনি নাকি খুবই সৎকর্ম্মী ও দয়ালু ছিলেন। ইনি কলকাতায় প্রথম চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত করেছিলেন। উক্ত ব্যক্তি লং সাহেবের পরে ইং ১৭৩৪ অব্দে বোম্বাইয়ের প্রদেশপাল নিযুক্ত হন।

প্রায় ইং ১৭৪৭ অব্দের শেষভাগে একটি চ্যারিটি ফাণ্ড্ বা Charity Fund এর সৃষ্টি হয় কলকাতায়, উদ্যোক্তা কলকাতার খ্রীষ্টধর্ম্মীগণ, উদ্দেশ্য খ্রীষ্টানজাতের অনাথ বালক-বালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদান। সাধারণের দেওয়া চাঁদা ব্যতীত এই ফাণ্ড্ সরকার থেকে বাৎসরিক মোটা অঙ্কের ভাতা লাভ ক'রতো। এই ভাতা দেওয়ার উদ্দেশ্য "restitution money received for pulling down the English church by the Moors at the capture of Calcutta in 1756." মিষ্টার কনস্টানটাইন নামক জনৈক ইংরাজ আবার সাত হাজার টাকা দান করেন এই ফাণ্ডে। কেরী সাহেব একস্থলে বলছেন :

> "At this period there was no particular house in which the mayor and alderman of the city could meet for the transaction of business; to remedy this want, Mr. Bourchier built the Old Court House which was enlarged by several additions in the year 1765. He gave the building to the Company, on condition that

Government should pay 4000 Arcot rupees per annum to support a charity school and for other benevolent purposes. The Government consented to pay 800 rupees per mensem to these charitable purposes. And when the ruinous state of the building rendered its demolition necessary, the Government continued their monthly grant as hitherto."

এই দাতব্য বিদ্যালয়টি লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভের স্থানাভাব অনুভূত হয় ইংরাজদের মধ্যে। দরিদ্র খ্রীষ্টানদের শিশুসন্তানেরা তবে তো অশিক্ষার অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। ঠিক এই অশুভক্ষণেই 'ফ্রি' স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ইং ১৭৮৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে "...and its management placed in the hands of a patron (Governor-General), the Select Vestry and a few other Governors."

ইং ১৮০০ অব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে 'চ্যারিটি স্কুল' আর 'ফ্রি স্কুল সোসাইটি'র মিলন হয়, যার ফলে কলকাতার বিখ্যাত 'ফ্রি স্কুল' এর প্রতিষ্ঠা হয়, যে বিদ্যালয়টি ছিল "—a school which may be considered as the parent of all educational and benevolent institutions this land." (ফ্রি স্কুল স্ট্রীট দ্রষ্টব্য)

গৃহটি প্রথমে এক-তল ও চ্যারিটি স্কুল বা দাতব্য বিদ্যালয়ের সম্পত্তি ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ইং ১৭৬৭ অব্দে বা তৎসমকালে বুর্সিয়ার সাধারণের প্রদত্ত লটারীর চাঁদায় কোর্ট হাউস নির্ম্মিত করেন। গৃহটির ওপরের অংশও চাঁদার টাকায় তৈয়ারী হয়। ইং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাভরিনাস্ লিখেছিলেন,—

("কোর্ট হাউসের উপরে দুইটি সুন্দর সভা-কক্ষ (দরবার গৃহ) আছে। এই দুইটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটিতে ফ্রান্স দেশীয় রাজার এবং পরলোকগতা রাণীর প্রতিমূর্ত্তি সজ্জিত আছে। চিত্রপট দুইটি সজীব মনুষ্যাকারের ন্যায় বৃহৎ। ইংরাজগণ যৎকালে চন্দননগর অধিকার করেন সেই সময়ে চন্দননগর হইতে চিত্রপট দুইটি আনীত হইয়াছিল।")

ইং ১৭৭৬ অব্দে কোর্ট হাউস ইংরাজ সরকারের নিকট বুর্দিয়ার কর্তৃক বিক্রীত হয় এবং ঐ বছরেই গভর্ণমেণ্ট গৃহটির জীর্ণ অবস্থা দেখে গৃহটি ভূমিসাৎ ক'রে ফেলেন। ইং ১৭৫৬ অব্দে গৃহটির বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অর্মি বলেছেন,—

("গৃহটি একতল হইলেও অতি বিস্তৃতায়তন ছিল। উহাতে মেয়রের কাছারী বা দায়রা আদালত বসিত।")

শুধু যে আদালত ছিল তাই নয়, এই গৃহে নীলাম হওয়ার সংবাদও ইতিহাসে আছে। ইং ১৭৮৫ অব্দের ক্যালকাটা গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়। যথা :

("আগামী ৭ই মার্চ্চ, সোমবার (১৭৮৫) ওল্ড-কোর্ট-হাউস বাড়ীতে, প্রকাশ্য নীলামে, ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের মালামালসমূহ বিক্রয় করা হইবে। সে মালগুলির তালিকা এই—(১) রৌপ্যের পাত্র ও প্লেট প্রভৃতি, (২) টেবিল, চেয়ার, কৌচ ইত্যাদি, (৩) অয়েল পেণ্টিং ও ষ্টিল প্রিণ্টস, (৪) একটি বড় অর্গান, (৫) কারু-কার্য্যখচিত ঘোড়ার সাজ, (৬) কারুকার্য্যময় হাতীর হাওদা, (৭) কয়েকটি ঝালরদার-পাল্কী, (৮) কার্পেট ও সতরঞ্চ ১ দফা, (৯) ছিলচেরা বা সখের দেশী ভ্রমণনৌকা, (১০) কয়েকখানি তাম্বু এবং নানাবিধ মালামাল। তাহাদের পূর্ণ পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব। নগদ টাকায় বিক্রী। মালামাল বিক্রয় হইলে পাঁচ দিনের মধ্যে ক্রীত-মাল উঠাইয়া না লইলে পুনরায় তাহা অন্য লোককে বিক্রয় করা হইবে।")

নীলাম হওয়া ব্যতীত এই গৃহের দ্বিতলের হল-ঘরে সেযুগের মজলিস, বল্ নাচ ও বাঈ নাচ হত, শোনা যায়। কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে সম্মানার্থ সভা-সমিতির অনুষ্ঠান প্রভৃতিও হয়েছে। যাই হোক, টাউন হল বা ওল্ড কোর্ট হাউস ইং ১৮১৫ অব্দে রেভাঃ ডাঃ জেমস ব্রাইস কর্ত্তৃক গীর্জায় রূপান্তরিত হয়। পূর্ব্বে এশিয়াটিক সোসাইটি হলেই ভজনের কর্ম্ম চলতো। লর্ড ময়রা এবং তদীয় পত্নী কাউণ্টেস অব লাউডন এণ্ড ময়রাও গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ইং ১৮১৫ অব্দের ৩০ নভেম্বর তারিখে সেণ্ট.

এন্‌ডরুজ দিবসে গীর্জাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। গীর্জাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য গভর্ণমেণ্ট জমির মূল্য এবং অন্যান্য খরচা বাবদ এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। উদ্বোধন দিনে শ্রীমতী ময়রা এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন এবং তিনি নিজে চার্চ্চের কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে যোগদান করার প্রতিশ্রুতি দেন। মেসার্স বার্ণ কুরী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হয়। প্রতিষ্ঠার দিন মিলিটারী উৎসব হয়েছিল। ওল্ড কোর্ট হাউসটির অবস্থিতির জন্যই এই পথটির নামকরণ হয় ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট। পথটির ইতিহাস প্রসঙ্গে গীর্জাটির বিষয়ে আরও কয়েক কথা ব্যক্ত করতেই হয়। সেযুগে ইংরাজদের মধ্যেও জাতি এবং ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। স্কটল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড সমজাতি এবং সমভাষাভাষী অঞ্চল হ'লেও স্কচ এবং ইংলিশম্যানদের মধ্যে সেণ্ট এন্‌ডরুজ গীর্জাকে কেন্দ্র ক'রে যে কলহসূচক ঘটনার উৎপত্তি হয়, সেটি বেশ কৌতূহলপূর্ণ।

ঘটনাটির গোড়াপত্তন হয় গীর্জার চূড়াকে কেন্দ্র ক'রে। গীর্জাটির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ব্রাইস ছিলেন জাতিতে স্কচ। কলিকাতার প্রথম বিশপ মিড্‌লটন ছিলেন জাতিতে ইংরাজ। গীর্জার উপরিভাগে সুবৃহৎ চূড়া তৈয়ারীর ইংরাজদের একচেটিয়া থাকার দরুণ মিড্‌লটন এই গীর্জার উপরিভাগে চূড়া তৈয়ারী করতে দেওয়ায় ঘোর আপত্তি প্রকাশ করেন এবং বাধা দেন। কিন্তু ডাঃ ব্রাইস ঘোষণা করেন যে, তিনি তো গীর্জার ওপরে চূড়া অবশ্যই তৈয়ারী করাবেন এবং চূড়াটি সেণ্ট্‌ জন্‌ গীর্জার চূড়া অপেক্ষা উচ্চতর হবে। তদ্ব্যতীত সেই সুউচ্চ চূড়ায় একটি ওয়েদারকক্‌ বা আবহাওয়া-মোরগ বসিয়ে দেবেন, যে মোরগটি সময়ে-অসময়ে ডেকে ডেকে বিশপকে পরিহাস করবে। [ব্রাই]স সাহেবের ঘোষণাই শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয়; কিন্তু বিশপ মিডলটনকে খুশী করার জন্য গভর্ণমেণ্ট পি. ডবলিউ. ডি'কে আজ্ঞা করেন, উক্ত [গীর্জার] মেরামতের সময় P.W.D. যেন কেবল মাত্র গীর্জাই মেরামত করে। [চূ]ড়া এবং মোরগ ভেঙ্গে গেলেও যেন মেরামত না করা হয়।

আরও কৌতূহলের বিষয় হ'ল, সেই মোরগ আজও ঐ গীর্জার চূড়ায় পূর্ব্ববৎ অধিষ্ঠান করছে।

ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট নবাব সিরাজের কলকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে বর্ত্তমান মিশন রো বরাবর বিস্তৃত ছিল। অতঃপর লালদীঘি থেকে লাট-প্রাসাদ পর্য্যন্ত পথটির সীমানা ছিল। প্রথমে কিন্তু পথটি গীর্জার কোল থেকে আরম্ভ হয়ে বর্ত্তমান রেড রোড অধিকার ক'রে গড়ের মাঠের মধ্যে দিয়ে অতীতের "সরম্যানশ ব্রিজ" এবং বর্ত্তমানের খিদিরপুরের পোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেযুগের দীর্ঘ পথ এখন নানাস্থানে নানাবিধ নামে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এখন যেটুকু পথের নাম ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, সেই পথে খুঁজে পাওয়া যায় না ওল্ড কোর্ট হাউস এবং সেণ্ট এনড্রুজ গীর্জা। এখন গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল থেকে ম্যাঙ্গো লেনের মোড় পর্য্যন্ত পথটির নাম ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট। এই পথের প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ওয়াটসন, যিনি ফোর্ট উইলিয়াম তৈয়ারী করেন।

এই পথের যেখানে পেলিটি হোটেলের পাশে এজরা ম্যানসন, সেখানে তৎকালীন কৌন্সিল সদস্য জেনারেল ক্লেভারিং থাকতেন। লং সাহেবও এরূপ অনুমান করেছিলেন। পরে উক্ত এজরা ম্যানশনে সেযুগের অভিনেত্রী শ্রীমতী এসথার লিচ (যিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে গতা হন) ইং ১৮৩৯ অব্দে চারশো লোকের বসবার উপযুক্ত এক অস্থায়ী থিয়েটার গৃহ নির্ম্মাণ করেন চৌরঙ্গী থিয়েটার বিধ্বস্ত হওয়ার পর।

এই পথে সেযুগ থেকেই টেলিগ্রাফ অফিস অবস্থিত। টেলিগ্রাফ অফিস তৎকালীন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ব্র্যানফাদার কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হয় ইং ১৮৬৮ অব্দে। ১৮৭০ অব্দে গৃহের জমি পরিষ্কৃত হয় এবং টেলিগ্রাফ অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ অব্দের কিছুকাল পরে। সেযুগে কলকাতায় যখন বীমা এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে তখন ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের পথে প্রচুর ব্যাঙ্ক ও বীমার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইং ১৪ আগষ্ট ১৮২৪ অব্দের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়:

(কলিকাতা ব্যাঙ্ক।—ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে ৩১ নং ঘরে অর্থাৎ শ্রীযুক্ত পামর কোম্পানী সাহেবের বাটীতে ২ আগস্ত অবধি কলিকাতা-ব্যাঙ্ক নামে এক নূতন ব্যাঙ্ক খুলিয়াছে। ঐ কর্ম্মের অংশীদার শ্রীযুক্ত জন পামর সাহেব

ও শ্রীযুত জন এস ব্রোণ রিগ সাহেব ও শ্রীযুত হেন্‌রি উলিয়ম হাবহৌস সাহেব ও শ্রীযুত এড্‌বার্ড আগষ্টস নিউটন সাহেব ও শ্রীযুত এক টি হাল সাহেব ও শ্রীযুত সি বি পামর সাহেব ও শ্রীযুত উলিয়ম প্রিনসেপ সাহেব ও শ্রীযুক্ত বাবু রঘুরাম গোস্বামী হইয়াছেন।)

বীমা কার্য্যালয়ের সংবাদও আছে ইং ৫ আগষ্ট, ১৮২৬ অব্দের সমাচার দর্পণে। যথা:

(আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গেঞ্জেসরিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানী নামক এক নূতন বীমা করিবার আপিস ১ আগষ্ট তারিখে ওলদ কোর্ট ইষ্ট্রিটে শ্রীযুত পামর কোম্পানীর দপ্তরখানার বাটীর লাগাও উত্তরে ৫৯ নং বাটীতে খোলা যাইবেক।) ইত্যাদি।

ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে আছে কয়েকটি বিখ্যাত দোকান এবং কার্য্যালয়। ম্যানটনের বন্দুকের দোকান, হ্যামিল্টন কোং, কুক কেলভী এবং ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানীর ঘড়ির দোকান, বাথগেটের ওষুধের দোকান, ওয়াল্টার বুশনেলের চশমার দোকান, র‍্যাঙ্কিনের পোষাকের দোকান, অসলার কোম্পানীর বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান, ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইলের শো-রুম ব্যতীত প্রকাশক নিউম্যান কোং ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচারের কার্য্যালয়ও আছে। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল, ব্যাঙ্ক অব চায়না এবং বি. এন. আর-এর শাখা কার্য্যালয় আছে।

ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছে অতীতের ইংরাজ শাসিত কলকাতা নগরীর কর্ম্মব্যস্ত দিনের।

ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট

ইং ১৭শ—১৮শ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপের নানাদেশে কতকগুলি কোম্পানী গঠিত হয়। উক্ত কোম্পানীগুলি নিজ নিজ গভর্ণমেণ্টের নিকট থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে পূর্ব্ব-ভারতে (ইস্ট্ ইন্‌ডিস) একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অধিকা লাভ করে। ইংরাজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কয়েকটি ছোট কোম্পানী একত্র ক'রে ইং ১৬০২ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চে গঠি হয়। গভর্ণমেণ্টের নিকট থেকে এই কোম্পানী উত্তমাশা অন্তরীপ থেবে ম্যাগেলিন প্রণালী পর্য্যন্ত বাণিজ্য করবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে ইং ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের বাটাভিয়াতে ডাচগণ কুঠি স্থাপিত করে এবং ই ১৭ শতকে আফ্রিকার দক্ষিণে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং সিংহলের কয়ে জায়গায় বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপিত করে। ইং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উক্ত ডাচ কোম্পানী লুপ্ত হয়ে যায়।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিষয়ে জানাবার কারণ এই যে, বাংলা তথ ভারতবর্ষে এক সময়ে ডাচদের প্রচুর আধিপত্য ছিল এবং প্রচুর সম্পত্তি ছিল ডাচ জাতিকে বাংলায় ওলন্দাজ জাতি বলে, কেন না ইংরাজী Holland শব এবং ফরাসীতে Hollandais শব্দ থেকে বাংলা ওলন্দাজ শব্দের উৎপত্তি এই ওলন্দাজ জাতির যখন প্রচুর আধিপত্য, তখন কলকাতার গঙ্গায় নৌকা ব জাহাজ যাতায়াতের জন্য ডাচগণ দস্তুরমত toll বা কর আদায় ক'রতো। এই কর আদায়ের জন্য চৌরঙ্গী অঞ্চলেই ওলন্দাজগণের একটি গৃহ ছিল, যেটিবে তখন ব্যাঙ্কশাল বলা হ'ত। এই ব্যাঙ্কশালের অবস্থিতির জন্যই পথটির নাম করণ হয় ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট। বাংলা কর অর্থাৎ ইংরাজী toll শব্দটির ওলন্দাজী ভাষান্তর হচ্ছে Zoll—যে জন্য 'ব্যাঙ্কশাল' স্ট্রীট পূর্ব্বে ব্যাঙ্কজোল নামেও পরিচিত ছিল। নামটির বিষয়ে আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য আছে, যেমন ব্যাঙ্কশাল নাম হওয়ার কারণ কেউ কেউ বলেন, 'ব্যাঙ্ক' অর্থাৎ ইংরাজীতে Bank, বাংলায় যার অর্থ তীরভূমি এবং 'শাল' কথাটির সংস্কৃত উৎস 'শালা' অর্থাৎ গৃহ বা

'আবাস'। গৃহটি গঙ্গার ঠিক তীরে ছিল, যেজন্য এই নামকরণ। পাঠক-পাঠিকাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, গঙ্গা এখন যেখানে প্রবাহিত তখন সেখানে ছিল না। গঙ্গানদী তখন আরো অধিক স্ফীতকায়া ছিল। কিন্তু রেভারেণ্ড লঙ ব'লে গেছেন যে—ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের কোথাও ইংরাজদের ব্যাঙ্ক বা বীমা কার্য্যালয় থাকার দরুণ পথটির ঐ নাম হয়। তবুও অধিকাংশ ঐতিহাসিক ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের ইতিহাস প্রসঙ্গে ডাচ বা ওলন্দাজদের জাহাজ-ঘাঁটির কথাই উল্লেখ ক'রেছেন। ইং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক উক্ত তথ্য সত্যরূপে গ্রাহ্য হয়। উক্ত জাহাজঘাটার লাগোয়া গৃহটি এখন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পরিণত হয়েছে। এই গৃহটি পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণরের বসতবাটি। এই বাটির প্রাঙ্গণ তখন ডালহৌসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিঃ আপজনের মানচিত্রে কিন্তু পথটি ট্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট নামে লিখিত আছে। ইংরাজীতে কলিকাতার ইতিহাস গ্রন্থ রচয়িতা মিঃ রায় বলছেন,—

("The Dutch deepening the dry bed of the Hooghly between Betor and Kidderpur and levying their zoll (toll) upon boats and ships that used the deepened channel at a spot on the river bank in Calcutta which acquired the name of Bankshall (Bank-zoll")

এই ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটেই গভর্ণমেণ্ট ইং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ডক প্রতিষ্ঠা করেন, দিও ভবিষ্যতে এই ডকটি গভর্ণমেণ্ট উঠিয়ে দেন। মিঃ রায় বলছেন,—

(Bankshall Ghat was the site on which the first dry dock stood in Calcutta, built by Government in 1790, but removed in 1808. Above this stand the Clive Street Ghat and the Mint Ghat")

মিঃ মার্শম্যান কিন্তু ব্যাঙ্কশাল কথাটি ডাচ জাতীয় কথারূপে স্বীকার করেন না; পর্টুগীজ শব্দরূপে অভিহিত করেন। যদিও খ্যাতনামা ঐতিহাসিক টলবয়েজ হুইলার বলেন,—

("The term—"Banksoll" has always been a puzzle to the English in India. It is borrowed from the Dutch or Danish "Zoll", the English "Toll". The "Bankshall was thus the place on the "Bank" where all tolls or duties were levied on landing goods.") (Early Records of British India, page 196, F.)

ঐতিহাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন :—

("ওলন্দাজেরা মোগল সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, ভাগীরথীর কিয়দংশ কাটাইয়া প্রশস্ত করিয়া দেন। যে সকল নৌকা, জাহাজ বা ভড় এই "কাটী গঙ্গার" উপর দিয়া যাইত, এই "ব্যাঙ্কশালে" বা নদীতীরবর্ত্তী কুতঘাটায়, তাহাদের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা হইত। এই বাঁকশাল বা কুতঘাটার মালিক ছিলেন—হলাণ্ডার্স বা ওলন্দাজগণ। তাঁহারা ভাগিরথী নদীর উভয় দিকে থাকিয়া, অন্য জাতীয় বণিকদের নিকট কর আদায় করিতেন। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হইতেছে, নিশ্চয়ই তৎকালীন মোগল শাসকদের অনুমতি মতে, বা তাঁহাদের প্রদত্ত ফর্ম্মানের সহায়তায় তাঁহারা এরূপ নদী কর আদায় করিতেন—অথবা এই কর আদায়ের চুক্তি অনুযায়ী, তাঁহারা "কাটী গঙ্গা" কাটাইয়া দেন।")

যাই হোক এই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট ডাচগণের অধিকৃত শুল্কঘরের অবস্থিতির জন্যই নামাঙ্কিত হয়েছে। সমাচার দর্পণেও ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। তখন কলকাতায় পথ-ঘাট তৈয়ারীর হিড়িক পড়েছে। ইং ২ আগষ্ট, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের 'দর্পণে' আছে—

("কলিকাতা শহরের যে সংস্থান পূর্ব্বে ছিল তাহা হইতে এইক্ষণে রাস্তা পুষ্করিণী দ্বারা অতিসুন্দর সংস্থান হইতেছে, তাহা কমিটিতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে। এইক্ষণে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে সে জানবাজারে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত মিলিত হইবেক। আরও এক রাস্তা পুরাণো কুঠির নিকটে শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের বংশালের নিকট হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইত্যাদি।")

ব্যাকশাল ষ্ট্রীটে স্মল কজ কোর্ট বা ছোট আদালত, পুলিস কোর্ট, ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস, মেসার্স শ' ওয়ালেস কোং এবং বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী জে-ওয়ালটার টমসন কোম্পানী (ইষ্ট) লিমিটেডের কার্য্যালয় আছে।

কয়লাঘাট ষ্ট্রীট

ড্যালহৌসী স্কোয়ারের পশ্চিম দিক থেকে ষ্ট্রাণ্ড রোড পর্য্যন্ত যে পথটি গেছে সেই পথটির নাম কয়লাঘাট ষ্ট্রীট। এই পথটির ধারেই কলকাতার পুরাণো কেল্লার পশ্চিম প্রাচীর ছিল। কেল্লার প্রাচীরের কাছেই গঙ্গাতীরে যে ঘাটটি ছিল, সেই ঘাটটির নাম 'কেল্লা ঘাট' ছিল। কিন্তু ইং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আপজনের মানচিত্রে পথটির নাম ট্যাঁকশাল ষ্ট্রীট (Tankshall Street) নামে লিখিত হয়। কয়েকজন ইংরাজ এবং কয়েকজন এতদ্দেশীয় যুবকি ঐতিহাসিক বলেন যে, কয়লা ঘাটাস্থিত ফোর্ট উইলিয়াম বা পুরাণো কেল্লার প্রাচীর থেকে লম্ফ দিয়েই নাকি কয়েকজন পলাতক ইংরাজ তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যা থেকে পালিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। কেল্লার অংশ এই পথে থাকার দরুণ 'কেল্লার ঘাট' নাম হয়, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই ঘাট থেকে জাহাজ মারফৎ পাথুরিয়া কয়লা চালান দেওয়ার নিমিত্ত পথটি কয়লা ঘাট ষ্ট্রীট নামে পরিগণিত হয়। কয়লাঘাট ষ্ট্রীটে পুরাণো কেল্লার ধ্বংসাবশেষ কয়েকটি দেওয়াল ও স্তম্ভ ছিল। ইং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই দেওয়াল ও স্তম্ভগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এই পথেই ছিল কোম্পানীর সারি সারি কয়েকটি মালগুদাম বা ware-house. উক্ত মালগুদাম কয়েকটি তৈয়ারী করার জন্ম পুরাণো কেল্লার ভিৎ আলগা হয়ে প'ড়েছিল। কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের শেষ দিকে জেনারেল পোষ্ট অফিস অবস্থিত। এই ডাকঘর পুরাণো কেল্লার গৃহটির একাংশ। এখন অবশ্য এই ডাকঘরের বাড়ীটি তৈরী হয়েছে সেযুগের কেল্লা-গৃহের ভিৎ তোপে উড়িয়ে দিয়ে। তখনকার কেল্লাগৃহটির ভিৎ এত শক্ত ছিল যে, তোপ না দেগে সেই ভিৎ ভাঙ্গা যায়নি। আধুনিক জেনারেল পোষ্ট অফিস তৈয়ারী করেন মিঃ ওয়ালটার বি. গ্র্যাণভিল যিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের স্থপতি ছিলেন। কলকাতাবাসীর ব্যবহারের জন্ম এই পোষ্ট অফিস উন্মুক্ত হয় ইং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। গৃহটি দোতালা এবং করিন্থিয়ান ঢঙে গৃহটির স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত। এই ডাকঘরের সিঁড়িগুলি বিখ্যাত।

কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের অন্যতম লক্ষ্যণীয় হচ্ছে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর কার্য্যালয় ও অফিস। রেলওয়ের এই অফিস আজ সৃষ্ট হয়নি, হয়েছে অনেক দিন পূর্ব্বে। ৩নং কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের রেলওয়ে অফিস সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈয়ারী হয় এবং কথিত আছে যে, গৃহটি অত্যন্ত সস্তামূল্যে তখন গঠিত হয়েছিল। গৃহটির অভ্যন্তরে ২২০ ফিট দীর্ঘ এক প্রকোষ্ঠে পূর্ব্বে ছিল মুদ্রাযন্ত্রালয়। রোম দেশীয় বিখ্যাত 'ফার্ণিশ প্যালেশ' নামক গৃহের কর্ণিকের (Cornic) অনুকরণে এই গৃহের কর্ণিকগুলি তৈরী। গৃহের উত্তরপূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেওয়াল-গাত্রে চারটি বিষয়ের খোদিত মূর্ত্তি আছে, যথা—গৃহ-নির্ম্মাণশিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং শিল্প বিষয়ক। গৃহটি তৈয়ারীর সময় ভূগর্ভ থেকে পুরাণো কেল্লা ও লালদীঘি প্রভৃতির পূর্ব্বস্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে মিঃ বেন একটি রচনা লিখেছিলেন।

কলিকাতার ইতিহাস গ্রন্থের লেখক মিঃ রায় কয়লাঘাট ষ্ট্রীট প্রসঙ্গে লিখছেন,—

("Fort William, still further enlarged by the construction of store houses close to it, occupied the west of the park, from the south-eastern corner of which issued the road to the ghat of the river which was then designated as the killa-ghat, meaning the ghat of the port, but which has since been corrupted into Koila-ghat on account of its large traffic in coal in the middle of the eighteenth century.")

কলকাতায় য়ুরোপীয় বসতির প্রথম আরম্ভ এই কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের কাছাকাছি, কেন না এই পথেই ছিল পুরাণো কেল্লার সীমানা। ঐতিহাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের বিষয়ে বলেছেন,—

("লালদীঘির উত্তর-পূর্ব্বে কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ। দুর্গের দক্ষিণ দিকে কোম্পানী বাহাদুরের আমদানী রপ্তানীর মালগুদাম বা Export and

Import warehouse. ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এই সমস্ত মালগুদাম নির্ম্মিত হয়। এই মালগুদামের নিকট দিয়া একটি নাতি-প্রশস্ত পথ নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাকে কেল্লা-ঘাট বা কোর্টঘাট বলিত।")

পথটির নাম কেল্লা ঘাট, না কয়লাঘাট, সঠিক কেউ বলেননি। এই পথে পোর্ট কমিশনারের কার্য্যালয়ের একাংশ পড়েছে। কয়লাঘাট ষ্ট্রীট আদিকালের হ'লেও এখনও আছে যথাযথ পূর্ব্বের মতই। এই পথে চললে কোম্পানীর আমলকে এখনও দেখা যায়।

কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট

পাথুরিয়া গীর্জা বা সেন্ট জন ভজনাগারের পাশ থেকে বরাবর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে যে পথটি মিশেছে, তার নাম কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট। বহুকাল পূর্ব্বে ইংরাজ সরকারের মন্ত্রণা-গৃহ বা কাউন্সিল হাউস ছিল এই রাস্তায়। বর্ত্তমান রাজভবনের পশ্চিম প্রান্তে মন্ত্রণাগৃহের অবস্থিতি ছিল—যেটি ইং ১৮০০ অব্দে বিধ্বস্ত করা হয়। এখন যেমন গভর্ণমেণ্ট প্রেস ওয়েষ্ট পর্য্যন্ত পথটির সীমানা, পূর্ব্বে তা ছিল না। এসপ্লানেড রো পর্য্যন্ত পথের সীমা ছিল তখন। মিঃ রিচার্ড কোর্ট নামক কোম্পানীর যুগের জনৈক "সিনিয়র মার্চ্চেণ্ট"এর নিকট থেকে এই কাউন্সিল হাউস বা মন্ত্রণাগৃহের আসল গৃহটি কেনা হয়। প্রথমে শলা-পরামর্শ, গুপ্ত মন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির জন্ত ইংরাজদের কোন নির্দ্দিষ্ট গুপ্তস্থান ছিল না কলকাতার জমিদারীতে। তখন এখানে সেখানে, সেক্রেটারীর কিংবা "একাউন্টস"এর কার্য্যালয়ে এই ধরণের আলোচনা চালানোর প্রথা ছিল। কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত স্থান পাওয়া গেলেও ইং ১৭৫৮ অব্দ নাগাদ একটি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রণা-গৃহের অভাব অনুভূত হয় বিশেষরূপে। ঠিক এই বছরের ২২শে জুন তারিখের এক গুপ্তসভায় মন্ত্রণাগৃহের অভাবে কি ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়, নিম্নলিখিত কথাগুলি উল্লিখিত হয় সভার কার্য্যবিবরণীতে। যথা :—

"...there being at present no proper places for the public offices from which circumstance many inconveniences arise in carrying on the business of the settlement, and as it will be proper likewise to have a room to hold our Councils in contiguous to the Secretary's and Accountant's offices, it was agreed at a consultation that the dwelling-house of the late Mr. Richard Court be purchased for the Hon'ble Company and appropriated to the above uses."

পূর্ব্বেই বলেছি উল্লিখিত মিঃ রিচার্ড কোর্ট ছিলেন কোম্পানীর আমলের এক পুরানো ঘাগী ব্যবসায়ী বা সভ্যভাষায় "সিনিয়র মার্চেন্ট"। কোর্টের গৃহটি মন্ত্রণা-গৃহের যথোপযুক্ত স্থানরূপে গণ্য হওয়ায় তাঁর বসতবাটি সরকার কিনে নেয়। এই কোর্ট সাহেব না কি 'অন্ধকূপে' থেকেও হত্যার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। হলওয়েলের সঙ্গে রিচার্ড কোর্টকেও বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়েছিল। অন্ধকূপ থেকে বাঁচলেও কোর্ট সাহেবের মৃত্যু যেন বাংলা দেশে হওয়ার জন্ম স্থিরীকৃত ছিল। কোর্ট হুগলী নদীতে নৌকা উল্টে যাওয়ায় জলে নিমজ্জিত হন ইং ১৭৫৮ অব্দের মে মাসে।

এই গৃহটি পরে ইতিহাস-বিখ্যাত হয়। ইং ১৭৬৩-অব্দের ৯ই জুন তারিখে এই কাউন্সিল হাউসে ষ্ট্যানলেক ব্যাটসন নামক জনৈক কাউন্সিল সদস্যের সঙ্গে হাতাহাতি হয় ওয়ারেন হেষ্টিংসএর। হেষ্টিংস মুখে আঘাত পেয়েছিলেন। তখন নাকি কাউন্সিল বা মন্ত্রণা চলছিল।

হেষ্টিংস অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন আঘাতে আর অপমানে। তিনি অচিরাৎ এই দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডের উচ্চমহলে। হেষ্টিংস সরকারী চিঠিপত্রের মধ্যে লিখলেন :—

> Mr. Batson making some unbecoming reflections on the Governor, I replied thereto, and I appeal to the Board whether in any indecent or provoking terms, upon which Mr. Batson gave me the lie and struck me in the presence of the Board. I leave them to take such notice as they may think proper of the indignity offered to themselves by this steps of Mr. Batson's. For my own part I cannot think of sitting any longer at a Board where I am subject to such insults."

ষ্ট্যানলেক ব্যাটসন এই লেখার ফলে কাউন্সিল থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু ব্যাটসন সভার সকল সদস্যের নিকট প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আবার তাঁকে যাতে সভায় নেওয়া হয় সেজন্যও প্রার্থনা জানান। সকলে

রাজী হলেও কাউন্সিলের সভাপতি ভ্যান্সিটার্ট উক্ত ব্যাটসনের সঙ্গে এক সভায় কাজ করতে চাইলেন না আর। যাই হোক, তখন স্থির হয় কাউন্সিলের প্রত্যেকটি সভার কার্য্যবিবরণী ভ্যান্সিটার্ট তাঁর গৃহে বসেই দেখাদেখি করবেন।

এই মন্ত্রণাগৃহ কোথায় ছিল? লঙ্ সাহেব সঠিক বলতে পারেননি। তিনি অস্পষ্টভাবে বলেছেন, "এই গৃহ ছিল কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে।" ইং ১৭৫৩ অব্দের উইলস সাহেবের মানচিত্রে 'কোর্ট সাহেবের গৃহের কোন' অস্তিত্ব নেই। বর্ত্তমানে যেখানে নেতাজী সুভাষ রোড সেস্থলে কি? আন্দাজে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু এই গৃহ সেই বিখ্যাত "কাউন্সিল চেম্বার" নয় যেখানে হেষ্টিংস আর ফ্রান্সিসের মধ্যে হাতাহাতির পূর্ব্বে বাকযুদ্ধ চলে, ইং ১৭৭৫-'৭৬ সালের মাঝামাঝি। কেননা ১৭৬৭ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখের কাউন্সিলের কার্য্য-বিবরণীতে মন্ত্রণা-গৃহের নানা অসুবিধা ও সভার গৃহ-পরিবর্ত্তনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়। ঐ তারিখের কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হয়:—

"The present council room being from its situation greatly exposed to the heat of the weather and from its vicinity to the public office very ill-calculated for conducting the business of the Board with that privacy which is often requisite, it is agreed to build a new council room at a convenient distance from the offices."

যেখানেই থাক 'কাউন্সিল হাউস', সাধারণের বিশ্বাসে ঐ অঞ্চলের বহু জায়গাতেই গৃহের অবস্থিতি অনুমান করা হয়। কিন্তু কর্নেল মার্ক উড সাহেবের ১৭৮৪-'৯৪ অব্দের মানচিত্রে দেখা যায় একটি গৃহে লিখিত ছিল "লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টস্ অফিস"। এই গৃহে তখন ছিল সেক্রেটারীর কার্য্যালয় (তৎকালীন টাউন হলের পেছনে) এবং "কাউন্সিল চেম্বার"ও ছিল—যেখানে হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসের বাকযুদ্ধ চলে! কিন্তু উড এবং আপজনের ঐ মানচিত্রে পৃথক "কাউন্সিল হাউস" নামক গৃহ অস্তিত্ব ছিল

কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে। হেষ্টিংস আর ফ্রান্সিসের বাক্যুদ্ধ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রথমে বাক্‌বিতণ্ডা। অতঃপর হাতাহাতি। পাঠক-পাঠিকা অনুমান করতে পারেন কি ভারত-ইতিহাসে কোন্ দুই ইংরাজ এই কলকাতা শহরেই এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? ঘরোয়া বিষয়ে কোন্ দুই ইংরাজ কথা কাটাকাটি থেকে শেষ পর্য্যন্ত সম্মুখযুদ্ধে একে অপরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন? ফিলিপ ফ্রান্সিসকে পাঠক-পাঠিকা বিস্মৃত হ'তে পারেন, কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংসকে কেউ কখনও ভুলতে পারেন না। ওয়ারেন হেষ্টিংস তহুরূপের দায়ে ধৃত হয়ে ইংলণ্ডে বিচারাধীন হন। ইংরাজদের প্রচুর উপকার করলেও তিনি অর্থ এবং সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টে অবমানিত হন এবং শাস্তিলাভ করেন। এই মামলা চলেছিল ১৪৫ দিন ধ'রে। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী এবং অন্যান্য ঘরোয়া বিষয়ে কলহ হওয়ার জন্য মিঃ মনসন, ক্লেভারিং এবং ফ্রান্সিস প্রভৃতির দ্বারা "চ্যালেঞ্জ" পেয়ে ইং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশস্থ গভর্ণর হেষ্টিংস ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টে বিচারে দোষী প্রমাণিত হন এবং শাস্তিলাভ করেন। যদিও মনসন এবং ক্লেভারিং-এর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর মামলায় তিনি প্রচুর সুবিধা পান। যাই হোক, বিচারে হেষ্টিংস যথেষ্ট মানহানিকর বিষয়ে জড়িত হন এবং শাস্তিলাভ করেন। এই মামলায় তাঁর ৭০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে নানাদিক দিয়ে সাহায্য করেন। এমন কি মনীষী মিল এবং মেকলে পর্য্যন্ত তাঁর অসৎ কীর্ত্তির কথা সাধারণ্যে ঘোষণা করেন। হেষ্টিংস্ পাকা যোদ্ধা হলেও অত্যন্ত লোভী এবং চৌর্য্যবৃত্তিতে নাকি ওস্তাদ ছিলেন। আর ফ্রান্সিস ছিলেন স্পষ্টবক্তা এবং সাংবাদিক। তিনি মিঃ কক্স প্রভৃতির সঙ্গে কলহ করার জন্য ভারতবর্ষের গভর্ণরের পদ লাভ করতে পারেননি। বিচারক ইম্পে তাঁকে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করেন। ফ্রান্সিস বিখ্যাত বক্তা মিঃ বার্ককে ভারতবর্ষ বিষয়ক বক্তৃতায় অনেক সাহায্য করেন এবং প্রচুর তথ্য পরিবেশন করেন।

হেষ্টিংস এবং ফ্রান্সিস সম্মুখযুদ্ধের পূর্ব্বে যে বাক্‌বিতণ্ডা করেন, সেই

কলহ হয়েছিল কাউন্সিল হাউস বা তৎকালীন মন্ত্রণাগৃহে। এই কাউন্সিল হাউসটির অবস্থিতির জন্যই কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট নামকরণ হয়। পলাশী যুদ্ধে ইংরাজ বিজেতা হ'লে এবং লর্ড ক্লাইভ ইংলণ্ড গমন করলে সমগ্র বঙ্গদেশে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন কোম্পানী এবং নবাব উভয়েই ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য পরিচালনা করছেন। তবুও খাজনা আদায়ে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা। বিলাতের কর্তাদের কাণে সকল বিষয় পৌছলে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার প্রতিকারের জন্য তাঁরা ওয়ারেন হেষ্টিংসকে গভর্ণর জেনারেল পদে অভিষিক্ত ক'রে প্রেরিত করেন। তাঁর কার্য্যে সহায়তা করবার জন্য একটি মন্ত্রণাসভাও স্থাপিত হ'ল এবং কাউন্সিল হাউসে এই সভার কার্য্য পরিচালিত হ'তে লাগলো। সেণ্ট জেমস গীর্জার নিকটে কয়েক রশি দূরে ছিল এই মন্ত্রণাগৃহ। ইং ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে কোম্পানী এই 'কাউন্সিল হাউস' গৃহটি কিনে নেয়।

তৎকালীন সেনাপতি মিঃ কুট কর্তৃক প্রথম ট্রেজারী বিল্ডিং এই পথে তৈয়ারী হয় ইং ১৮৭৭—৮২ খৃঃ অব্দের মধ্যে।

ইং ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে কলকাতায় মড়ক ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ওয়াট-সনের নৌবহরের 'কোর্ট' জাহাজের চিকিৎসক মিঃ আইভস এই মড়কের বিষয়ে কিছু বিবরণ লিখে যান। বিবরণ থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করছি, কেন না বিবরণে কলকাতায় প্রথম হাসপাতালের কথার উল্লেখ আছে। আর এই হাসপাতাল ছিল কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে।

("এই সময়ে কোম্পানীর হাসপাতাল রোগীতে পরিপূর্ণ। ফেব্রুয়ারী হইতে (১৭৫৭) আগষ্ট পর্য্যন্ত এই সাত মাস সময়ের মধ্যে ১১৫০ জন রোগী হাসপাতাল হইতে রোগমুক্ত হয়। ইহাদের সকলেই ইংরাজ। স্কর্ভি, পৈত্তিক-জ্বর, পিত্তশূল প্রভৃতি রোগেই অনেকে ভুগিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে জ্বর-রোগীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ৭ই আগষ্ট হইতে ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ৭১৭ জন রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে ১০১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃতের দলের মধ্যে পলাশী বিজয়ী এডমিরাল ওয়াটসনও ছিলেন।")

কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে ইংলিশম্যান পত্রিকার কার্য্যালয় ছিল। ইং ১৮৩০

খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরের সমাচার দর্পণে এই ইংলিশম্যানের নামোল্লেখ পাচ্ছি। যথা—

("জানবুল পত্রে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে, আগামী ১লা অক্টোবর অবধি এই সম্বাদপত্রটির নাম পরিবর্ত্তন হইয়া ইংলিসম্যান নাম রাখা যাইবে এতদ্রূপ নাম পরির্ত্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম অত্যন্ত দুর্গন্ধ অর্থাৎ ঐ নাম করিলে তাবৎ অশুভবিষয় স্মরণে আইসে এবং এই কারণ যথার্থ ও প্রবল বটে।")

কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে তৎকালে ছিল কোম্পানী বাহাদুরের আস্তাবল আস্তাবলটির পাশেই ছিল উপরি-উক্ত হাসপাতাল।

কাউন্সিল হাউস ময়দান থেকে বর্ত্তমানের গভর্ণমেণ্ট প্রেস ওয়েষ্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে যুগের কাউন্সিল হাউস বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউস বা লাট সাহেবের গৃহের প্রাঙ্গণে ছিল। ইং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পুরাণো মন্ত্রণা-গৃহ ভেঙে ফেলা হয়। কলকাতার প্রথম ধর্ম্মাধ্যক্ষ বা বিশফ রেভারেণ্ড মিডিলটন, যেখানে সেণ্ট জন গীর্জা, সেখানে বাস করতেন।

ইং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পথটির প্রবেশ-পথ সে-যুগের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অধিকৃত দুইটি গৃহের মধ্যে একটি সাঁকোতে অবস্থিত ছিল। কাউন্সিল হাউসটির বিষয়ে রেভাঃ লঙ্ বলছেন—

"We have heard, that the council was formerly held in the house which still stands, between Mackenzie's and Holling's offices the scene of many a stormy discussion between Francis and Hastings."

এই পথেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল অব বেঙ্গল, পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল অব বেঙ্গলের কার্য্যালয় ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার হেড অফিস ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স, কমার্শিয়াল লাইব্রেরী, ডিউয়ার্স গ্যারেজ, ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির কার্য্যালয় আছে।

ইং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ। ৯ই ফেব্রুয়ারী। চৌরঙ্গী অঞ্চলেরই একটি মিশনারি গীর্জা। গীর্জার বাইরে সরকারী রক্ষীবাহিনী। সেই সময়টুকুর জন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির ঐ চার্চ্চে প্রবেশ নিষেধ। ব্রিটিশ সার্জেন্ট ও পুলিস কড়া পাহারা দিচ্ছে বাইরে। গীর্জার অভ্যন্তরে যশোরের সাগরদাঁড়ির গোঁড়া ও তেজস্বী হিন্দু রাজনারায়ণ দত্তর মাত্র উনিশ বছর বয়ঃক্রমের পুত্র, হিন্দু কলেজের ছাত্র ও হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর শিষ্য মধুসূদন দত্তকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করছেন। পাছে কোন হিন্দু বা দত্তকুলোদ্ভবের অভিভাবক বাধা দেন, এইজন্য এই পুলিস পাহারার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই

 াটির তৎকালের নাম ওল্ড মিশন চার্চ্চ বা লাল গীর্জা এবং "The oldest Protestant Church in Calcutta." ইং ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে রেভারেণ্ড জন জ্যাকারী কায়েরন্যানডার (Kiernandar) গীর্জাটির প্রস্তুতকার্য্য সুরু করেন এবং ইং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরে গীর্জা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। গীর্জার কর্ত্তৃপক্ষ তখন গীর্জাটীর নামকরণ করেন 'বেথ্-টেফিল্যা' অথবা 'দি হাউস অব প্রেয়ার'। ক্যায়েরন্যানডার জাতিতে সুইডিশ। তিনি ইং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের কুড্ডালোরে পৌছান। কাউণ্ট ল্যালী কর্ত্তৃক কুড্ডালোর অধিকৃত হওয়ায় রেভারেণ্ডকে সেখান থেকে বহিস্কৃত করা হয়। তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি বিক্রী ক'রে কলকাতায় পালিয়ে বাঁচেন এবং কলকাতা পৌছেই একটি মিশন প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কর্ণেল ক্লাইভ ক্যায়েরন্যানডারের প্রস্তাবে সম্মত হন। কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ এবং চ্যাপলেনদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় চাঁদার টাকা (আনুমানিক দু' হাজার) সংগৃহীত ক'রে গীর্জাটি তৈয়ারী করেন। গীর্জা প্রতিষ্ঠার বাকী খরচের জন্য সাতষট্টি হাজার টাকা তিনি স্বয়ং দান করেন।" প্রতিষ্ঠাতাকে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্ত্রীকে অকস্মাৎ হারাতে হয়। তাঁর স্ত্রী উক্ত গীর্জার জন্য তাঁর অঙ্গের সকল অলঙ্কার দান করেছিলেন। এই অর্থে গীর্জার

সংলগ্ন প্রাঙ্গণে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন স্বামী এবং ২৫০ জন শিশুকে প্রতিপালিত করেন। ইং ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ক্যায়েরস্থানডারকে অত্যন্ত আর্থিক দুর্গতি ভোগ করতে হয়, যেজন্য কলকাতার সেরিফ গীর্জাঘারের তালা বন্ধ করেন এবং প্রতিষ্ঠাকর্ত্তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এই দুরবস্থায় চার্লস গ্র্যান্ট, যিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর ছিলেন, তিনি ক্যায়েরস্থানডারের সকল দেনা মিটিয়ে দেন এবং গীর্জা সাধারণের ব্যবহারের জন্য আবার উম্মুক্ত করেন। ক্যায়েরস্থানডার কিছুকাল চুঁচুড়ার ডাচ সেটলমেণ্টের চ্যাপলেন ছিলেন। ইংরাজ বাঙলার ডাচ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে তাঁকে চুঁচুড়া ত্যাগ করতে হয়। ইং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

ক্যায়েরননডার কলকাতায় প্রথম 'প্রোটেস্‌টাণ্ট মিশনারী' চার্চ্চের প্রতিষ্ঠাতা তা আগেই বলেছি। তিনি নিজেও প্রথম প্রোটেস্‌টাণ্ট মিশনারী হিসাবে বাঙলায় এসেছিলেন। ইং ১৭৫৮ অব্দে কলকাতায় আসেন, মাদ্রাজে আঠারো বছর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পর। কলকাতায় তাঁকে পোষকতা করেন ক্লাইভ এবং কোম্পানীর চ্যাপলেন রেভাঃ হেনরী বাটলার। শেষোক্ত ব্যক্তির সহযোগিতায় ক্যায়েরনানডার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চাঁদা আদায় করতেন। তখনকার কলকাতার খ্রীষ্ট সম্পদায় আর কোর্ট অব ডিরেক্টরের লজ্জিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। সেণ্ট এ্যান্‌ গীর্জ্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরে কলকাতায় তখনও পর্য্যন্ত আর কোন গীর্জ্জা স্থাপিত হয়ে উঠলো না ইংরাজদের উপাসনার্থে। তখন "পর্টুগীজ চ্যাপেলেই" রেভাঃ বাটলার ইংরাজদের ভজন আর আরাধনার পৌরহিত্যের কাজ চালিয়ে নিতেন। এক্ষেত্রে ভুলে গেলে চলবে না, তখন রোমান ক্যাথলিকদের কলকাতা থেকে প্রায় তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 'পর্টুগীজ চার্চ্চ' ছিল বর্তমান কালের 'মুরগীহাটা চার্চ্চে'র আদি-কালের নাম। শ্রীমতী ব্রিচেনডেন বলছেন :

"This chapel was a small and damp brick building on the site now occupied by the Moorgehatta Cathedral and here Kieruander, with the chaplain's permssion,

instituted a Sunday service in Portuguese, his mission being addressed primarily to Portuguese Roman Catholics, of whom there were an immense number in Calcutta."

পাঠক পাঠিকা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন তখন কলকাতায় পর্টুগীজ অধিবাসীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক (বিদেশী বাসিন্দা) বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। ইংরাজী ষষ্ঠদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে যে সব পর্টুগীজ আসে, তাদেরই জারজ বংশধরে কলকাতা তখন পরিপূর্ণ। পর্টুগীজ শাসকরা ভারতবর্ষে এসেই ভারতবাসিনীদের বিবাহ করতে বদ্ধপরিকর হয়। ঐ শাসকদের ধারণা ছিল বৈবাহিক সূত্রে কোন জাতিকে বাঁধতে পারলে শাসন থাকবে অব্যাহত। যদিও পর্টুগীজরা আবার এই জারজ স্বজাতিদের সরকারী কাজকর্ম্মে পাত্তা দিত না। এই দুই বিপাকে পর্টুগীজ-ভারতীয় মানুষরা অত্যন্ত দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। এদের পিতৃত্ব পর্টুগীজ সৈনিক আর রহস্যপ্রিয় পর্য্যটকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এরা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, আবার মাতৃ তরফ থেকেও অনাদৃত—এরা তাই ছিল গরীবের গরীব। এদের প্রতি পর্টুগীজ শাসক সম্প্রদায়ের অনাদরের ফল হয় খুবই মন্দ। এরা দারিদ্র্যকষ্টে মানুষ থেকে পরিণত হয় চোর, ডাকাত, খুনী, জলদস্যুতে।

যাই হোক ক্যায়েরনানডারের প্রচার কাজে সুফল পাওয়া যায়। কলকাতায় আসার প্রথম বর্ষেই তিনি আমাদের দেশবাসীদের পনেরো জনকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করলেন। আর বাঙলা দেশে আটাশ বছর থাকাকালীন তিনি সর্ব্বসমেত পাঁচশত জন adult হিন্দু এবং পর্টুগীজকে ধর্ম্মান্তরিত করেন। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে কলকাতাতেই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন এক ধনবতী বিধবা মিসেস এ্যান উলীকে। স্ত্রীর অর্থ পেয়ে তাঁর চার্চ্চ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা এবং লাল গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠা। এই লাল গীর্জ্জার অবস্থিতির জন্য, কেউ কেউ অনুমান করেন "লাল" দীঘি নামাঙ্কিত হয়। বেলী সাহেবের এক এনগ্রেভিংএ দেখা গেছে, "ট্যাঙ্ক স্কোয়ার" এর ধারে কাছে লাল গীর্জ্জা ছাড়া আর কোন ইমারত কাছাকাছি নেই। লাল দীঘির তীরে শুধু লাল গীর্জ্জা।

ক্যায়েরনানডার গীর্জা ছাড়া কলকাতায় "চ্যারিটি স্কুল" স্থাপিত করেছিলেন দরিদ্র শিশুদের জন্য। তিনি এই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেন। এই বিদ্যালয় বিখ্যাত ফ্রি স্কুলের সঙ্গে ইং ১৮০০ অব্দে সম্মিলিত হয়।

দ্বিতীয় স্ত্রীও কলকাতায় মারা গেলেন। পার্ক স্ট্রীটে তখন ক্যায়েরনানডার জমি কিনলেন মিশনারীদের সমাধিলাভের জন্য পার্ক স্ট্রীট বেরিয়াল গ্রাউণ্ডের পাশেই। নিজের বসবাসের জন্য ক্যামাক স্ট্রীটে গৃহ কিনলেন, যার নাম দিয়েছিলেন "Beth Saron." ভবানীপুরে বাগানবাড়ী কিনলেন, নাম দিলেন "Saron Grove." এই বাগানবাটী বর্ত্তমানে "লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিতে পরিণত হয়েছে।

এখন গীর্জাগৃহটি যেরূপ আছে তেমন ছিল না। চার্চ্চের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে কয়েকজনকে কবর দেওয়া হয়। গীর্জার অভ্যন্তরে কয়েকজনের স্মৃতিফলক এখনও বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে রেভাঃ হেনরী মার্টিন, রেভাঃ ডেভিড ব্রাউন, বিশপ ড্যানিয়েল করি, চার্লস গ্র্যাণ্ট, রেভাঃ হেনরী পি পার্কার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য পথে এই লাল গীর্জা বা ওল্ড মিশন চ্যাপলেনের অবস্থিতির জন্য পথটির নামকরণ হয় মিশন রো। পথটিতে সে যুগে কেবলমাত্র ফোর্ট উইলিয়ামের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ ছিল। পথটিতে যে ক'জন বাস করেছিলেন তন্মধ্যে অলিভার ক্রমওয়েলের প্রপৌত্রের স্ত্রী লেডী রাসেল এবং তৎকালীন কাউন্সিলের সদস্য ক্লেভারিং এবং মনসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

বহুপূর্ব্বে পথটিতে রোপওয়াক থাকার দরুণ পথটির নাম ছিল রোপওয়াক। ইং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক কলকাতা অবরোধকালে মিশন রোয়ে নবাব এবং ইংরাজ ফৌজদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। তখন নবাবের সৈন্যগণ উক্ত গীর্জাটি ভেঙ্গে ফেলে এবং ইং ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে গীর্জাটি পুনর্নির্ম্মিত করা হয়। পথটির বিষয়ে কলকাতার ইতিহাস গ্রন্থ রচয়িতা মিঃ রায় বলছেন—

("From Barretto's Lane and along a bit of Mango Lane the passage opens into Mission Row, where the memor

of the old rope-walk has been supplanted by that of Kieranander's chapel and school. Here the Parish Church lay open at many points in full view across the "Park," and the sweetwater tank and Fort William, also with its handsome factory buildings, gleaming white above its crimson walls.")

ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে সে যুগে একটি তৃণশস্পাবৃত ভূমি ছিল। এই ভূমিটি মিশন রো পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মিশন রো'তে তখন ছিল কোম্পানীর কাছারী বাড়ী এবং এই কাছারী বাড়ীর সম্মুখে ছিল একটি Play-House বা থিয়েটার গৃহ।

মিশন রো'তে আছে মার্টিন কোম্পানী, এস. কে. চক্রবর্ত্তী এবং বিখ্যাত জে. টমাস কোম্পানীর অফিস এবং কার্য্যালয়।

মিশন রো এই সেদিন বর্দ্ধিত হ'য়ে মিশন রো এক্সটেনশনে পৌঁছেছে। এই পথে আছে হাওড়া মোটরস্, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ও কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর কার্য্যালয়। আর আছে হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্থইটি ফাণ্ড।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট

"রাণী-মুদিনী গলি, সরাপের দোকান খালি
যত চাও তত পাবে, পয়সা নেবে না।
ঠোঙা ক'রে শালপাতাতে
চাট দিবে হাতে হাতে
তেলমাখা বাদাম ভাজা, মোলাম বেদানা॥"

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় দেখেননি, এমন লোক খুব অল্পই আছেন হয়তো। উক্ত নাটকে মদের দোকানে মাতালগণ উপরি-উল্লিখিত গানটি গায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট পথটির আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ গানটি উদ্ধৃত করার কারণ এই যে, রাণী-মুদিনী গলি নামক পথটি নাম পরিবর্ত্তিত ক'রেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট নাম দেওয়া হয়। রাণী মুদিনীর গলি নামে পরিচিত হ'লেও পথটির আসল নাম ছিল রাণা মোদ্দা গলি। কলকাতা অবরোধের সময়ে এই পথে নবাবের সৈন্যগণের সঙ্গে ইংরাজদের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। নবাবের পক্ষ থেকে যুদ্ধ পরিচালিত করেছিলেন মাণিকচাঁদ। এখন যেখানে আর্ট প্রেস, পূর্ব্বে এই গৃহেই ছিল ট্রেল্ কোম্পানীর অফিস বা কার্য্যালয় এবং এই গৃহটি ভূতের বাড়ী ব'লে অভিহিত হয়ে এসেছিল বহুদিন ধ'রে। এই গৃহের বাসিন্দাগণ তখন বিবৃত করেছিলেন যে—মধ্যরাত্রে এই পথে সৈন্যদলের সামরিক কায়দায় চলাচলের শব্দে তাঁদের নিদ্রাভঙ্গ হ'ত। মিঃ হেনরী হবল্‌শ নামক জনৈক নাগরিক তাঁর দিনপঞ্জী বা ডায়েরীতে লিখে গেছেন,—

("It was like this," that when he lived in a chummery in the neighbourhood, the inmates were repeatedly visited by a ghostly Sikh, who when persued disappeared through locked doors or solid walls.)

অর্থাৎ, "ঘটনাটা এরূপ ঘটেছিল যে যখন তিনি (মিঃ হব্‌লুশ্) ঐ পল্লীতে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে একটি গৃহে বাস করছিলেন, তখন গৃহের বাসিন্দাগণ পুনঃপুনঃ একজন ভৌতিক শিখের সাক্ষাৎ পেতেন। ঐ শিখটিকে তাড়া করলে বা তার পিছু পিছু গেলে শিখটি তালাবন্ধ দরজা এবং ছিদ্রহীন দেওয়ালের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো।"

রাণী বা রাণা মুদি ছিল জনৈক দোকানদার। ঐ মুদির নামেই রাণী-মুদিনীর গলি নামকরণ হয়। কিন্তু ইং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পথে বাঙালী জমিদারগণের জমিদার-সভা বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশন স্থাপিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য এখনও যেমন আছে, তখনও তেমনি ছিল। ইংরাজ সরকারের অন্যায় কার্য্যের সমালোচনা, প্রতিবাদ এবং জমিদার ও দেশবাসীর সুখসুবিধার জন্য যথা-ব্যবস্থা করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এখন যদিও শাসক ইংরাজদের বিতাড়িত করা হয়েছে, তবুও বর্ত্তমান দেশীয় সরকার ইংরাজ-দের অনুসৃত পথের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে, যেজন্য এই সভার প্রয়োজন এখনও কথঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের ইতিহাস ব্যক্ত করতে হ'লে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের বিষয়েও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বলতে হয়।

ইং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জমিদার সভা বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ৺রামগোপাল ঘোষ এবং ৺দিগম্বর মিত্র প্রভৃতিদের উদ্যোগে। এই সভাটির প্রতিষ্ঠার পেছনে আছে Black Act বা 'কালা আইন'। বেথুন সাহেব তখন ব্যবস্থা-সচিব। তিনি উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। কিন্তু আইনের পাণ্ডুলিপি গর্ভণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভাতে উপস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ইংরাজগণ আইনটিকে 'কালা আইন' নামকরণ ক'রে আইনটির বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চালাতে লাগলেন। ইংরাজদের পরিচালিত ও সম্পাদিত সংবাদপত্রসমূহে আইনকারীদের অকথ্য ভাষায় গালি-বর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু সুখের বিষয়, ইংরাজের অত্যাচারে প্রজাবর্গ অসহ্য হ'য়ে ওঠায় এবং নীলচাষীদের প্রতি যথেচ্ছ উৎপীড়ন চলায় ভারতবর্ষীয় কতিপয় ইংরাজই অত্যাচারী ও শাসক ইংরাজদের দুর্ব্ব্যবহারে প্রতিরোধকল্পে উক্ত আইন

মঞ্জুর করাতে যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিলেন। অবশেষে যদিও শাসক ও অত্যাচারী ইংরাজদের অভীষ্টই সিদ্ধ হয় এবং ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কালা আইন ব্যবস্থাপক সভায় বাতিল হ'য়ে যায়।

কিন্তু ভারতীয়দের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করবার এবং কথা বলবার মত লোক কে আছে? রামগোপাল ঘোষ ইংরাজদের নীতির প্রতিবাদ করতে দেশবাসীকে দস্তুরমত সমবেত হওয়ার মন্ত্র দিলেন। বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বুঝলেন যে, তখন ঐক্য ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। তখন শিক্ষিত দলের দু'টি মাত্র সভা ছিল। যথা, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত Bengal Landholders' Association বা বঙ্গদেশীয় জমিদার সভা এবং জর্জ টমসন প্রতিষ্ঠিত British India Society.

তখন ঐক্য প্রয়োজন। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রশ্ন উঠলো যে, উক্ত দু'টি সভা একত্র করা যায় কি না। রামগোপাল এবং দিগম্বরের ঔৎসুক্যে এই সম্মিলনকার্য্য সমাধা হয়। ইং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দেশবাসীর প্রচেষ্টায় দেশবাসীর হিতার্থে স্থাপিত হ'ল সুবিখ্যাত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশন। প্রথম কমিটিভুক্ত নামের তালিকা প্রদত্ত হচ্ছে।

সভাপতি—রাজা রাধাকান্ত দেব

সহ-সভাপতি—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব

অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত (রামবাগান), কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি। সম্পাদক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দিগম্বর মিত্র।

সামান্য দোকানদার রাণী-মুদিনীর নামের পথটির নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় এই বিখ্যাত সভাটির অবস্থিতির জন্য। বর্ত্তমানে ১৮নং গৃহে উক্ত সভাটি বিদ্যমান আছে। রাণী-মুদিনীর নামে পূর্ব্বে এই পথটি নামাঙ্কিত হ'লেও আপজনের মানচিত্রে আছে রাণা মোজা লেন। আবার কেউ কেউ বলেন, পথটির নাম ছিল রাণা মাতা (রণমত্ত?) গলি। কলকাতা অবরোধের সময়ে এই

রাণা যোদ্ধা গলিতে নবাব এবং ইংরাজদের সৈন্যদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে এই পথের কাছাকাছি ইংরাজদের ছাউনি এবং আশ্রয়-স্থল ছিল, তন্মধ্যে প্রায় সকল সামরিক-কেন্দ্র থেকে ইংরাজগণ বিতাড়িত হয়। এই পথে ১৫০০ হিন্দু যোদ্ধা এবং প্রচুর ইংরাজ সৈন্য হতাহত হয়। এই পথের পর্ত্তুগীজ এবং অন্যান্য নাগরিক, যারা ফোর্টে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে ভীষণ চেঁচামেচি করতে থাকে। এবং ১০০ আর্ম্মানীর মধ্যে, হলওয়েলের মতে, এক-জনও বন্দুক পর্য্যন্ত ধরতে জানতো না।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের পাশ থেকে সোজা গিয়ে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে মিশেছে। এই পথে আছে কয়েকটি ব্যবসায়ীর কার্য্যালয়। এ্যালকক এণ্ড মোটা, এ্যাভারী এণ্ড কোম্পানীর কার্য্যালয় ও কারখানা ব্যতীত আছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গর্ভণমেণ্ট ডাইরেক্টরেট অব ভেটারিনারির কার্য্যালয়। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী এফ. ডি. ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর অফিস এখানে আছে। আর আছে প্রচুর হোটেল এবং দর্জির দোকান। শাসক ইংরাজগণের বিদায় গ্রহণে মনে করি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের যেমন নাম পরি-বর্ত্তনের প্রয়োজন হয়েছে, তেমনি পথটির নামেরও পরিবর্ত্তন অতি আবশ্যক।

হেয়ার স্ট্রীট

DAVID HARE

Watch Maker

"Begs to inform his friends and the public in general that he has this day retired from business ; and requests they will accept his most sincere thanks for the very liberal support with which they have favoured him for the last eighteen years.

He also takes this opportunity of respectfully and earnestly soliciting a continuance of their patronage to the successor, Mr. Gray, who came from England on purpose, and has been his Assistant for five years ; which has afforded D. H. such a knowledge of his character and abilities, that he feels the greatest confidence in recommending him on their notice."

January 1, 1820—The Government Gazette
(Supplement) for January 6, 1820.

সুদূর স্কটল্যাণ্ডের একজন অধিবাসী !

ইং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম পদার্পণ করেছিলেন জনৈক ঘড়ি-নির্ম্মাতা ও ঘড়ির ব্যবসায়ীরূপে। তাঁর নাম ডেভিড হেয়ার। ইং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় পৌঁছে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ঘড়ির ব্যবসায় যথেষ্ট কৃতিত্ব এবং সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু হেয়ার ছিলেন আসলে শিক্ষানুরাগী, যে জন্ত ব্যবসা থেকে তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত বিরত হ'তে হয় এবং তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু মিঃ গ্রে সাহেবকে ঘড়ির ব্যবসা হস্তান্তরিত ক'রে দেন। হস্তান্তরের সময় উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি সাধারণ্যে

প্রচারিত হয়। ইং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার জন্য হেয়ার তাঁর বন্ধু রামমোহন রায়, স্যর এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট এবং আত্মীয়-সভার অন্যতম সদস্য রাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় ইং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারী তারিখে কলেজ স্কোয়ারের উত্তরভাগে "হিন্দু কলেজ" নামীয় ইংরাজী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হিন্দু কলেজের আদিকল্পক ডেভিড হেয়ারই ছিলেন এবং কলেজের ভূমি হেয়ার কর্তৃক দান করা হয়। কিন্তু কয়েকজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক এই সম্মান স্যর হাইড ইষ্ট এবং রামমোহনকে দিয়েছিলেন। সেই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য নিম্নে মাত্র দু'জন বিখ্যাত বাঙালীর লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি। যথা :—

'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের গ্রন্থকার রাজনারায়ণ বসু বলছেন,—

("প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎ সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হয়।")—পৃষ্ঠা ২০।

'A Biographical sketch of David Hare' পুস্তকের লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র বলেছেন,—

("The first move he (Hare) made was in attending, uninvited, a meeting called by Ram Mohan Ray and his friends for the purpose of establishing a Society, calculated to subvert idolatry. Hare submitted that the establishment of an English School would materially serve their cause. They all acquiesced in the strength of Hare's position, but did not carry out his suggestion. Hare therefore waited on Sir Edward Hyde East, the Chief Justice of Supreme Court...") p. 5.

কেবলমাত্র শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ক'রেই হেয়ার ক্ষান্ত ছিলেন না। ইং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ইংরেজী এবং বাঙলা পুস্তক প্রকাশের জন্য যে "কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি" স্থাপিত হয়, সেই 'সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন ডেভিড হেয়ার। ছাপাখানা বিষয়ক আইন চালু করার জন্যও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। দূর মরিশাস এবং বোরবোনে ভারতীয় শ্রমিক চালান দেওয়ার দুষ্কার্য্য যাতে স্থগিত হয় সেজন্যও তিনি যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন। ইং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "কলিকাতা কোর্ট অব রিকোয়েষ্টে"র অন্যতম বিচারক মনোনীত হন। ইং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে মারাত্মক কলেরা রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সুবিখ্যাত শিক্ষানুরাগী মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিরূপেই আলোচ্য হেয়ার ষ্ট্রীট নামাঙ্কিত হয়। কলিকাতা লটারী কমিটীর প্রাপ্ত চাঁদায় সেযুগে কলকাতায় যে কয়েকটি পথ প্রস্তুত হয়েছিল হেয়ার ষ্ট্রীট তন্মধ্যে অন্যতম। কলকাতা ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার সময়ে হেয়ার ষ্ট্রীটের সীমানা ছিল দীর্ঘ এবং প্রশান্ত। এই শূন্য সীমানা ব্যাঙ্কশাল এবং সেণ্ট জন গীর্জার সংলগ্ন প্রাঙ্গণ থেকে গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দু'টি ছোট গলিও ছিল এই সীমানায়, যাদের ধারে ধারে ছিল ইংরাজদের বাসগৃহ। উক্ত সীমানার উত্তর দিকে তখন ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকটি গৃহ। এই গৃহের একটিতে ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণরের আবাসস্থল। এবং উক্ত সীমানার দক্ষিণ দিকে ছিল তৎকালীন জেনারেল হাসপাতালের প্রাঙ্গণ, যার দ্বারপথ ছিল কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে। আর এই হাসপাতালের হেড সার্জেনের বাসগৃহ ছিল হেয়ার ষ্ট্রীটেই, যে-গৃহটিতে তৎকালীন 'ইংলিশম্যান' নামক পত্রিকার কার্য্যালয় ছিল, এরূপ অনেকে অনুমান করেছেন। এই কারণে সেই সময়ের বাঙলা সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকগণ প্রায়ই "আমাদের হেয়ার ষ্ট্রীটের সহযোগী" কথাটি ব্যবহার করতেন। ইং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব যখন কলকাতা আক্রমণ করেন, তখন পুর্ব্বোক্ত ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণরের বাসগৃহটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "মেরিণ ইয়ার্ডে" পরিণত হয়।

প্রথমে "হেয়ার ষ্ট্রীট" প্রশান্ত থাকলেও কিছুকালের মধ্যে এই পথটিতে

ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের একাধিক কার্য্যালয় বা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'Calcutta Past And Present' গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী ক্যাথলিন ব্লিচিনডেন বলছেন,—

("It is difficult to distinguish between improvements carried out by the Lottery Committee, and changes effected at an earlier date, but from this period date some of the most important streets of the business quarter of the town, notably the Strand Road from Chandpal Ghat to the Mint, Hare Street and Government place North.")

পথটির নাম হেয়ার ষ্ট্রীট হওয়ার অন্য কারণ আছে। এই পথের নিকটে চার্চ্চ লেনের কোণে ডেভিড হেয়ারের বাসগৃহ ছিল। হেয়ার ষ্ট্রীটের বিশেষ আকর্ষণ ছোট আদালত বা Small Cause Court-এর একাংশ এবং মেটকাফ হল বা ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী। ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট আলোচনা-প্রসঙ্গে ছোট আদালতের ইতিহাস বিবৃত ক'রেছি। মেটকাফ হলের (ষ্ট্রাণ্ড রোডের সন্ধিস্থলে) সুবৃহৎ অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান। এখন উক্ত পাঠাগার স্থানান্তরিত হয়েছে। লর্ড কর্জন, ভূতপূর্ব্ব মেটকাফ হলের স্বত্বাধিকারিগণের নিকট থেকে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে পাঠাগারটি ক্রয় করেন। কর্জনের প্রচেষ্টাতেই পাঠাগারটি সুসংস্কৃত হয়। বিলাতের বৃটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারের কার্য্যধারার অনুকরণে এই পাঠাগারটি পরিচালিত হ'ত। পাঠকগণ বিনামূল্যে পাঠাগারে ব'সে পুস্তকাদি পাঠ করতেন। ইং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মেটকাফের স্মৃতিরক্ষার্থ মেটকাফ-হল তৈয়ারীর জন্য সভা-সমিতির কার্য্যারম্ভ হয়। কলকাতার প্রথম পাঠাগার, যেটি এসপ্লানেড রোডে ডাঃ ষ্ট্রং সাহেবের ছিল সেটি ইং ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইং ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মেটকাফ হল তৈয়ারীর কার্য্য সমাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পাঠাগার এই হলে উঠে গিয়েছিল।

এথেন্স মহানগরীর বায়ুদেবতার মন্দির, (Temple of Winds) নামক

বিখ্যাত মন্দিরের বহির্দ্দেশের চিত্তাকর্ষক নমুনার অনুকরণে মেটকাফ হলের সম্মুখভাগ তৈয়ারী হয়। গৃহটি সাধারণের অর্থ ব্যতীত এগ্রিকালচারাল এবং হর্টিকালচারাল সোসাইটি এবং ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রদত্ত চাঁদায় তৈয়ারী হয়। মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোম্পানী গৃহটি তৈয়ারীর ভার গ্রহণ করেন। এই হলে স্যর চার্লস মেটকাফের একটি আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি এখনও আছে। কিন্তু একটি গণনীয় পাঠাগার হলেও এবং পাঠাগারের পর্য্যবেক্ষণের ভার ট্রাষ্টিদের হস্তে ন্যস্ত থাকলেও এবং ট্রাষ্টি ও শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অনেক পদস্থ ইংরাজ ও বাঙালী থাকলেও, ক্রমে ক্রমে পাঠাগারটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে, যেজন্য লর্ড কর্জ্জন শেষ পর্য্যন্ত পাঠাগারটিকে 'ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী' নামে পরিবর্ত্তিত করতে বাধ্য হন। পুরাকালে, জব চার্ণকের পরবর্ত্তী সময়ে উক্ত হলের অধিকৃত পুরাতন গৃহটি ছিল হরিনারায়ণ শেঠের আবাস-ভিটা। কোম্পানীর আমলে অনেক পদস্থ কর্ম্মচারী এই গৃহ ভাড়া নিয়ে বসবাস করেছিলেন।

হেয়ার ষ্ট্রীটে পূর্ব্বে রয়টার নামে পরিচিত এখনকার প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার কার্য্যালয় ব্যতীত কলিকাতা টেলিফোন কোম্পানীর কয়েকটি অফিস আছে। ন্যাশিশ ইণ্ডিয়ার কার্য্যালয় ব্যতীত আছে প্রচুর দোকান, হোটেল এবং আরও কয়েকটি ব্যবসায়ীর কার্য্যালয়।

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

"See brother ! the wretched victims of tyranny ! The Crown Court was not surely established before it was needed. I trust it will not have been in operation six months before we shall see all these poor creatures comfortably clothed in shoes and stockings."

—Sir Elijah Impey.

(বঙ্গানুবাদ)

"দেখ ভাই ! আমরা ঠিক সময়েই এদেশে আসিয়াছি। এদেশের লোকের পায়ে জুতা নাই—তাহারা নগ্নগাত্র। কি ভয়ানক অত্যাচার। দেখিতেছি ঠিক সময়েই এদেশে উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ছয়মাস এখানে কাজ করিবার পর, আমি এইসব লোককে নিশ্চয়ই জুতা এবং মোজা পরাইতে বাধ্য করিব। ইহাদের এই দুর্দ্দশা দূর করিব।"

—স্যর এলিজা ইম্পে

বাঙলা দেশের সেযুগের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এলিজা ইম্পে ও তাঁর সহযোগিগণ ইংলণ্ড থেকে জাহাজযোগে কলকাতায় পৌছে চাঁদপাল ঘাটে যখন অবতরণ করেন, তখন কাউন্সিলের সদস্য এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের দেখবার জন্য উক্ত ঘাটে একটি বিরাট জনতা হয়। এই জনসমাবেশে নিম্নশ্রেণীর বাঙালী ছিল অত্যধিক, যাদের অধিকাংশ ছিল তখন নগ্নগাত্র এবং নগ্নপদ। এই সকল ব্যক্তিকে দেখে জাহাজ থেকে অবতরণের সময়েই উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন মিঃ ইম্পে। উক্ত চাঁদপাল ঘাট যেখানে অবস্থিত সেই ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলকাতার অন্যতম বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রিন্সেপস্ ঘাট থেকে হাটখোলা ও শোভাবাজার পর্য্যন্ত ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের বিস্তৃতি। কলকাতা লটারী কমিটী যে ক'টি পথ তৈয়ারী করে, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড তন্মধ্যে অন্যতম।

বর্ত্তমানে এই পথের সীমানা নবাব সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ইং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের পত্তন হয়। এই পথটির ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল।

কলকাতা প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য কয়েকটি জায়গা গঙ্গার গর্ভে ভবিষ্যতে ডুবে যাবে, এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়। কিন্তু বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময়েই গঙ্গানদীর প্রবল দাপটে কলকাতা যে গঙ্গার অতলে তলিয়ে যেতো তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। গঙ্গানদী তখন স্ফীতকায়া হয়ে ঐ অঞ্চলটিকে বিধ্বস্ত করবার উপক্রম ক'রেছিল। কিন্তু সহসা গঙ্গার গতি হাওড়ার দিকে চালিত হয় এবং ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের অঞ্চলে এঁটেল মাটির স্তূপ জমায়েৎ হওয়ার দরুণ উক্ত অঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। গঙ্গার ঢেউয়ের তীব্রতা তখন এত বর্দ্ধিত হয়েছিল যে, ফোর্ট উইলিয়ামকে রক্ষা করবার জন্য গঙ্গাতীরে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। জোয়ার এবং ঘূর্ণিবাত্যার ভয়ে তখন অতিষ্ঠ হয়ে থাকতো ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাগণ। গঙ্গার গতি হাওড়ার দিকে চালিত হ'লে নদীর তীরে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড নামক পথটি বিস্তৃত এবং উন্নত করা হয়। তখন ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের নীচে যে শক্ত মাটি জমায়েৎ হয় সেই মাটিতে বালির ভাগ বেশী থাকার জন্য ঐ স্তূপীকৃত শক্তমাটিকে সুমাত্রা স্যাণ্ড (Sumatra Sand) নামে অভিহিত করা হয়। এই নামকরণের অন্যতম কারণ হ'ল ঐ অঞ্চলে তখন "সুমাত্রা" নামে একটি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের কিয়দংশের নাম ছিল "দি ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক"। এই অংশটি তৎকালীন সরকার কর্ত্তৃক বাৎসরিক ৩৭,২৯২ টাকা খাজনার বিনিময়ে পোর্ট কমিশনারকে গৃহ তৈয়ারীর জন্য দেওয়া হয়।

পোর্ট কমিশনারের ইতিবৃত্ত এস্থলে না বললে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভি বি সি আইনের ধারায় 'ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট' নামক একটি সমিতি পোর্টের সহায়তায় যাতে জাহাজের গমনাগমন, মালামাল পাঠানো এবং পোর্টের সীমানার উন্নতি বিধানের জন্য সুবিধা হয়, সেজন্য গঠিত হয়। ইং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হ'য়ে গেলে সেই প্রস্তাব কাজে

পরিণত হয় না। যদিও ইতিমধ্যে কলকাতার পোর্ট জাহাজের কারবারের জন্য অত্যন্ত পরিচিত হয়ে পড়লো। ইং ১৮৬৬ আইন অনুমোদিত হ'লেও এবং মিউনিসিপ্যালিটির প্রতি পোর্টের কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পিত হ'লেও উক্ত সমিতি ভারার্পিত কার্য্য পরিচালনায় অক্ষমতা প্রকাশ করে, যেজন্য তৎকালীন সরকার স্বয়ং পোর্ট পরিচালনার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে ইং '৬৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আইনটি কার্য্যে পরিণত হয়। সেই সময়ে পোর্ট কমিশনারে ১৫ জন সদস্য ছিলেন। এই সকল সদস্য সরকার, ব্যবসায়ী সমিতি এবং মিউনিসিপ্যালক মিশনারগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। এই সমিতি গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই তৎকালীন সরকার P.W.D.-র সাহায্যে পোর্টের কিছু কিছু উন্নতি করেছিলেন। কমিশনারগণ কার্য্যভার গ্রহণ ক'রে দেখেন যে, ছোট ছোট চারটি জেটি সামুদ্রিক পোতের যাতায়াতের জন্য কাজে লেগেছিল। কমিশনারগণের কার্য্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জেটিগুলির সীমানা বর্দ্ধিত করা হয়। Hydraulic Crane Power-ও এই সময়ে কাজে খাটোনো হয়। হাওড়ার ভাসমান সেতুর উত্তর ভাগে ৬০ থেকে ৮০ ফিট পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত করা হয়। এই সকল সংস্কারের জন্য ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া হয়ে ওঠে স্বাস্থ্যকর। কয়েক বছরের মধ্যে একেবারে জাহাজ বা নৌকার মুখে মালামাল ওঠা-নামার জন্য ট্রেণের লাইনও প্রস্তুত করা হয়। এই রেলপথ জেটিগুলির দক্ষিণভাগ থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত তৈয়ারী করা হয়। পোর্ট কমিশনারের রেলপথ জেটির সঙ্গে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে (চিৎপুর) এবং মিউনিসিপ্যাল রেলওয়ের (বাগবাজারে) সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য তখন ছিল দু' মাইলের কিছু বেশী। এই রেলপথ তখন "Crosses the Circular canal by an Hydraulic lifting bridge." কমিশনারগণ সকল জাহাজ বা নৌকার যাতায়াতের সকল প্রকার রক্ষা-ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করেন। উক্ত কমিশনারগণ এমন কি হুগলী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক ছিলেন। কমিশনারগণ গঙ্গা নদীর পশ্চিমদিকে এমন একটি পথ প্রস্তুত করেন যে পথটি অত্যন্ত কাজে লাগে। এই পথটি হাওড়া জেলার মূল্য পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত ক'রে দেয়। এই সকল উন্নতিকরণের জন্য পোর্ট কমিশনার

অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু ত্রিশ বছরের মধ্যেই সকল ঋণ পরিশোধ ক'রে দেয়।

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড বিস্তৃত পথ। পথটির অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ টাঁকশাল, মেও হাসপাতাল, কাষ্টম হাউস, ইডেন গার্ডেন, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ও পোর্ট কমি-শনারের কার্য্যালয় এবং বাবুঘাট ও চাঁদপাল ঘাট। কলকাতার ব্যবসায়ীদের কেন্দ্রস্থল এই ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, যেজন্য প্রায় দিবারাত্র এই পথে হৈ-হল্লা ও জনাগম লেগেই আছে।

চাঁদপাল ঘাট সেযুগের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় জুড়ে আছে। শুধু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ইম্পে এবং তাঁহার সহযোগিগণ ইংলণ্ড থেকে জাহাজযোগে কলকাতায় পৌছে উক্ত ঘাটে নামেননি, তৎকালীন ইংরাজদের জাহাজে গমনাগমনের একমাত্র ঘাটই ছিল ঐ চাঁদপাল ঘাট। সে-যুগের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস এই ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটি একটি ক'রে গুণেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের সম্মানার্থ তোপ-ধ্বনি। প্রাপ্য সম্মান-তোপ উনিশটি। মন্ত্রণাসভার সদস্য হয়ে ফ্রান্সিস যখন সতেরোটি তোপ সম্মানার্থ পেলেন, তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং এই অবমাননাই হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চাঁদপাল ঘাট বর্ণনা প্রসঙ্গে কটন এবং রেভাঃ লং যা বিবৃত ক'রে গেছেন তারই বঙ্গানুবাদ শুনুন।

("এই ঘাটের নিকটে চন্দ্রনাথ পাল নামক জনৈক মুদী বাস করিত। তখন ইহার চতুস্পার্শ্ব গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। যে সকল পান্থ বা নৌকাযাত্রী এই ঘাটে নামিত, তাহারা চন্দ্রপালের দোকানে আহার্য্যাদি সংগ্রহ করিত। নবাব যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন সেই সময়ে চাঁদপাল ঘাটের নামোল্লেখ দেখা যায় না। ইং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে যে এই ঘাট বর্ত্তমান ছিল তাহাতে কোন সংশয় নাই। সেই যুগে যে সকল উচ্চপদস্থ ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুরের চাকুরী করিতে আসিতেন, তাঁহারা এই ঘাটে অবতীর্ণ হইতেন।")

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, চন্দ্রনাথ পাল নামক মুদীর নাম থেকে

চাঁদপাল ঘাট নামকরণ হয়েছে। বাং ১২২৮ সালের ৭ই মাঘের সমাচার দর্পণে প্রথম প্রকাশিত হয় চাঁদপাল ঘাটের নাম। যথা,—

("পুনর্ব্বার সমাচার আইল যে, শ্রীযুত স্যর এব্বর্দ হৈদ ইষ্ট সাহেব ১৭ই জানুআরি বৃহস্পতিবার চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন গঙ্গাসাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ডে যাইবেন।")

চাঁদপাল ঘাটে খিলান প্রস্তুতের জন্য সেযুগের বাঙালী যে ইংরাজ-প্রীতি দেখিয়েছিল তারও উল্লেখ পাওয়া যায় সমাচার দর্পণে। হেষ্টিংস যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে ইংলণ্ড যাত্রা করেন তখন তাঁর যাত্রার পূর্ব্বে কলকাতা-বাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্র হয়ে হেষ্টিংসকে বিশেষ এক প্রশংসা-পত্র দেন এবং সভা করেন। সেই সভায় যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তন্মধ্যে চাঁদপাল ঘাটে হেষ্টিংসকে চিরজীবী করবার প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। বাং ১২২৯ সালের ১৪ই পৌষের দর্পণে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তার কিয়দংশ এইরূপ :—

("শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্ব্বার উঠিয়া সভার প্রতি কহিতে লাগিলেন যে আমি বাসনা করি যে আমাদের প্রিয় শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের প্রশংসার নিমিত্ত কোন বহু কালস্থায়ী নিদর্শন স্থাপিত করা যায় তাহাতে এই নিবেদন করি যে চান্দপালের ঘাটে অতিমনোহর এক খীলান গ্রন্থন হয় ও তাহার উপরে শ্রীশ্রীযুতের মূর্ত্তি থাকে ও দুই পার্শ্বের থামে তাঁহার প্রশংসা-পত্র খুদিয়া রাখা হয়।")

ইং ১৮৪৫ ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে "Notes on the left bank of the Hooghly" শীর্ষক রচনায় তৎকালীন চাঁদপাল ঘাটের চমৎকার বর্ণনা আছে। যথা—

("This is the post where India welcomes and bids adieu to her rulers. It is here the Governor-General, the Commanders-in-Chief, the Judges of the High Court, the Bishops, dna all who are entitled to the honours of a salute from the ramparts of Fort William, first set foot in the metropolis.")

ক্রীক রো নামক পথটির নামকরণ যে নালাটির জন্য পরিচিত, সেই নালাটির উৎস ছিল চাঁদপাল ঘাটের মুখেই। কিন্তু পোর্ট কমিশনারের রেলের গমনাগমনের জন্য চাঁদপাল ঘাট প্রথমে যেখানে ছিল সেখান থেকে কিছু দূরে ঘাটটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘাট ব্যতীত আরও দু'টি বিখ্যাত ঘাট, যথা,—বাবুঘাট এবং প্রিন্সেপস্ ঘাট ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে বর্তমান। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির প্রতিষ্ঠাত্রী জান বাজারের রাণী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে এবং প্রদত্ত অর্থে বাবুঘাট প্রস্তুত হয়। বাবুঘাটের কিছু নীচে "রেশপনডেনসিয়া ওয়াক" (Respondentia Walk) নামে সেযুগে ছিল একটি মনোরম পথ। এই পথে সেযুগের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ চন্দ্রালোকে সপরিবারে ভ্রমণ করতেন। পথটির ধারে ধারে ছিল বৃক্ষসারি। ইং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঘূর্ণিবাত্যায় ঐ সকল বৃক্ষসমূহ মূলোৎপাটিত হয়ে পড়ে। বাবুঘাট গ্রীসীয় স্থাপত্যের অনুকরণে তৈয়ারী হয়। ঘাটের এক প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে—

("The Right Hon'ble Lord William Cavendish Bentinck, Governor-General of India, with a view to encourage public munificence to works of public utility, has been pleased to determine that this Ghat, erected at the expense of Baboo Rajchunder Doss in 1838, shall hereafter be called Baboo Rajchunder Doss's Ghat")

উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, যিনি সতীদাহ প্রথা রহিত করেন, তাঁর নামে ঘাটটি উৎসর্গীকৃত হয়। উৎসর্গের প্রস্তর-ফলকে লিখিত বাবু রাজচন্দ্র দাসের প্রদত্ত অর্থে ঘাটটি তৈয়ারী হয়েছে দেখে যাতে অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ গণজনের জন্য দান করতে উদ্যোগী হন, প্রস্তরফলকে লিখিত কথাগুলি থেকে সেরূপ অনুমান করা যায়।

প্রিন্সেপস্ ঘাটের নাম না জানেন এরূপ কলকাতাবাসী খুব অল্পই আছেন। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে (কলকাতার সুদৃশ্য ও বৃহত্তম) প্রিন্সেপস্ ঘাট এখনও সেযুগের টাঁকশালের এ্যাসে মাষ্টার (Assay Master) জেমস প্রিন্সেপের স্মৃতি বহন করছে। ইং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট প্রিন্সেপ জন্মগ্রহণ করেন।

ইং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতা টাঁকশালের এসিষ্ট্যাণ্ট এ্যাসে মাষ্টারের পদ গ্রহণ ক'রে তিনি কলকাতায় পৌছান। কাশীর টাঁকশালে কিছুদিন প্রধান এ্যাসে মাষ্টারের কার্য্য ক'রে তিনি কলকাতার টাঁকশালে পুনরায় নিয়োজিত হন প্রধান এ্যাসে মাষ্টারের পদে। কাশীতে তিনি একটি টাঁকশাল ও একটি গীর্জা তৈয়ারী করান এবং কর্ম্মনাশা নদীতে একটি সেতু প্রস্তুত করান। তিনি কাশীর পাবলিক ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটীর সদস্য এবং সম্পাদক ছিলেন। তিনি কাশীতে একটি সাহিত্যিক সঙ্ঘও প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কাশীর দৃশ্যাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। বিখ্যাত 'গ্লিমিংশ অব সাইন্সেস' যা ভবিষ্যতে "জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" সাময়িক পত্রে রূপান্তরিত হয় সেই গবেষণা বিষয়ক সাময়িক পত্র তিনি সম্পাদনা করেন এবং পত্রিকাটিতে প্রচুর রচনা লেখেন। তিনি উক্ত সাময়িক পত্রের সেক্রেটারী ছিলেন ইং ১৮৩২-৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তিনি সুন্দরবনের সঙ্গে হুগলী নদীর যোগাযোগ রচনা করেন। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। সম্রাট অশোকের সময়ের শিলালিপি স্তম্ভ প্রভৃতিকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা প্রিন্সেপই করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মসজিদের ভগ্নপ্রায় মিনারগুলির সংস্কার করেন। কোম্পানীর মুদ্রা কি ধরণের হবে তার পরিকল্পনা করেছিলেন। Victor Jaqueniont তাঁর "Travels in India" গ্রন্থে প্রিন্সেপের বিষয়ে লিখেছেন,—

> ("He devotes his mornings to architectural plans and drawings, his days to assaying at the Mint and his evenings to musical concerts.")

অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য মস্তিষ্ক শীতল হয়ে যাওয়ায় প্রিন্সেপ ইং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রিন্সেপ ঘাটে তাঁর স্মৃতিফলকে লিখিত আছে—

> "One of the most eminent men of his day, who, after a short and brilliant career, fell a sacrifice to his ador in the persuits of science."

পূর্ব্বে প্রিন্সেপ ঘাট বিচুম্বিত ক'রে খরস্রোতা জাহ্নবী প্রবাহিতা ছিলেন। কিন্তু গঙ্গা কালে কালে ক্ষীণকায়া হওয়ায় এখন প্রিন্সেপ ঘাট থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। এই ঘাটে সম্রাট পঞ্চম জর্জ সপত্নী এবং তাঁর পিতা সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড জাহাজ থেকে নেমেছিলেন। ঘাটটির পাশ দিয়ে পোর্ট কমিশনারেরা একটি পথ তৈয়ারী ক'রে দেন। প্রিন্সেপ ঘাটের অপর দিকে আছে লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালার মর্ম্মরমূর্ত্তি। আর আছে ফোর্টের ওয়াটার গেট (Water Gate), যার সম্মুখে আছে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে এই স্মৃতিস্তম্ভটি গোয়ালিয়র যুদ্ধে (ইং ১৮৪৩) যে সকল কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয় তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্ত লর্ড এলেনবোরা ইং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন। কলোনেল এইচ গুডউইন এই স্মৃতিস্তম্ভের নক্সা করেন। মেসার্স জেসপ এণ্ড কোং স্তম্ভটি তৈয়ারী করেন শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বন্দুকের ধাতুর সংমিশ্রণে। স্তম্ভের মধ্যস্থলে নিহত কর্ম্মচারীদের নাম খোদাই আছে। স্তম্ভটির উচ্চতা ৫৮ ফিট ৬ইঞ্চি।

ষ্ট্র্যাণ্ড রোডেই কলকাতার অন্ততম বিখ্যাত ঘাট আউটরাম ঘাট।

স্তর জেমস্ ব্যারোনেট আউটরাম, যাঁর মূর্ত্তি কলকাতাবাসী মাত্রেই দেখেছেন। চৌরঙ্গী রোড, পার্ক ষ্ট্রীট এবং আউটরাম রোডের সঙ্গমস্থলে অশ্বারূঢ় পিতলের প্রতি-মূর্ত্তিটি স্তর আউটরামের—যাঁর নামাঙ্কিত স্মৃতি আউটরাম ঘাট। স্বাস্থ্যান্বেষীর দল, বেতো রুগী, মুক্তবায়ুলোভী কোটিপতি কুবের থেকে আশ্রয়হীন ফকির পর্য্যন্ত সকাল এবং সন্ধ্যায় উক্ত আউটরাম ঘাটের সংলগ্ন ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে পায়চারী করে, ঘুরে বেড়ায়; দেশ-বিদেশ থেকে আগত জাহাজ দেখে এবং গঙ্গানদীর শোভা উপভোগ করে। স্তর আউটরামের মূর্ত্তিটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছেন যে মূর্ত্তিটি অন্যান্তদের মত্তির ন্তায় আদপেই নয়। ছুটন্ত অশ্বপৃষ্ঠে আউটরাম, দৃষ্টি তাঁর সম্মুখে নিবদ্ধ নয়, পিছন দিকে—হয়তো কোন অনুসন্ধানকারী শত্রু, কিংবা কোন হিংস্র জানোয়ারের প্রতি। আউটরাম সত্যিই একজন প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন। ইং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষালাভ করেন অ্যাবার্ডিনে, ম্যারিশচ্যাল্ কলেজে। মাত্র ষোল বছর বয়সে ভারতীয়

সৈন্তবাহিনীতে যোগ দেন। আউটরাম যেমন পাকা খেলোয়াড় ছিলেন, তেমনি শিকারীও ছিলেন। ইং ১৮২৫-১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অন্যান্য ভীষণকায় জানোয়ার ব্যতীত প্রায় দু'শো বাঘকে তিনি একাই হত্যা করেন। বোম্বাই রেজিমেণ্টে কিছুকাল এ্যাডজুট্যাণ্ট বা 'Adjutant' থেকে তিনি খান্দেশে বদলী হয়ে যান। অসমসাহসিক যোদ্ধা আউটরাম মধ্য ভারতের ভীলজাতির সঙ্গে অবাধে মিশে স্বীয় শক্তিবলে ভীলজাতকে শান্ত করেন। জনশ্রুতি আছে যে, সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন অবস্থায় থেকে আউটরাম দুর্দ্ধর্ষ ভীলদিগের মধ্যে বিচরণ করতেন। ইং ১৮৩৫-৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুজরাটের বিদ্রোহীদের দলপতিদের আয়ত্ত করেন। '৩৮ অব্দে স্যর জন (লর্ড) কিনের অধীনে থেকে খান্দাহার, গজনী থেকে কাবুল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করতে যান। কাবুল থেকে আউটরাম হিন্দুকুশের তীরে আমীর দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে ঘুরেন '৩৯ অব্দে। দক্ষিণ আফগানিস্থানে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে তিনি বিশেষ এক অংশ গ্রহণ করেন। '৩৯ অব্দেই আউটরাম হায়দ্রাবাদে পলিটিক্যাল এজেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই কার্য্যকালে তিনি সিন্ধুর আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে মৈত্রী গ'ড়ে তোলেন। সিন্ধুর একত্রীকরণের বিষয়ে আউটরাম অপেক্ষা উচ্চপদস্থ স্যর চার্লস নেপিয়ার ও লর্ড এলেনবোরা প্রভৃতির সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তাঁদের সঙ্গে অনেকদিন ধ'রে কলহ-বিবাদ চালান এবং আমীরদের পক্ষ গ্রহণ ক'রে যেমন ভারতবর্ষে তেমনি ইংলণ্ডেও বাদানুবাদ চালিয়েছিলেন। প্রায় ৮০০০ হাজার বেলচু ফৌজের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের আমীর-ওমরাহদের রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করেন। '৪৫ খৃষ্টাব্দে সাতারা এবং '৪৭ খৃষ্টাব্দে বরোদা রাজ্যে (Resident) রেসিডেণ্টের পদ প্রাপ্ত হন। বরোদা করদ রাজ্যে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অন্যায় কার্য্য ধ'রে ফেলেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট তাঁকে পদচ্যুত করলেও লর্ড ড্যালহৌসী তাঁকে পুনর্নিয়োগ করেন এবং লক্ষ্ণৌয়ে '৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁকে রেসিডেণ্টের পদে নিয়োগ করেন। আউটরামের কথাতেই অযোধ্যা একত্রীভূত হয় এবং অযোধ্যা করদ রাজ্যের রাজাই তাঁকে পরিশেষে জি. সি. বি. উপাধি দেন। সিপাই বিদ্রোহের সময় তিনি বাঙলার সৈন্তবাহিনী পরিচালিত করেন এবং লক্ষ্ণৌয়ে সেবাকার্য্যে

স্বেচ্ছাসেবকরূপে গিয়েছিলেন দ্বিতীয়বার সেবাকার্য্যের জন্য গিয়ে আলমবাগে অবসরগ্রহণ করলেও প্রায় ১২০,০০০ বিদ্রোহীর হাত থেকে (যতদিন না শেষবারের মত লক্ষ্ণৌ অধিকার করেন ততদিন) লক্ষ্ণৌকে রক্ষা করেন। '৫৮ থেকে '৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের মিলিটারী সদস্য ছিলেন—যখন তিনি শেষবারের মত অবসর গ্রহণ করেন। '৬১ খৃষ্টাব্দে কে. সি. এস. আই এবং ডি. সি. এল উপাধি লাভ করেন। '৬৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন এবং ইংলণ্ডের ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবেতে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। সিপাই বিদ্রোহ দমন হ'লে তিনি 'ব্যারোনেট' হন। '৪২ খৃষ্টাব্দে একটি মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণে আউটরামকে "Bayard of India" রূপে বর্ণনা করেন স্যর চার্লস নেপিয়ার। ভারতীয় ইতিহাসে আউটরামের নাম চিরজীবি হয়ে থাকবে। আউটরামের মূর্ত্তি কেবল মাত্র কলকাতায় নয় লণ্ডনেও স্থাপিত হয়। কলকাতার পিতলের মূর্ত্তিটি ভাস্কর ফলি কর্ত্তৃক তৈয়ারী হয়। ইং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মূর্ত্তিটি কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হয়। গ্রানাইট পাথরের উপরে মূর্ত্তিটি স্থাপিত হয়েছিল। আউটরামের মূর্ত্তিগাত্রে লিখিত আছে :

("Sir James Outram, Lieut.-General, G. C. B., Baronet. His life was given to India, in early manhood he reclaimed wild races by winning their hearts ; Gazni, Khelat, the Indian Caucasus, witnessed the daring deeds of his prime, brought to sue for peace, Lucknow relieved, defended, and recovered, were fields of his later glories. Faithful servant of England, large-minded and kindly ruler of her subjects, in all the True Knight, 'The Bayard of India'.

Born January 29th, 1803, Died 11th March, 1863.")

জগন্নাথ ঘাটও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে অবস্থিত। এই পথের টাঁকশালের পাশে

জগন্নাথের মন্দিরের অবস্থিতির জন্তই জগন্নাথ ঘাট নামকরণ হয়। এই সকল ঘাট ব্যতীত সেযুগের কাঁচা গদী ঘাট চাঁদপাল ঘাটের নিকটেই অবস্থিত ছিল, যেখানে পূর্ব্বে শহরের নৌকাসমূহ নোঙর করতো। এখানেই ছিল, গোবিন্দপুরের শীর্ণকায় খাল। কাঁচা গদী নামকরণের কারণ এই যে নৌকার মালিকদের কাঁচা গুদাম এখানেই ছিল। ভবিষ্যতে এই কাঁচা গদীর ঘাট নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে কলভিন্‌স্ ঘাট নাম হয়, কলভিন কাউই এণ্ড কোম্পানী উক্ত ঘাটের নিকটেই ছিল। ষ্ট্র্যাণ্ড রোড এবং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে আনন্দময়ীর মন্দির। এই মন্দির এখন যেখানে বর্ত্তমান, পূর্ব্বে এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ ষ্ট্র্যাণ্ড রোডেই ছিল। কিন্তু গঙ্গা শীর্ণকায়া হওয়ার জন্ত মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণ বর্ত্তমানে নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে আছে।

ষ্ট্র্যাণ্ড রোডেই জাহ্নবীতীরে বিখ্যাত ইডেন গার্ডেন বা ইডেন বাগান।

জব চার্ণকের কলকাতা প্রতিষ্ঠান্তে লালদীঘিই ছিল সে যুগের ইংরাজ এবং সম্ভ্রান্ত দেশবাসীর ভ্রমণ-ক্ষেত্র। তখনও বাগবাজরের পেরিংশ বাগান সৃষ্ট হয়নি। লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে তাঁর দুই ভগ্নী মিসেস ইডেনগণ ইডেন গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাত্রী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃপায় একজিবিশনের ব্যবস্থা হওয়ায় বর্ত্তমানে ইডেন গার্ডেনের পূর্ব্বের শোভা বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই উদ্যানের প্রতিষ্ঠাত্রীদের মধ্যে অন্ততমা উল্লোক্তা মাননীয়া এমিলি ইডেন (ইং ১৭৯৭—১৮৬৯) লর্ড অকলাণ্ডের সঙ্গেই ভারতবর্ষে আগমন করেন। এমিলি ছিলেন সুলেখিকা। তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে "Portraits of the People and Princes of India" (1844. A. D), "Up the Country" (1866 A. D) Letters from India" 2 Vols. (1872 A. D) ব্যতীত কয়েকটি উপন্তাস "The Semi-detached House; "The Semi-attacked Couple" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এমিলি ইডেনের লিখিত দুই খণ্ডে প্রকাশিত "পত্রগুচ্ছে" ভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ কলকাতার তৎকালীন প্রচুর তথ্য ও চিত্র পাওয়া যায়। লর্ড অকল্যাণ্ড যখন কলকাতা গভর্ণমেন্ট হাউসে গভর্ণর জেনারেল পদে অভিষিক্ত তখন তাঁর ভগ্নী এমিলি ইডেন যে-কোন উৎসবে (গভর্ণমেন্ট হাউসে) অতিথি ও অভ্যাগত-

দের অভ্যর্থনা করবার ভার গ্রহণ করতেন। এই প্রসঙ্গে হেনরী কটন বলছেন:—

"(In Lord Auckland's day it was the fashion for the hostess at Government House to personally receive her callers of both sexes. "The visits" Says Miss Eden, are not long ; but I hope they will not compare notes as to what we have said ; I know some of my topics served many times over.")

সে যুগের কলকাতায় মশকের উৎপাতে ইংরাজগণ পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং ম্যালেরিয়া রোগের ভয়ে যতক্ষণ ঘরে থাকতো ততক্ষণ পায়ে মোটা কাগজ জড়িয়ে থাকতো। মশকের বিষয়ে এমেলির পত্র-গুচ্ছে উল্লেখ পাওয়া যায়। এমিলি লিখেছিলেন,—

("Nobody can guess what these animals are till they have lived among them, many people have been laid up for many weeks dy their bites on their first arrival.")

চৌরঙ্গীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এমিলি চৌরঙ্গীর নাম দিয়েছিলেন "রিজেণ্টস্ পার্ক অব ক্যালকাটা বা "Regent's Park of Calcutta" কলকাতার বরফ-ঘর প্রথম স্থাপিত হয় জেমস প্রিন্সেপ প্রভৃতির চেষ্টায়। গ্রীষ্মকালে বরফ পাওয়ায় তখনকার ইংরাজগণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং হাঁস-পাতালে রোগীদের চিকিৎসায় বরফ যথেষ্ট উপকারে লাগে। বরফ-ঘর তৈয়ারী এবং বরফ প্রস্তুতের জন্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় উদ্যোক্তাগণ বিশেষতঃ নারী-দের নিকট থেকে অর্থ সাহার্য্য প্রার্থনা করায় এমিলিই অধিকতর অর্থ দেন। এমিলি ছিলেন অসামান্তা গুণশালী। তখনকার রঙ্গালয়ে যে সকল নাটক অভিনীত হত সেই সকল নাটকের (সমালোচকের দৃষ্টি ভঙ্গীতে) আলোচনাও তিনি ক'রেছেন তাঁর পত্রগুচ্ছে এবং দিনপঞ্জীতে। তাঁর পত্রগুচ্ছে আছে'—

("A little Miss C—is one of the best Comic actresses I have seen, and had great success. She is very ugly.")

পূর্ব্বেই বলেছি এমিলি ছিলেন অশেষ গুণসম্পন্ন। এমিলি চিত্রাঙ্কনেও পটু ছিলেন। বিখ্যাত মাদাম গ্রাণ্ডের একটি চিত্র অঙ্কিত ক'রেছিলেন সে যুগের কলকাতার বিখ্যাত বিদেশী শিল্পী জোফানী। চিত্রটি মাদাম গ্রাণ্ডের কি-না, সে বিষয়ে ভবিষ্যতে অনেকে মতদ্বৈধতা প্রকাশ করে। চিত্রটি ছিল বিখ্যাত গবেশক মার্শম্যানের শ্রীরামপুরস্থিত বাস গৃহে। এই বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপিত হ'লে মিসেস কে পর্য্যন্ত যোগ দেন এবং তৎকালীন "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাগজে একটি লেখা স্বনামেই লেখেন। কিছুদিনের জন্যে চিত্রটি এমিলির হস্তগত হয়। তখন অন্য কোন যোগ্য চিত্রশিল্পী না পেয়ে এমিলি অবশেষে জোফানী অঙ্কিত মাদাম গ্রাণ্ডের চিত্রটির একটি নকল ছবি অঙ্কিত করেন। এই প্রসঙ্গে ব্যারাকপুর থেকে ইং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল এমিলি লিখলেন,—

("I have such an interesting portrait to copy just now, a Picture by Zoffany of Madam Tallay-rand, when she was in this country as Mrs. Grand. It is so pretty. Captain C—borrowed it of the owner to have a copy made of it for himself, and there are hardly any artists and none good in Calcutta, I am copying it for him.")

এমিলির সহোদরা কাব্যে উপেক্ষিতা হয়ে এমিলির পাশে পাশে কালাতিপাত ক'রে গেছেন। তাঁর বিষয়ে কুত্রাপি উল্লেখ নেই বললেই হয়।

যখন ইংলণ্ডেশ্বরী এবং তাঁর পুত্র (ইং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) কলকাতা পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন হাওড়া পোল থেকে ইডেন বাগান পর্য্যন্ত পথের দু'পাশে বিশ্রী ও নোংরা বস্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। উল্লিখিত কথা ক'টি কটন পর্য্যন্ত লিখে গেছেন।

ইডেন বাগান ছিল ইডেন ভগ্নীদ্বয়ের সুরুচির পরিচায়ক। এই বাগানে পূর্ব্বে ছিল ভাস্কর উইকিশ্ নির্ম্মিত লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি, যদিও মূর্ত্তিটি হাইকোর্টের উত্তর দিকে ভবিষ্যতে স্থানান্তরিত করা হয়। ইডেন গার্ডেন যখন ছিল সুদৃশ্য তখন সবুজ তৃণাবৃত পথে কলকাতাবাসী ভ্রমণ করতেন।

ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম দিকে পূর্ব্বে ছিল একটি Band Stand বা ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড, যেখানে প্রতি বৈকালে কোর্টের বাদ্যকারগণ বাজনা বাজাতেন। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার গাছ-পালা এবং বাগিচা কেটে তছনছ করলেও পূর্ব্বে এমনটি ছিল না। পূর্ব্বে ছিল প্রচুর গাছ। বাগানের ফুলের শোভায় সকলেই বিমুগ্ধ হয়ে যেতো। পূর্ব্বে বাগানটি আলোক-মালাতেও সজ্জিত করা হত। ইডেন গার্ডেনে আছে একটি বর্ম্মী প্যাগোডা যেটি রেঙ্গুণস্থ প্রোম থেকে (ইং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধশেষে) এনে স্থাপিত করা হয়। বাগানটির সংলগ্ন ছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব, যেটি বর্ত্তমানে এন. সি. সি. অর্থাৎ ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব নামান্তরিত হয়েছে। বাগানটির প্রবেশ পথেই ছিল স্যর উইলিয়াম পীলের মর্ম্মর মূর্ত্তি।

"কল্য চারি ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার তাবৎ ইংলণ্ডীয়েরা একশ্চেঞ্জ ঘরে একত্র হইয়া সারি ২ হইয়া চলিয়া পুরাণা কুঠি পর্য্যন্ত গেলেন এবং সেইখানে নূতন হাসীলদপ্তরের ঘরের প্রথম ইষ্টক তাঁহারা গাঁথিলেন। এই হাসীলদপ্তরখানা কলিকাতার ঐশ্বর্য্য সদৃশ হইবেক।"

—সমাচার দর্পণ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১৯।

ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের অন্যতম বিশেষ দ্রষ্টব্য কাষ্টম হাউস, ফোর্ট উইলিয়াম এবং সে যুগের ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল বা অধুনা পরিচিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক। প্রথমে কাষ্টম হাউসকে নিয়ে পড়া যাক। কাষ্টম হাউস পূর্ব্বে কিন্তু ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে ছিল না। কোথায় কোথায় ছিল ধীরে ধীরে বলছি। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের বর্ত্তমান কাষ্টম হাউস তৈয়ারী হয়েছে সম্প্রতি, কয়েক বছর আগে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বের কাষ্টম হাউস কবে এবং কি ভাবে স্থানান্তরিত হয়—না বললে অন্যায় হবে মনে করি। 'দর্পণে' প্রকাশিত উল্লিখিত সংবাদটি পড়লে পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই অনুমান করতে সক্ষম হবেন যে, নূতন হাসীল-দপ্তরের কথা যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই কলকাতায় পুরাণো হাসীলদপ্তরও ছিল। কলকাতা নিয়ে নবাব সিরাজ এবং ইংরাজদের মধ্যে যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে

গিয়েছিল সে কথাটি সকলেই বিদিত আছেন। সিরাজের কলকাতা অবরোধের সময়ে, ডালহৌসী স্কোয়ারে এখন যেখানে জেনারেল পোষ্ট অফিস অবস্থিত, সেখানে তখন ছিল ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম বা পুরাণো দুর্গ। ইং ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত ফোর্ট থেকে সমস্ত সৈন্যদলকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কারণ, সেন্ট জন্স্ চ্যাপেল নামক তৎকালীন ভজনালয়ে (যেটি পুরাণো কেল্লায় দণ্ডায়মান ছিল) সেখানে কাষ্টম হাউস তৈয়ারী করা হয়। বিষয়টি সম্পর্কে হেনরী কটন কি বলছেন শুনুন,—

("By the beginning of 1767, all the military were withdrawn from the place, in order that it might be converted into a Custom House, and various warehouses and other buildings were erected to adapt it to its new uses.")

ইংরাজ তখন নবাবের সৈন্যদের হাত থেকে কলকাতা পুনরুদ্ধার ক'রেছে। কোম্পানীর সিভিল আর্কিটেক্ট বা নগর-স্থপতি মিঃ টি. ফ্রন্টাসের উদ্যোগেই কিন্তু পুরাণো কাষ্টম হাউস নির্মিত হয়েছিল। ইং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি মিঃ হ্যারী ভারেলষ্ট প্রভৃতিকে পত্র লিখলেন জাহাজঘাটার মাল ওঠা-নামার বিষয়ে উল্লেখ ক'রে। পত্রটি এই,—

Gentlemen,

In consequence of the orders I was favoured with of the 7th instant I lay before you a plan of the old piers or wharf for landing of goods at the gate of the Old Fort. The dotted lines shew those additions that will be necessary for the erecting two Cranes. The old platform and Boarding being decay'd it will be necessary to take it up and make entirely new. To complete the

whole according to the plan and make two new Cranes will amount to 15,000 Rupees.

I am Gentlemen, with respect,

April 18th, 1766

Your Most Humble Servant

T. Frontam

Civil Architect.

ইং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে পুরাণো কেল্লাকে কাষ্টম হাউসে রূপান্তরিত করবার যে প্রস্তাব কমিটি'তে উত্থাপিত হয়, সেই প্রস্তাব ঐ সালের ৫ই মার্চ্চে অনুমোদিত হয়ে যায়। ফ্রন্টামের নক্সা অনুযায়ী জাহাজ থেকে মাল ওঠা-নামানোর জন্য গঙ্গাতীরে একটি সুবৃহৎ জেটি তৈয়ারী করা হয়। জাহাজের মাল যাতে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে বিনষ্ট না হয়ে যায় এবং মালামাল কাষ্টম মাষ্টারের কাছে (অনুমোদনের জন্য) যাওয়ার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত যাতে সুরক্ষিত থাকে সেজন্য পাশাপাশি অনেকগুলি ঘর তৈয়ারী করা হয়। পুরাণো কেল্লার পশ্চিমদিকে ফ্রন্টামের নক্সা অনুযায়ী কাষ্টম ঘর তৈয়ারী হয়েছিল প্রায় তেরো হাজার টাকা অর্থব্যয়ে। কেল্লার যে ঘরে কেল্লার মেজর তখন থাকতেন, সেই ঘর কাষ্টম মাষ্টারকে থাকবার জন্য দেওয়া হয়। কাষ্টম হাউস তৈয়ারীর জন্য কেল্লার চতুর্দ্দিকস্থ খাল বুঁজিয়ে ফেলা হয়।

কাষ্টম হাউস ইং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তৈয়ারী হয়। গৃহটি তৈয়ারী হওয়ার সময়ে 'ক্যালকাটা গেজেটে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়। যথা—

The Executive Officer, employed in clearing the Custom House wharf pre-paratory to the erection of New Buildings, having reported that his operations have been much impeded by the continuance, on the wharf and in the Godowns, of a quantity of Iron kentledge, Balls, Guns, Redwood, Old Empty Casks, Iron Hoops, etc., together with a Coir Cable, many of which have

remained there for upwards of one year. The Board of Revenue have directed me to give notice to the owner of the above articles, that if they are not cleared from the wharf and Godowns, in fifteen days, from the date of this publication, they will be buried in the rubish, or disposed of for the recovery of wharfage and godown rent.

C. D'Oyly

14th January, 1819. Collector of Govt. Customs,
Government Custom House.

তখন মার্কু ইস অব হেষ্টিংস ছিলেন গভর্ণর জেনারেল। তিনি এই গৃহ তৈয়ারীর আদেশ দেন। কাগজে কাগজে নোটিশ প্রকাশিত হয় যে—

("The foundation stone of the New Calcutta Custom House will be laid in Masonic form by the N. W. Provincial Grand Master of Bengal to-morrow at 4 o'clock in the afternoon, on which occasion the presence of all the Brethren in Calcutta and its vicinity has been earnestly requested.")

পুরাণো কেল্লা ভেঙ্গে যখন প্রথম "কাষ্টম হাউস" তৈয়ারী করা হয়, তখনকার সংবাদও "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ না করলে হাসীলদপ্তরখানার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যথা,—

("কলিকাতার পুরাণো কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহা এখন ভাঙ্গা গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা নূতন হাসীলদপ্তরখানা প্রস্তুত হইবেক তাহার প্রথম পাথর পত্তন করিবার সম্ভ্রম কাহার হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই যেহেতুক ইউরোপীয়রদের এমত ব্যবহার আছে যে যখন বড় গৃহাদি নির্ম্মাণ হয় তখন যে ব্যক্তি সম্রান্ত তিনি প্রথম এক ইষ্টক কিম্বা এক

প্রস্তর গাঁথেন। ঐ প্রস্তর এই মাসের মধ্যে গাঁথা যাইবে। এই ঘর হইলে সহরের অত্যন্ত উপকার হইবে।")

—সমাচার দর্পণ, ১৬ জানুয়ারি, ১৮১৯।

তখনকার কাষ্টম হাউস এত সুদৃশ্য হয়েছিল যে, 'সমাচার দর্পণ'কে বলতে বাধ্য হ'তে হয় যে গভর্ণমেণ্ট হাউস ব্যতীত তখন আর অন্য কোন গৃহ এরূপ নয়নাভিরাম ছিল না। ইং ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১২ আগষ্টের 'দর্পণে' প্রকাশিত হয়—

"(মোং কলিকাতায় গঙ্গার তীরে হাসীলদপ্তরের কারণ এক বড় ঘর প্রস্তুত হইতেছে সে ঘর এইরূপ বড় ও উৎকৃষ্ট হইবে যে শ্রীশ্রীযুতের ঘর ব্যতিরিক্ত কলিকাতার মধ্যে তেমন ঘর আর প্রায় হয় নাই। সেই ঘরের মধ্যে তাবৎ মাসুলের জিনিষ ধরিবেক এবং রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে নোকসান হইবেক না এই মত তদবীর হইতেছে।)"

কাষ্টম হাউস তৈয়ারী হ'লে তৎকালীন প্রদেশিক গ্র্যাণ্ড লজ্ এবং অন্যান্য লজের সভ্যগণও উৎসাহিত হয়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে এক্সচেঞ্জ ঘরে মিলিত হন এবং পুরাণো কেল্লার দিকে শোভাযাত্রাসহকারে এগোতে থাকেন। কাষ্টম হাউস প্রতিষ্ঠাকল্পে শোভাযাত্রায় গান বাজনা হয়। গৃহ প্রস্তুতকর্ত্তাদের সুপারিন-টেনডেণ্ট নক্সা হাতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে যান। তিনটি রৌপ্যাধারে মদ্য, তৈল এবং ধান্য বাহিত হয়। বাইবেলও যায় সঙ্গে সঙ্গে। সোনার মাপযন্ত্রও যায়। ব্রাদারগণ সঙ্গে সঙ্গে যান। শোভাযাত্রাকালে ব্যাণ্ডে "রুল ব্রিটানিয়া" সঙ্গীত বাজানো হয় এবং উৎসব-শেষে ব্যাণ্ডে "গড সেভ দি কিং" নামক সঙ্গীতটি বাজানো হয়েছিল। গঙ্গাবক্ষ থেকে তোপধ্বনি করা হয় এবং বিভিন্ন কর্ম্মিগণ বিভিন্ন কায়দায় সেলাম জানায়। উৎসবে বহু বিখ্যাত মহিলাগণও উপস্থিত ছিলেন।

ইং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রথম কাষ্টম হাউস ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং অতঃপর ডালহৌসী স্কোয়ারে কাষ্টম হাউস স্থানান্তরিত করা হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের বিশিষ্টতম দ্রষ্টব্য। এই কেল্লাটি নতুন ফোর্ট উইলিয়াম। পুরাণো ফোর্ট উইলিয়াম ছিল ডালহৌসী স্কোয়ারে। পুরাণো

কেল্লার ইতিবৃত্ত ডালহৌসী স্কোয়ারের ইতিবৃত্ত লিখিবার কালে উল্লিখিত হইবে। নতুন কেল্লা তৈয়ারী হওয়ার পূর্ব্বেকার অবস্থা কেমন ছিল এখানে উল্লেখ করিলে অপ্রয়োজনীয় হবে না এরূপ মনে করি। শ্রীমতী কিণ্ডার্সলি নামে জনৈকা মহিলার পত্রাংশ—

("কলিকাতার নূতন দুর্গ, যাহা গোবিন্দপুরে তৈয়ারী হইতেছে তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। পুরাতন দুর্গ হইতে ইহা এক মাইল দক্ষিণে এবং নদীর ধারে। ইহার সীমামধ্যে যে সকল ঘরবাড়ী করিবার কল্পনা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হইলে এই দুর্গই একটি সহরের আকার ধারণ করিবে। ইহার মধ্যে কোম্পানীর রাইটারগণের জন্য পৃথক বাসগৃহ, সৈন্যদের জন্য ব্যারাক, বারুদ ও তোপখানা, জেলখানা প্রভৃতি তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইয়াছে।")

নতুন কেল্লা যেখানে গ'ড়ে ওঠে সেই জায়গাটির নাম গোবিন্দপুর। ইং ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইবের প্রস্তাবে কলকাতায় নতুন কেল্লা তৈয়ারীর সূচনা হয়। '৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে '৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কেল্লার প্রস্তুত কার্য্য চলতে থাকে। ঐ সময়ে গোবিন্দপুর গ্রাম বেশ জাঁকালো ছিল। অনেক পদস্থ ও ঐশ্বর্য্যশালী বাঙ্গালী তখন গোবিন্দপুরে বাস করতেন। এই দুর্গ তৈয়ারীর উপলক্ষে গোবিন্দপুরের বহু অধিবাসীকে গোবিন্দপুর ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। নবাব মীরজাফরের নিকট থেকে ইংরাজ যে Restitution Money বা ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছিলেন, সেই টাকার উদ্বৃত্তাংশ গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের দেওয়া হয়। অনেকে সহরের আশে পাশে এওয়াজী-জমি পেয়ে গোবিন্দপুর ত্যাগ করেন। সিরাজ কর্ত্তৃক কলকাতা অবরোধকালে সংস্কারাভাবে জীর্ণ পুরাণো কেল্লা থেকে যুদ্ধ পরিচালনার নানা অসুবিধা পর্য্যবেক্ষণ করে ইংরাজী ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দেই ক্যাপ্টেন জ্যাশপার লে জোন্স জানিয়েছিলেন যে, "—the walls could not bear guns." অর্থাৎ "প্রাচীরসমূহ বন্দুকের গুলী সহ্য করতে সক্ষম নয়।" কোম্পানীর ডারেক্টরগণ অনুভব করলেন "urgent need of fortifications." '৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রবার্ট বার্কার কলকাতায় পৌছে পুরাণো কেল্লার পার্শ্ববর্ত্তী জমি পরীক্ষা ক'রে প্রেসিডেণ্টকে জানালেন তাঁর মতামত। জানালেন যে, পুরাণো কেল্লার

দু'শো গজ দূরে নতুন কেল্লা তৈরী করতে হবে। যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ে যে প্রয়োজনীয় জমি দখল করা যায় তাও তিনি জানাতে দ্বিধাবোধ করলেন না। লিখলেন—

("—with a very little expense, a proper spot of ground might be secured.")

হবে নাই বা কেন? সামান্য কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় কাদের জন্য? উক্ত proper spot-এ ছিল যে কালা আদমীর চালাঘর অর্থাৎ Black people's huts." মিঃ বার্কার মনে ক'রেছিলেন ঐ ঘরগুলোকে "house of no consequence. মাদ্রাজের ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন জন ব্রহিয়ারকে ডাইরেক্টারগণ নির্দ্দেশ দিলেন নতুন কেল্লা তৈয়ারী করতে। কলোনেল স্কটের মৃত্যু হওয়ায় ব্রহিয়ারই ছিলেন তাঁদের মতে যোগ্যতম ব্যক্তি। ডাইরেক্টারগণ লিখলেন—

"We cannot at present think of any person so fit and capable in all respects to fortify Fort William in effec tual manner as Captain John Brohier, our present Engineer, upon the coast of Choromandel."

পুরাণো কেল্লার জীর্ণাবস্থা দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন লর্ড ক্লাইব। ইং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে জানিয়েছিলেন প্রেসিডেণ্টকে এই বিষয়ে। লিখেছিলেন—

("It is with great concern that we understand no steps are yet taken towards fortifying Calcutta, we must beg leave to represent to you the absolute necessity of commencing the fortifications.")

ক্লাইবের মত ছিল না লালদীঘি অঞ্চলে পুনরায় কেল্লা তৈয়ারী হয় মীরজাফরকে বাঙ্গালার নবাবী পাইয়ে দিয়ে বার্কারের সকল মতামতই বাতিল ক'রে দিলেন তিনি। পুরাণো কেল্লার আশে-পাশে তদুপরি ছিল তখন ইংরাজদের বাসগৃহ। কেল্লা তৈয়ারী করতে হ'লে ইংরাজদের বাসগৃহ বিনা করতে হয়। পুরাণো কেল্লা তখন ছিল "surrounded with private residences" এবং "no strong fortification could be made

without the demolition of European houses," যেজন্ত ব্রহিয়ারকে নদীর ধারে গোবিন্দপুরে কেল্লা তৈয়ারীর আদেশ দিলেন লর্ড ক্লাইব। ব্রহিয়ারও রাজী হলেন। ডাইরেক্টারদের জানানো হল "Brohier altered his choice of the spot for it to Govindapur."

পলাশীর যুদ্ধের প্রায় দু'শো বছর আগে থেকেই গঙ্গার ধারে উক্ত গোবিন্দপুরে ছিল বসাক ও শেঠদের বাস। গোবিন্দজীর একটি মন্দিরও গোবিন্দপুরে তৈরী করেছিলেন শেঠেরা, যে জন্ম উক্ত অঞ্চলটির নাম হয় গোবিন্দপুর। অঞ্চলটির চতুর্দ্দিকে তখন ছিল গভীর জঙ্গল এবং জলাভূমি। এই পুরাণো গোবিন্দপুর গ্রাম ভেঙ্গে নতুন কেল্লা তৈয়ারীর ব্যবস্থা হল। ইং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে জমিদারকে নির্দ্দেশ দেওয়া হল গ্রামবাসীদের সিমলা প্রভৃতি অঞ্চলে সরিয়ে দেওয়ার এবং পরিত্যক্ত ঘরের জন্ম ক্ষতিপূরণ দেওয়ার। জমিদারকে লেখা আদেশটি এই—

("Orderd the zeminder to endeavour to procure that place and remove the Gunge thither, and as a number of houses belonging to the Natives must be levelled··· to give them ground in Similea, and other places to rebu-ild their houses on, and that he make them a small allowance for the charge and expense for removing and rebuilding their habitations.")

দু'শো বছরের প্রাচীন গ্রাম লুপ্ত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গ্রামবাসীদের গোবিন্দপুর ছেড়ে চলে যেতে হল সুতানটী অঞ্চলে। গোবিন্দপুরে তখন কেবল মাত্র বসাক এবং শেঠেরা নয়, ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদেরও বাস ছিল। রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখেছেন—

("আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস গড়গোবিন্দপুরে ছিল। ইংরেজেরা যখন ঐ স্থানে ফোর্ট উইলিইয়াম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন তখন তাহার এওয়াজী জমি কলিকাতার বাহিরে সিমলা পল্লীতে আমার পিতৃপুরুষদিগকে দেন।")

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষ মহেশ্বর ও শুকদেব গোবিন্দপুরেই

ছিলেন, এবং গোবিন্দপুরে [illegible] ধীবর শ্রেণীর দ্বারা "ঠাকুর" আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছিলেন। যাই হোক, নানা বাধা ও বিপত্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে নতুন কেল্লা তৈয়ারীর কাজ। ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য [illegible] অসাধুতায়, কুলীর অভাবে এবং অন্যান্য আরও কারণে বিব্রত হয়ে পড়লেন লর্ড ক্লাইব এবং কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণ।

রেভারেণ্ড লঙ্‌ লিখলেন—

("Villainy and fraud connected with carrying on the works···drove Clive almost to despair.··· The company were cheated in bricks, in wood, in coolies, in every possible way.")

ডাইরেক্টরগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই চুরি ও জুয়াচুরির ব্যাপারে। নির্লজ্জ অসাধুতার জন্য মিঃ ব্রহিয়ারকে পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্টের হুকুমে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল তাঁর আপন গৃহে। যদিও শেষ পর্য্যন্ত তিনি অসৎ উপায় অবলম্বনে সকলের অলক্ষ্যে সিংহলে পালিয়েছিলেন। আরও একটি কারণে ব্যাহত হ'তে থাকলো কেল্লা তৈয়ারীর কাজ—কুলীর অভাব। ইং ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে সকলকে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে দিতে। কুলীর প্রয়োজন হচ্ছে কেল্লা তৈয়ারীর কাজে। অতঃপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আবির্ভাব। বিরাট আকার ধারণ করলো কুলীসমস্যা। প্রেসিডেণ্টের ভাষায় বলতে হ'লে বলতে হয়—

("Great difficulty······in encouraging a sufficient number of coolies of the work of the new fort.")

ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে নতুন কেল্লা গঠনের জন্য দু'লক্ষ ষ্টার্লিং ব্যয়িত হয়। কেল্লাটি প্রায় অষ্টভূজাকৃতি। কেল্লার পাঁচ ভাগ প'ড়েছে জমির দিকে এবং দু' ভাগ গঙ্গানদীর দিকে। কেল্লাটি একটি খালের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যে-খালটি গঙ্গার জলে পরিপূর্ণ করা হয়। প্রায় বিভিন্ন ধরণের ৬০০ বন্দুক ফোর্ট থেকে দাগা যেতে পারে। কেল্লাটির ছ'টি ফটক আছে; যথা—সেণ্ট জর্জেট গেট, দি ট্রেজারী গেট, চৌরঙ্গী গেট, দি পলাশী গেট, ক্যালকাটা গেট এবং

ওয়াটার গেট। প্রত্যেক ফটকের পাশেই আছে প্রধান সেনাপতিদের এক একটি বাসগৃহ। কোর্টের ভিতরে আছে সেণ্ট পিটার্স চার্চ্চ বা কোর্ট চার্চ্চ যেটি ইং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তৈয়ারী হয় এবং আছে ইং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তৈয়ারী রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ, যেটি সেণ্ট প্যাট্রিকের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। কেল্লায় প্রায় দশ হাজার লোক বাস করতে পারে। সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করবার জায়গা ব্যতীত কোর্টে আছে সামরিক জেলখানা। এই জেলের লাগোয়া আছে একটি গুদাম, যেখানে প্রস্তর ফলকে লেখা আছে—

("This building contains 51,258 maunds of rice, and 20,023162 maunds of paddy which were deposited by order of the Governor General and Council under the inspection and charge of John Belli, agent for providing victualling stores, to this garrisson, in the months of April and May, 1852.")

কেল্লার ভেতরে আছে একটি আর্মারি ঘর, যেখানে যুদ্ধে পরাজিত ইংরাজদের শত্রুদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রাদি এবং পতাকাদি রক্ষিত আছে।

ষ্ট্রাণ্ড রোডের অন্যান্য দ্রষ্টব্য : প্রথমেই ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল বা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, যেটি অধুনা 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' নামান্তরিত হয়েছে, সেই ব্যাঙ্কটির বিষয়ে কিছু বলা যাক। ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলই প্রথম বীমা কার্য্যালয়। বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথমে এই বীমা কার্য্যালয়টি স্থাপিত হয় ইং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে। তৎকালীন ইংলণ্ডের বীমা [illegible] কার্য্যপদ্ধতি এবং ধারা অনুকরণে উক্ত ব্যাঙ্কটি পরিচালিত হয়েছিল। সুবিখ্যাত গবেষক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উইলিয়াম কেরী 'The Good Old Days of Honorable John Company' গ্রন্থে এই ব্যাঙ্কটির বিষয়ে লিখেছেন—

("The Court of Directors, having approved of the establishment of a bank at Calcutta, invested with all the "privilages and immunities usually granted to corporations legally erected in England," it was announced by

the Indian Government that such bank, "shall be established in Calcutta on the 1st January, 1809, to be dominated the Bank of Bengal, and shall be incorporated for a term of seven years, under a charter to be granted for this purpose, by the Governor-General in Council, by virtue of the authority vested in him by the act of the 47th of George the III, section 2nd, Chapter 68.")

তখন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের মূলধন ছিল পাঁচ লক্ষ সিক্কা টাকা। দশ হাজার সিক্কা টাকার পাঁচশো শেয়ার ছিল। একশো শেয়ার ছিল সরকারী এবং বাকী চারশো টাকার শেয়ার ব্যক্তিগত ছিল। ব্যাঙ্কটি ন'জন পরিচালক কর্ত্তৃক পরিচালিত হত। এই ন'জন ডাইরেক্টরের মধ্যে তিনজনকে সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত করা হত। এই তিনজন সরকারী মনোনীত পরিচালকদের মধ্যে একজন বোর্ড অব রেভিনিউ অথবা বোর্ড অব ট্রেড, একজন গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী অথবা ডেপুটি একাউণ্টাণ্ট জেনারেল কিংবা এই ধরণের কোন কর্ম্মচারী থাকতেন।

এই ব্যাঙ্কটির বিষয়ে হেনরী কটন বলছেন—

("In the centre of old Calcutta there is much to puzzle the visitor to-day. There is no Bank of Bengal on the Strand Road : it commenced its career in 1806 as the Government Bank of Calcutta, and did not receive its charter and present name until 1809, when Lord Minto had been Governor General for two years.")

তা হলে কটনের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল ইং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও ইং ১৮০৬ খৃষ্টাব্দেই ব্যাঙ্কটির জন্মলাভ হয়। ন'জন পরিচালকের মধ্যে ছ'জন ব্যাঙ্কের মালিকগণ কর্ত্তৃক ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হত। এই নির্ব্বাচন প্রতি ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখের বৃহস্পতিবারের সভায় সম্পন্ন হত। কমপক্ষে অন্ততঃ একটি শেয়ারের অধিকারী না

হলে কেউ পরিচালক নির্ব্বাচনে দাঁড়াতে পারতো না। আর্ম্মাণী এবং দেশীয় না হলে কেউ পরিচালক হতে পারতো না। ভোটাধিক্যে যে-কোন পরিচালককে পদচ্যুত করতে পারতো তার আচার ব্যবহারের দোষ দেখে। কোন পরিচালকের মৃত্যু হলে মৃত্যুর ১৫ দিনের মধ্যে মালিকগণ সভা আহ্বান ক'রে অন্য ব্যক্তিকে পরিচালকের পদাভিষিক্ত করতো। পরিচালকগণ ব্যাঙ্কের সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করতেন। ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় পরিচালনার ধার্য্য ব্যয় ছিল ত্রিশ হাজার সিক্কা টাকা; এবং এই টাকা বর্দ্ধিত করতে হলে মালিকদের কাছ থেকে অনুমোদন করাতে হত কোন সাধারণ সভায়। মালিকদের একজনের একটি শেয়ার থাকলেই পাঁচটি শেয়ারের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করতেন। সরকারের পক্ষ থেকে মনোনীত তিনজন পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য ছ'জন পরিচালকের নিয়োগ এবং এই ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারতো না। পরিচালকগণ সভায় অনুপস্থিত হলে অধিকার-পত্র সহ প্রতিনিধি পাঠিয়ে ভোট দিতে পারতেন। পরিচালকগণ সই সহ শেয়ারের জন্য সার্টিফিকেট দিতেন এবং এই সার্টিফিকেট অন্যকে দেওয়া যেতো, যদি সার্টিফিকেটে অধিকারীর সই থাকতো। পরিচালকগণ ব্যাঙ্কের কার্য্য-পরিচালনার জন্য আইন-কানুন প্রবর্ত্তন করতেন। তিনজন পরিচালক একটি বোর্ড গঠন করতে পারতেন এবং সমান সমান ভোট হলে সভাপতির একটি বিশেষ ভোট দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন বিশেষ কারণে সভাপতি পরিচালকদের মধ্যে একজনকে সভাপতি মনোনীত করতে পারতেন, যাঁর প্রতি ন্যস্ত হত সভাপতির সকল ক্ষমতা। সভাপতি এক বছরের জন্য নির্ব্বাচিত হতেন এবং পরিচালকদের দ্বারায় পুনর্নির্ব্বাচিত হতেও পারতেন। প্রত্যেক তিনজন পরিচালক এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত যথাক্রমে ব্যাঙ্কের সকল কাজ চালাতেন। পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকা জমা রাখতে হত সম্পাদক কিংবা কোষাধ্যক্ষকে। দেশীয় কোষাধ্যক্ষ এবং খাজাঞ্চীকেও অনুরূপ টাকা জমা রাখতে হত। সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, প্রধান হিসাব পরীক্ষক এবং দেশীয় খাজাঞ্চীকেও পদ গ্রহণের পূর্ব্বে গভর্ণর জেনারেলের নিকট শপথ গ্রহণ করতে হত। ব্যাঙ্কের

খাতাপত্র প্রতি ছ'মাস অন্তর ৩০শে এপ্রিল এবং ৩১শে অক্টোবর তারিখে পরীক্ষা করা হত এবং অধিক সংখ্যক পরিচালকের দ্বারা পরীক্ষিত হলে সরকারের নিকট/পেশ করা হত। যে-কোন সময়ে সরকার যে কোন খোঁজের দরকার হলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ডাকতেন। ব্যাঙ্কের প্রথম লভ্যাংশ দেওয়া হয়েছিল ইং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই। তারপর প্রতি ১লা জানুয়ারী এবং ১লা জুলাই মাসে লভ্যাংশ বিতরিত হত। ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ পরীক্ষা করে লভ্যাংশ বিতরণ করতেন। ব্যাঙ্কের নোটের টাকা দেওয়া হ'ত দশ টাকার নোটে, এবং দশ হাজার টাকা অতিক্রান্ত হ'ত না। ব্যাঙ্ক থেকে পরিচালকগণ তিন মাসের বেশী সময়ের জন্য টাকা ধার দিতে পারতেন না। পরিচালকগণ শতকরা বারো টাকার অধিক কোন টাকার জন্য সুদ ধার্য্য করতে পারতেন না। তাঁরা সরকারকে পঞ্চাশ লক্ষ সিক্কা টাকা এবং কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে দশ হাজার সিক্কা টাকার বেশী টাকা ধার দিতে পারতেন না এবং ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেটের বদলে কোন টাকা ধার দিতে পারতেন না। পরিচালকগণ যে-কোন ব্যক্তির সোনা, রত্ন-অলঙ্কারাদি প্রভৃতি সুদের বিনিময়ে গচ্ছিত রাখতেন। কেউ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ ধার গ্রহণ করলে এবং ঐ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে ব্যাঙ্ক শতকরা এক টাকা সুদ পেতো এবং সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিপত্র বাতিল হয়ে যেতো। অবশ্য কেউ গৃহীত ঋণের বিনিময়ে কোন কিছুই গচ্ছিত রাখলে উক্ত নিয়ম থেকে অব্যাহতি পেতো। কোম্পানীর কাগজ বা কোন সম্পত্তি বিকিকিনির জন্য ব্যাঙ্ক মাধ্যম বা দালালীর কাজ করতে পারতো না। পরিচালকগণ ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মচারী ব্যাঙ্কের কাজ ব্যতীত ব্যাঙ্কের উপরিউক্ত কাজ করতে পারতেন না। পরিচালকদের প্রতি বছরে গত বছরের কাজের হিসাব দিতে হত এবং সরকারকেও দিতে হ'ত। যে-কোন তিনজন পনের দিনের সময় দিয়ে এবং ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে সভা আহ্বান করতে পারতেন। সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালকদের ব্যবহারে দোষ-ত্রুটি দেখলে মালিকগণ কাউন্সিলের গভর্ণর জেনারেলের কাছে নালিশ করতে পারতেন, যার জন্য গভর্ণর জেনারেল উক্ত দোষীদের পদচ্যুত করতেন বা মালিকগণের তুষ্টিদায়ক কোন ব্যবস্থা করতেন।

ব্যাঙ্কের টাকা ঘাটতি পড়লে মালিকগণ সাধারণের কাছ থেকে যাতে টাকা আসে সেরূপ আয়োজন করতেন।

উপরিউক্ত নিয়মগুলি কাউন্সিলের গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মত সুবৃহৎ পথে নিমতলা শবদাহ ঘাটের গুদাম আছে প্রচুর। এই গুদাম এবং দোকানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেসার্স জে. সি. দত্ত, রায় ব্রাদার্স, প্রিয়নাথ ঘোষ এণ্ড কোং, নরসিংদাস আগরওয়ালা, ভগবানদাস বাগলা প্রভৃতি। এই পথেই আছে বর্দ্ধমানের মহারাজার সম্পত্তিতে অধিষ্ঠিত রাজা দামোদর দাস বর্ম্মণের বিখ্যাত পাইকারী বাজার, যার নাম পোস্তার বাজার। আর আছে মেসার্স মেকিনান মেকেঞ্জী, জেসপ এণ্ড কোং লিঃ, মার্শাল এণ্ড সন্স লিঃ, শ্রীআলামোহন দাস মহাশয়ের দাস ব্রাদার্স, আলেক-জাণ্ডার লিঃ, এ্যালফ্রেড হার্ব্বার্ট, ইম্পিরিয়াল কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ, গ্রেট ইষ্টার্ণ কার্টলারি ওয়ার্কস, ক্যালকাটা কণ্ট্রাক্টরস লিঃ, কুমার ডকিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস, চাঁদবালী ষ্টিমার সার্ভিস কোং লিঃ, রামলাল মুখার্জী এণ্ড সন লিঃ ব্যতীত আরও অনেক অনেক ব্যবসায়ী কার্য্যালয়। টাটা স্কব ডিলার্স এসোসিয়েশনের কার্য্যালয় ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে অবস্থিত।

সে যুগে চাঁদপাল ঘাটের বিপরীত দিকে ছিল অর্ফান হাউস। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে ক্যালকাটা রোইং ক্লাবের শাখা কার্য্যালয় এবং ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবও আছে।

সাংবাদিক হিকি নয়, অন্য একজন উইলিয়াম হিকি মোট ৬৩ জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডেই থাকতেন। এই পথটি ব্যবসায়ী, খরিদ্দার এবং কেরানী মহলের অতি পরিচিত।

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট

সেই যুগের কলকাতায় "ক্যালকাটা লটারী কমিটী" কর্ত্তৃক যে কয়েকটি পথ তৈয়ারী হয়, তন্মধ্যে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট অন্যতম। পথটির ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করবার পূর্ব্বে লর্ড বেণ্টিঙ্কের বিষয়ে বলতেই হয়। বেণ্টিঙ্কের পুরা নাম লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিস্ বেণ্টিঙ্ক। তিনি ছিলেন পোর্টল্যাণ্ডের তৃতীয় ডিউকের পুত্র। ইং ১৭৭৪ অব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বরে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি '৯১ অব্দে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। নেদারল্যাণ্ডে চাকরীর খোঁজ করতে করতে ইতালীতে অষ্ট্রীয়ান ফৌজে তিনি চাকরী লাভ করেন। তিনি ১৮০৩ থেকে ১৮০৭ অব্দ পর্য্যন্ত মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন। মাদ্রাজে গভর্ণর থাকাকালীন ভেলোরে বেণ্টিঙ্কের দোষে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে সিপাইগণ বিদ্রোহ করায় কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণ তাঁকে ডেকে পাঠান। মাদ্রাজের গভর্ণর এবং প্রধান সেনাপতির সহায়তায় সিপাইদের অভিযোগে বেণ্টিঙ্ককে বন্দী করা হয়। অতঃপর তিনি পোর্টুগালে বদলী হন এবং কর্ম্মায় একটি বাহিনীর পরিচালক হন। ১৮১১ অব্দে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর বেণ্টিঙ্ক সিসিলীতে প্রধান সেনাপতি হন। তিনি ১৮১৪ অব্দে জেনোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তেরো বছর বেকার থেকে ১৮২৮ অব্দে তিনি বাঙলার গভর্ণরের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৩৩ অব্দে তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হন। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৫ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হয়েছিলেন এবং তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। এই সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আর্থিক অবস্থা ও খাজনা যাতে উন্নততর হয় তৎপ্রতি তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয় এবং সেখানে তিনি একটি বোর্ড অব রেভিনিউ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত সরকারের অর্থ যাতে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যয়িত হয় তৎপ্রতি তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয় এবং উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়গণ যাহাতে চাকরীতে বহাল হওয়ার সুযোগ পান, সেজন্যও বেণ্টিঙ্ককে সচেষ্ট হ'তে হয়। তিনি ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন এবং ঠগ নামক দস্যুদের দমন করেন।

তিনি কিছুকাল মহীশুর রাজ্য পরিচালনা করেন। সাটলাজে (Sutlaj) তিনি পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বেন্টিঙ্কের শাসন-পদ্ধতি মোটেই কড়া ছিল না এবং তিনিই প্রথম ভারত সরকারে গণজনের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেন। কলকাতায় বেন্টিঙ্কের প্রতিমূর্ত্তিতে খোদিত মন্তব্যসমূহ মেকলে কর্তৃক লিখিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে ফিরে তিনি গ্লাসগোর পক্ষ থেকে পার্লামেন্টের সদস্য হন। অতঃপর তিনি বিলাতী সরকারী উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৩৯ অব্দের ১৭ই জুন বেন্টিঙ্কের মৃত্যু হয়।

উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এবং তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে তৎকালীন সাময়িকপত্রে যে কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, সেগুলিও ক্রমে ক্রমে বলছি।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে সতীদাহ প্রথা রহিত করিতে সাহায্য করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বাং ১২৩৬ সালের ১২ই শ্রাবণের "সমাচার চন্দ্রিকা" পত্রে প্রকাশিত হয়—

সহমৃতাবিষয়ক

("২৭ জুলাই ইণ্ডিএ গেজেট নামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্নমেণ্ট এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসীর প্রতিনিধি হইয়া এই অনুচিত বিষয়ে প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনারেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয়ে নিবারণের নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিষয় বিবেচনা-করণ নিমিত্তে যে ধারা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা তিন প্রকার। * *")

উক্ত সংবাদে প্রকাশ শ্রীযুত মহামহিম যে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এবং "খ্যাত এক ব্যক্তি" যে রাজা রামমোহন রায় তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাং ১২৩৬ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ "চন্দ্রিকায়" পুনঃ প্রকাশিত হয়,—

("…লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনারেল বাহাদুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা কথা বা প্রশংসাসূচক কথার দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে

পারিবেক ইহা আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি। যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয় যদি যথাশাস্ত্র না হয় তবে রহিত করিবেন আর যগুপি যথাশাস্ত্রসিদ্ধ হয় তবে ঐ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে শাস্ত্র বিচার না করিয়া যখন কোন আজ্ঞা দিবেন না একক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র।

যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের দ্বেষি মহাশয়দিগের আস্ফালন ও তর্জন-গর্জনের বিসর্জন হইবেক। * * *)"

যাই হোক, সতীদাহপ্রথা রহিত করায় তখন প্রচুর আন্দোলন হয়েছিল। হিন্দুদের মধ্যে কেউ স্বপক্ষে এবং কেউ বিপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। বিপক্ষের আন্দোলন হয়েছিল বৃথা, কেন না বেন্টিঙ্ক আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা চিরতরে ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত করেছিলেন।

বাং ১২৩৬ সালের ১১ই মাঘের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় হিন্দুদের প্রদত্ত প্রশংসাসূচক পত্র দেওয়ার সংবাদ। পত্রটি দেওয়া হয় বেন্টিঙ্ককে। সংবাদ অনুরূপ :—

("গত ১৬ তারিখে সহমরণ রহিতকরণ বিষয়ক প্রশংসাসূচক দেওনার্থে কএকজন এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান মহাশয়েরা শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনারেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় উপস্থিত হওনের কিঞ্চিৎ-কাল পরে শ্রীযুত কাপ্তান বেন্সন সাহেব তাঁহাদিগকে কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত তোমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণার্থ প্রস্তুত আছেন। অপর তাঁহারা দ্বিতীয় তালায় দরবারশালাতে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীশ্রীযুত আপন অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে চন্দ্রাতপের নীচে দণ্ডায়মান ছিলেন।

শ্রীশ্রীমতী লেডি বেন্টিঙ্ক ও কএকজন বিবিসাহেবও তৎসময়ে তৎস্থানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীযুতের নিকট গবর্ণমেণ্টের সাহেবলোক এবং অন্য ২ সাহেবরাও ছিলেন। অপর বাবু রামমোহন রায় শ্রীশ্রীযুতের সন্নিহিত হইয়া ইঁহারদের আগমনের হেতু জানাইলেন। অপর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় হিন্দু প্রজাদের পত্র বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ করিলেন তদনন্তর

তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাও পাঠ হইল। ঐ পত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে··· ।")

দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁর বংশের অন্যান্যদের উপরিউক্তদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে দ্বারকানাথের ভ্রাতা রাধানাথের মৃত্যু হওয়ার দরুণ তিনি যাননি। ইং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখের বেঙ্গল ক্রণিকলে প্রকাশিত হয় :—

("We regret to say that on account of the death of Radanath Tagore, yesterday (15 Jany., 1830) morning Dwarkanath Tagore his brother, and several members of that respectable family were prevented from being present on the occasion.")

তৎকালীন হিন্দু কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবটি তখন গভর্ণমেণ্ট হাউসে অনুষ্ঠিত হ'ত। কেননা বাং ১২৩৫ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় পাই···

("গত বুধবারে কলিকাতাস্থ হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের গৃহে পারিতোষিক পাইবার নিমিত্ত একত্র হইয়াছিল। ঐ দিবস ছাত্রেরা প্রাতঃকালে একত্র হইতে আরম্ভ করিল। দশ ঘণ্টার সময়ে উপরিস্থ বড় দালানে সকলেই একত্রিত হইল, সেই সময়ে সেই স্থানে এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীযুত বেলি সাহেব ও অন্য ২ ভাগ্যবান সাহেবেরাও আসিয়াছিলেন, বেলা ১১টার সময় শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীশ্রীমতী ও তাঁহাদের মুসাহেবেরা ঐ দালানে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং সেই সময়ে পারিতোষিক দিতে আরম্ভ করা গেল। প্রথম ক্লাশের ছাত্রদের পারিতোষিক শ্রীশ্রীযুত স্বহস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে নীচের লিখিত ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী কাব্য পুস্তকের চুম্বক উত্তমরূপে আবৃত্তি করিল।

শ্রীবিনায়ক ঠাকুর। শ্রীতারিণীচরণ মুখুয্যা। শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীগৌরচাঁদ দে। শ্রীনৃসিংহ বসু। শ্রীরামতনু লাহিড়ী। শ্রীদিগম্বর মিত্র। শ্রীদেবানন্দ

মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামগোপাল ঘোষ। * * * শ্রীরাধানাথ শিকদার। * * * শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়। * * *")

এই শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীশ্রীমতী হচ্ছেন লর্ড এবং লেডী উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

বেন্টিঙ্কের সময়ে, অর্থাৎ যখন তিনি ভারতের গভর্ণর জেনারেল সেই সময়ে যাতে ষ্টীমারের সহায়তায় জলপথে যাত্রার পথ সুগম হয়, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দেন। বেন্টিঙ্কের চেষ্টাতেই কলকাতায় প্রথম লোহের তৈয়ারী জাহাজ প্রস্তুত হয়। এই জাহাজটির নাম "লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।" চিৎপুর থেকে সোজা চৌরঙ্গী পেরিয়ে কালীঘাট পৌছাতে হ'লে সে যুগে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট অতিক্রম করে যেতে হ'ত, যেজন্য "Road to Kalighat" বলতে তখন এই পথটিকেও ধরতে হ'ত। যদিও তখনও পথটির নাম হয়নি বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, নাম ছিল কুসীটোলা ষ্ট্রীট অর্থাৎ কসাইটোলা ষ্ট্রীট। চরম এবং পরম ধার্ম্মিক হিন্দুগণকে মাঝে মাঝে কালীঘাটে মাতৃদর্শনের নিমিত্ত যেতেই হ'ত এবং অন্য পথ না থাকায় কসাইটোলা ষ্ট্রীট অতিক্রমণের জন্য হিন্দুগণ অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করতেন এবং বলতে কি শ্বাসরুদ্ধ ক'রেই কুসীটোলা পেরোতেন। "Census of India, 1901" গ্রন্থের লেখক এ. কে. রায়, এম-এ, এই পথটির নামোল্লেখ প্রসঙ্গে কুসীটোলার অন্যতম নাম বলেছেন Broad Street বা ব্রড ষ্ট্রীট। মিঃ এ. কে. রায় বলছেন—

("The Hindu Kalikshetra of the twelfth century which had an area of two square miles or 1,280 acres only, had developed by subsequent accretion into British Calcutta at the end of the 17th century with an area of 1,692 acres of which 216 only were urban and 1,476 sub-urban. The "immemorial pilgrim road" had, in that portion of it which bounded the British settlement, come to be designated as the Broad Street, and the proposal of building the first Christian Church on a piece of open ground, situated by the side of that street was

met with such opposition from the inhabitants that it had to be abandoned, and the church was therefore built immediately opposite the east curtain of the fort")

উল্লিখিত ইংরাজী উদ্ধৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, তৎকালীন ইংরাজগণ বেন্টিক ষ্ট্রীট এলাকায় প্রথম গীর্জাগৃহ স্থাপিত করবার অভিলাষ ব্যক্ত করায় উক্ত এলাকার বাসিন্দাগণ বাধা দেন। বেন্টিক ষ্ট্রীটের প্রথম ইংরাজী নাম ব্রড ষ্ট্রীট প্রসঙ্গে মিঃ রায় বলছেন,—

("The creek still marked the boundary of the town on the south, but the range of buildings on the west of the town came upto the very edge of the river although the whole of the area between the tank and the Broad Street (now Bentinck Street) had apparently not yet been built upon.")

মিঃ রায়ের লেখা থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, বেন্টিক ষ্ট্রীট থেকে লালদীঘি পর্য্যন্ত এখন যেমন গৃহ এবং অট্টালিকায় পরিপূর্ণ, পূর্ব্বে তেমনটি ছিল না। পথটির নাম যখন কুসীটোলা ছিল তখন পথটির পূর্ব্বদিক কেবল বৃক্ষ ও ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ ছিল। পুরাতন মানচিত্রেও এরূপ চিহ্নিত আছে দেখা যায়। পলাশীর যুদ্ধের সময়েও বেন্টিক ষ্ট্রীট জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ইং ১৭৮০ অব্দের একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বৃষ্টির ফলে পথটি অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হওয়ার জন্য পথটি অতি দুর্গম ছিল। ইং ১৭৮৪ থেকে '৮৮ অব্দের মধ্যে এই কসাইটোলা পল্লীতে অনেক ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি ব্যবসায়ী দোকান খুলে কারবার আরম্ভ করেছিলেন। এই পথে, যেখানে ছিল লোয়েলীন কোম্পানীর কার্য্যালয় সেই বাড়ীতে আর্ল অব মিণ্টোর সময়ে কয়েক বছরের জন্য অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট হাউস স্থাপিত হয়, যদিচ লোয়েলীন কোম্পানী এখন ওয়াটারলু ষ্ট্রীটে উঠে গেছে। উক্ত গৃহের মধ্যে সেকালের প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিল চেম্বাররূপে ব্যবহৃত পুরাতন কামরাগুলি কিছুকাল পূর্ব্বেও বর্তমান ছিল। সে যুগে এই পথে ছিল "ক্রেশ হোমস ট্যাভার্ণ", জন পামারের আণ্ডার-

টেকারের কারখানা, গাড়ীওয়ালা মিঃ অলিক্যান্টের ইউনিয়ান ট্যাভার্ণ, মিঃ ম্যাকিননের ইংরাজী স্কুল প্রভৃতি। বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের বিষয়ে "The Good Old Days of John Company"র লেখক W. H. Carey বলছেন—

('Cossaitollah [now Bentinck] street, leading from Dharrumtollah into old Calcutta, was named after the "Kasai" or butchers, dealers in goats' and cows' flesh, who formerly occupied it as their quarter. In 1757 Cossaitollah was a mass of jungle and even as late as 1780, it was almost impassable from mud in the rains. In Upjohn's map of Calcutta in 1792, only two or three houses are marked in this locality, of which one was that of Charles Grant which was situated in Grants lane, which takes into him from that circumstance. In 1788 Mr. Mackinnon opened a school in Cossaitollah.")

লালবাজারে অবস্থিত হার্মনিক ট্যাভার্ণের প্রধান পাচক কলকাতায় প্রথম বিলাতী হোটেল খোলেন বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে। পূর্ব্বোল্লিখিত "ট্রেণ হোমস ট্যাভার্ণ" নামক হোটেলটিই এই প্রথম হোটেল। পাচকটির নাম ছিল "ট্রেণ হোম"। হোটেলটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে হোটেলের মালিক। বিজ্ঞাপনটি ইং ৬।৫।১৭৮৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এই :—

("ট্রেণ হোম কলিকাতাবাসী ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে জানাইতেছে যে, সে ব্যক্তি কসাইটোলা বাজারে একটি হোটেল খুলিয়াছে। ভদ্রলোকের উপযোগী ডিনার, সাপার, ব্রেকফাষ্ট ইত্যাদি সকল কিছুই সুন্দররূপে প্রস্তুত করা হয়। সকল রকমের বিস্কুটও এই হোটেলে পাওয়া যায়। হাঁস, মুরগী এবং কবুতর প্রভৃতিও নিত্য পাওয়া যায়।")

উক্ত বিজ্ঞাপন থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কসাইটোলায় তখন একটি বাজারও বর্ত্তমান ছিল। কসাইটোলা বাজারের নামোল্লেখ মিঃ রায়ের গ্রন্থেও

আছে। ঐতিহাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় সেকালের কলকাতার বাজারের তালিকায় কসাইটোলা বাজারের নাম যুক্ত করেছেন। এখন ক্রীক রো যেজন্য নামাঙ্কিত হয়েছে, সেই ক্রীক অর্থাৎ নালা বেন্টিক স্ট্রীট অতিক্রম- ক'রেছিল। কেননা শ্রীমতী ব্লিচেনডেন বলেছেন—

("The pilgrim route, which had passed through the jungle, is clearly traceable from the point at Chitpur, where it enters the boundary of modern Calcutta, along Chitpur Road, through Bentinck Street, and so by Chowringhee and Bhowanipore to Kalighat. In Bentinck Street, between Waterloo Street and British India Street, the road crossed "The Creek, and from there, till it reached Bhowanipore it was called Chowringhee's Road, after Jungal Gir Chowringhee, a pious worshipper of Kali's great consort Shiva.")

ইং ১৭৫৭ অব্দে কসাইটোলায় মাত্র একটি গৃহের অবস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ইং ১৭৮৪ থেকে ১৭৮৮ অব্দের ক্যালকাটা গেজেটে এই পথে অনেকগুলি গৃহের অবস্থিতির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে হেনরী কটন বলছেন—

("In the earliest maps it (Cossaitollah) is clearly marked and all its eastern side appears to have been a mass of jungle, for it is shown covered with trees. Only a single house at the north-west corner (where it meets Lall Bazar) appears to have existed in 1757; and in subsequent maps three only are indicated. Even as late as 1780, it was declared to be almost impassable from mud in the rains. Nevertheless several houses in and about the 'Cossaitollah Bazar' are advertised in the

Calcutta Gazette from 1784 to 1788. Mr. J. Trenholm's Tavern, adjoining Mr. Meredith's stables, Mr. John Palmer's undertaking establishment near Mr. Oliphant the coachmaker's the Union Tavern at No. 44 and Mr. Mackinon's school.")

নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কর্তৃক কলকাতা আক্রমণকালে বেন্টিক ষ্ট্রীট এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্ট্রীটের সঙ্গমে ইংরাজ কর্তৃক দুই কামানের একটি ব্যাটারি (Battery) স্থাপিত হয়। পুরাণো কেল্লার ইতিহাস রচয়িতা মিঃ উইলসন বলেছেন,—

("In the British Museum plan it is called Batari Nimu-char sa ma (their looks very like an 'n'). It stood in what is now Bentinck street, at its junction with British India Street.")

কসাইটোলা ষ্ট্রীট কর্দমাক্ত, নোংরা এবং আবর্জনাময় ছিল। ইং ১৫ই নভেম্বর, ১৭৮৯ অব্দের Extract from Bengal Public consultation-এ বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স সমীপে জমিদারের কলকাতাস্থিত পথ এবং নালা ও নর্দমা প্রভৃতির সংস্কারের জন্য একটি চিঠিতে কসাইটোলা ষ্ট্রীটের নামোল্লেখ পেয়েছি। চিঠিতে পথটির সংস্কারের জন্য কত টাকার প্রয়োজন হয় তার উল্লেখ আছে। যথা—

("The road from Chowrongeys Chowkey and Gasthulla Buzar 6,000 feet computed as that part to the Road is exceeding bad at...Rs 600")

পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করুন কসাইটোলার ইংরাজী বানান কত বিকৃত। কসাইটোলার পরিবর্তে লিখিত হয়েছে 'গাসটুলা বুজার'। প্রকৃতপক্ষে গাসটুলা বুজার অর্থে কসাইটোলা বাজার বোঝায়।

অতীতের কসাইটোলা ষ্ট্রীটে এবং বর্তমানে বেন্টিক ষ্ট্রীটে কত প্রভেদ? এখন পথটি চীনাদের জুতোর দোকান, ছায়াচিত্রের প্রেক্ষাগার, বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কার্য্যালয়, হোটেল ও রেস্তোর্াঁয় পরিপূর্ণ। এখন কলকাতা একাধিক

আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকায় সজ্জিত হ'লেও কলকাতার উচ্চতম গৃহ "টাওয়ার হাউস" এই পথে বর্ত্তমান। যদিও এই গৃহের সম্মুখের পথটুকুর চৌরঙ্গী স্কোয়ার নাম হয়েছে। "ওরিয়েন্ট" ও "প্যারাডাইস" ছায়াচিত্রের প্রেক্ষাগার আছে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে।

মেসার্স বেণীমাধব মুখার্জি; এয়ার টার্মিনাল সার্ভিসেস লিঃ; এ্যালসেলস লিঃ; অম্বিকা ফিল্ম এক্সচেঞ্জ; অটো ফ্রেণ্ডস লিঃ; অটোমটিভ এজেন্সীস্ লিঃ; এস্. কে. ব্যানার্জি লিঃ প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের কার্য্যালয় আছে এই পথে।

সে যুগের ইম্পিরিয়েল মিউজিয়াম বা কলকাতা যাদুঘরের উত্তর দিকে, যে পথটি চৌরঙ্গী রোড থেকে সোজা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে মিশেছে, সেই পথটির নাম সদর স্ট্রীট। বহু পূর্ব্বে পথটির নাম ছিল যথাক্রমে ফোর্ড স্ট্রীট এবং স্পিক স্ট্রীট। ফোর্ড স্ট্রীট নামকরণের কারণ কুত্রাপি উল্লিখিত নেই, কিন্তু স্পিক স্ট্রীট নামাঙ্কিত হয়েছিল সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য মিঃ পাটার স্পিকের স্মৃতি হিসাবে। স্পিক্ প্রথমে বাংলার সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। ইং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ইং ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনি সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। শুধু সদস্য বললে স্পিকের মানের হানি করা হয়, তিনি ছিলেন বিশিষ্টতম সদস্য, যাঁর বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের প্রত্যেকেই বলে গেছেন যে, সুপ্রীম কাউন্সিলে স্পিকের ছিল "Long and ruling voice." ইং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে স্পিকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ছিলেন বোর্ড অব ট্রেডের (Board of Trade) কার্য্যকরী সভাপতি এবং মেরিণ বোর্ডের (Marine Board) সভাপতি। স্পিককে কলকাতাতেই সমাধিস্থ করা হয়। কলকাতা যাদুঘরের মধ্যে ছিল স্পিকের বাসগৃহ, যেজন্য সদর স্ট্রীটের পূর্ব্ব নাম ছিল স্পিক স্ট্রীট। স্পিকের বাসগৃহের সীমানা কিড স্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিঃ স্পিকের এই বাটীতে একটি ভীষণ ঘটনা ঘটে। যখন তিনি কাউন্সিলের সদস্য, তখন স্পিকের গৃহের ফটকে সেপাই পাহারা থাকতো। একজন শিখ, কোন অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য স্পিকের নিকট দরখাস্ত করে। স্পিক দরখাস্ত গ্রহণে অস্বীকার করায় উক্ত শিখটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে স্পিকের দুটি ভৃত্যকে হত্যা করে এবং কোনক্রমে গৃহের ছাদে উঠে পড়ে। শিখটি অন্যান্য লোকজনদেরও হত্যা করবার ভয় দেখায়। শেষে স্পিক সিপাইদের দ্বারা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ শিখটিকে হত্যা করেন। ঘটনাটি সম্পর্কে শ্রীমতী ব্লিচেনডেনের বর্ণনা শুনুন—

("In May, 1797, Mr. Speke had refused to receive a

petition from a young Sikh, who, becoming importunate was turned out of the house. Resenting this treatment the unfortunate man, rushing into the house, killed two servants, and tried to enter Mr. Speke's room. His bearer with great presense of mind locked his master's door and misled the murderer, who, ascending the wrong staircase, reached the terraced roof and was trapped. A party of sepoys, after trying in vain for some hours to reach the roof, the murderer keeping them at bay by pulling up the balustrades, and throwing the masonry on them in the narrow passage—broke loopholes in the wall of the staircase, and shot him dead, in the sight of an immense crowd gathered below.")

এই গৃহটি স্পিক তৎকালীন সরকারকে ভাড়া দেন। সরকার গৃহটিতে "সদর কোর্ট" নামক একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করেন, যেজন্য পথটির নাম সদর ষ্ট্রীট হয়। এই "সদর কোর্টই" কলকাতায় প্রথম সদর দেওয়ানী আদালত। গৃহটি ইং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তৈয়ারী হয়েছিল। মিঃ উডের মানচিত্রে সদর ষ্ট্রীটের নাম ছিল যথাক্রমে দু'টি, যথা—ফোর্ড ষ্ট্রীট এবং স্পিক ষ্ট্রীট। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময়ে সদর দেওয়ানী আদালত ভবানীপুরে, যেখানে মিলিটারী হাসপাতাল অবস্থিত ছিল, সেখানে স্থানান্তরিত হয়।

সদর ষ্ট্রীটের বিষয়ে "ইংলিশম্যান" পত্রিকা বলেছেন—

("This street owes its name to the fact that in the early part of 17th Century the Sudder Dewany Adalat was located in its neighbourhood. The Adalat was a court which heard appeals from mofussills and continued till High Court was established. The Court building now incorporated in Museum buildings.")

"ইংলিশম্যান" পত্রিকার উক্তি থেকে জানা যায় যে, সদর দেওয়ানী আদালতে তখন মফঃস্বলের মামলা-মোকদ্দমার আপীল চলতো। ভবানীপুরে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব্বেকার সদর দেওয়ানী আদালত সম্পর্কে সে যুগের বাঙলা সংবাদপত্রে বেশ কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই সকল সংবাদের দু'একটি উদ্ধৃত করি। বাং ১২৩২ সালের ৬ই ভাদ্রের সমাচার দর্পণে প্রকাশ—

("সেরাজুদ্দিন আলী খাঁ নামে কাজি উল কোজজাত অর্থাৎ প্রধান কাজি সম্প্রতি কলিকাতায় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি আরবি ও পারসি বিদ্যাতে অতি নিপুণ ছিলেন এবং মুসলমানদের ব্যবস্থাগ্রন্থেতে ও কাব্য শাস্ত্রেতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি চল্লিশ বৎসর যাবৎ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমাবস্থাতে অনেক দিবস পর্য্যন্ত সদর দেওয়ানি আদালতের মুফ্‌তি ছিলেন, পরে কাজি কাজিউল কোজজাত পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর জরাগ্রস্থ হইলে কোম্পানী তাঁহাকে উত্তম বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন।")

সে যুগের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার লিখিত আইন বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকায় উৎকল নিবাসী এই পণ্ডিত সদর দেওয়ানী আদালতের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে বলছেন—

"মহামহিম শ্রীযুক্ত সমস্ত গুণিজন সন্নিধান স্থাপন বিবেচন
জনিতযশস্তোমসোমপ্রকাশীকৃতাশামণ্ডলকাষ্টাদশ ব্যবহার
প্রধান দায়ভাগপ্রদত্তক প্রকরণ দিদৃক্ষু মহাশয়েষু
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণশর্ম্মণো।নিবেদনমিদং॥

আমি এই দায়াধিকারিক্রমদত্তকৌমুদী নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীযুক্ত কালেজ কৌনশলের অধ্যক্ষ গোটসাহেব প্রভৃতির অনুমতি দ্বারা ছাপা করণের উদ্যোগ করিলাম সেইকালীন আপন অন্তঃকরণ সন্দেহ হইল যে এই গ্রন্থ উভয়মতে প্রস্তুত করিলাম কিন্তু ইহার সারাসার উত্তমরূপে বিবেচনার কারণ এ সমস্ত শাস্ত্র যাঁহারা অনবরত বিবেচনা করিতেছেন তাহাদের নিকটে দেওয়া উচিত হয় ইহা ভাবিয়া রাজধানীর পণ্ডিত ও

সামাজিক পণ্ডিত এবং অষ্টাদশ ভাষা এবং সেই সেই বিস্তাতে এমৎ পণ্ডিত সাহেব লোকের নিকটে দিলাম তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক স্বাক্ষর দ্বারা এই গ্রন্থে এইরূপ সম্মতি লিখিয়া দিয়াছেন তাহার এইক্রম জানিবেন ॥

শ্রীসুবাশাস্ত্রী সম্মতেয়ামুংগ্রন্থ

সাকিম সদরদেওয়ানি আদালত

শ্রীতারাপ্রসাদশর্ম্মণঃ সম্মতোয়ং গ্রন্থঃ

সাকিম সুপ্রিমকোর্ট আদালত.

শ্রীরামনাথশর্ম্মণঃ সম্মতমেতৎ

সাকিম কালেজ কৌনশল্"

লক্ষ্মীনারায়ণের লিখিত ভূমিকা—"সদর দোবানি আদালত." অর্থে সদর দেওয়ানী আদালতই বোঝায়। বাং ১২২৮ সালের ৯ই পৌষের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়—

("...সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুক্ত কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত চিত্রপতি ওঝা...তিনি মৈথিল পণ্ডিত অতএব তদ্দেশীয় ব্যবস্থাতে অতি-নিপুণ...।")

বর্ত্তমানে কলকাতার যাদুঘরে (সদর ষ্ট্রীটের দিকে গৃহের যে বিভাগ বর্ত্তমান) এখনও আছে কুলুপ-আঁটা একটি অন্ধকার কক্ষ। কক্ষটি কাহাকেও ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। ফাঁসির বিচার পাওয়ার পূর্ব্বে বাঙলার দধীচি মহারাজা নন্দকুমারকে এই কক্ষে বিচারাধীন অবস্থায় বন্দী রাখা হয়েছিল। যাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক পুরাতত্ত্বের মধ্যে কক্ষটি কি রক্ষিত হয়েছে নন্দকুমারের স্বজাতীয় ভবিষ্যদ্বংশীয়দের মনে ফাঁসীর স্মৃতি জাগরূক রক্ষা করে?

সদর ষ্ট্রীটের দু'পাশে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা আর বৃক্ষশ্রেণী আছে। আর আছে মদের দোকান, হোটেল এবং অন্যান্য দোকানপত্র। কলকাতায় অন্যান্য পথের মত সদর ষ্ট্রীট জনাকীর্ণ এবং যানবাহনে পরিপূর্ণ থাকে না। পথটি শান্ত ও গম্ভীর। সদর ষ্ট্রীটে এখন কিছু কিছু দেশীয়গণের বসতি থাকলেও কিছুকাল পূর্ব্বেও কেবলমাত্র ইংরাজদের বসতি ছিল।

ফ্যান্সি লেন

শহর কলকাতায় গলির সংখ্যা অত্যধিক। Lane অর্থাৎ গলিসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা, সোজা বা সিধা; আঁকা-বাঁকা বা সর্পিল (zig-zag) এবং গোলাকার। উত্তর এবং মধ্য কলকাতায় যেমন গলির সীমা-সংখ্যা নেই, তেমনি চৌরঙ্গীর আশ-পাশের অঞ্চলেও অসংখ্য গলি আছে—যেগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে নেহাৎ নগণ্য মনে হয় না। চৌরঙ্গী অঞ্চলের গলিসমূহ প্রধানতঃ বিশিষ্ট ইংরাজগণের স্মৃতিতেই নামাঙ্কিত।

অতি পুরাতন গলিসমূহের মধ্যে ফ্যান্সি লেন অন্যতম। 'ফ্যান্সি' শব্দটির ইংরাজী অর্থ যত মধুর, ফ্যান্সি লেনের 'ফ্যান্সি' কথাটির বস্তার্থ আমাদের নিকট ততই বেদনাদায়ক। জব চার্ণকের আমলে কলকাতায় পথিমধ্যে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ফাঁসী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। হয়তো মানুষের মনে অন্যায়কার্য্য না করার প্রভাব বিস্তারের জন্যই এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। সে যুগে শাস্তিও ছিল অত্যন্ত কঠোর। সামান্য চুরির জন্য হাত পুড়িয়ে দেওয়া, সাধারণের সম্মুখে বেত্রাঘাত করা, ভুড়ুম ঠোকা এবং হত্যা বা লুটের জন্য দ্বীপান্তর বাস বা ফাঁসীর সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহ লোহার শিকলে বেঁধে পথের ধারে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হামেসাই চ'লতো। সেকালের আইনের চক্ষে চুরি, জাল প্রভৃতি অপরাধ নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর বিবেচিত হ'ত। ফ্যান্সি লেনে ছিল একটি ফাঁসী-মঞ্চ। আর্চডিকন হাইডের মতে, 'ফ্যান্সি' কথাটি 'ফাঁসী' শব্দের অপভ্রংশ। ফ্যান্সি লেন ওয়েলেসলী প্লেস থেকে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জব চার্ণক ফ্যান্সি লেনের মোড়ে ফাঁসী-মঞ্চ স্থাপিত ক'রেছিলেন। ফ্যান্সি লেনের পাশ থেকে পশ্চিমবাহিনী একটি খাল গঙ্গার সঙ্গে মিলিত ছিল। এই কলকাতার পুরাণো ক্রীক বা খাল, যেটি হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। আর্চডিকন হাইড 'Parochial Annals' এবং 'Parish of Bengal' গ্রন্থদ্বয়ে ফ্যান্সি লেন প্রসঙ্গে ব'লে গেছেন—

("The creek took a half turn round this battery and crept eastwards beneath three gated bridges, until the fences turned downwards from it at Fancy Lane. One of the bridges opened from the burying place, occupied when the plan was made by the mausoleum of Charnock and by many towers, pyramids, and obelisks, and perhaps having even then the Post Office squeezed in at its corner. The second bridge opened from the spacious yard, where sentries guarded the great bell-shaped magazine of masonry, where the Company stored its gunpowder. But why should the town fences at the third bridge sharply swerve from the natural boundary of the creek ? If Fancy be the native Phansi, the reason is revealed. They here avoided a gallows-tree. Fancy Lane is the entrance to the bailey that ran round the whole town within the palisades.")

হাইডের উক্তি থেকে জানা গেল যে, ফ্যান্সি লেনের পাশে খাল প্রবাহিত থাকার দরুণ পথের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ছিল সেতু ; এবং আরও জানা গেল যে, ফাঁসী-মঞ্চ ছিল বৃক্ষসংলগ্ন। গলিটি সম্পর্কে শ্রীমতী ব্লিচেনডেন বলেছেন—

("Fancy lane, Larkins Lane and Vansitart Row still remain what they were, but Corkscrew Lane, which led by devious twists from Wheler Place to Fancy Lane was improved away.")

আমি শ্রীমতী ব্লিচেনডেনের লেখা ইং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত সংস্করণ "Calcutta Past And Present" গ্রন্থ থেকে উল্লিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি। আশাকরি বাড়ী ঘর তৈয়ারী ব্যতীত ফ্যান্সি লেন এখনও

অপরিবর্ত্তিত আছে। পথটির বিষয়ে হেনরী কটনের অভিমতও গ্রহণযোগ্য। কটন বলছে—

("At the third bridge (where Fancy Lane opens into Wellesley place) the fence sharply swerved from the natural boundary of the creek, for the reason, as Mr. Hyde suggests that 'Fancy' is a corruption of the native phansi, and there stood a gallows-tree. However this may be, Fancy Lane was the entrance to the bailey which encircled the whole town within the palisade.")

মিঃ কটন এখানে মিঃ হাইডের মন্তব্যের পুনরুক্তিই করেছেন। কটন আরও বললেন—

("Archdecon Hyde traces the derivation of Fancy Lane to the Phansi or gallows which he places in this locality in the early days when Calcutta was surrounded by palisades and the southern boundary was shut in by the creek which flowed along the course of what is now Hasting's Street.")

মিঃ হাইডের মন্তব্যে আর্চ্চডিকনের উক্তি আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। মিঃ কটন আরও বলছেন—

("Fancy Lane emerges on the west into Council House Street, the home of principal Banks and containing also the Foreign office (now in process of rebuilding) and the offices of the private secretary to the viceroy and Administrator-General of Bengal.")

ফ্যান্সি লেনে সেযুগে প্রচুর ইংরাজদের বসতি থাকলেও বর্ত্তমানে এই গলিটিতে আছে ইঙ্গ-বঙ্গ এবং চীনাদের বাস। ফ্যান্সি লেন বহন ক'রে চলেছে ভয়ঙ্কর, ভীতিপ্রদ এবং বিভীষিকাময় স্মৃতি। সে যুগে এই গলিটিতে

যে কত মানুষের ছিন্নমুণ্ড গড়াগড়ি খেয়েছে কে জানে! এই গলির দিকে তাকিয়ে কত শোকাতুর ফেলেছে হতাশাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস। জব চার্ণকের আমল থেকে এখন পর্য্যন্ত অপঘাতে মৃতদের প্রেতাত্মা এই গলির কোথাও কোনখানে লুকিয়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে।

উডবার্ণ পার্ক রোড

কলকাতায় প্রথম প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছে। সহর কলকাতায় কপালী-টোলা অঞ্চলে প্লেগ রোগের প্রথম আবির্ভাব। তখন স্যর জন্ উডবার্ণ বাঙলার লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণরের পদে নিযুক্ত। প্লেগ উপলক্ষে তখন কলকাতা-বাসীর মনে ভীষণ আতঙ্কের উদয় হয়। তৎকালীন সরকার জোরপূর্ব্বক সহরবাসীকে প্লেগের টিকা দেবেন দুষ্টলোক এরূপ জনরব রটিয়ে দেওয়ায় সমগ্র কলকাতাবাসী অতিশয় ভীত হয়ে ওঠেন। দলে দলে সহরবাসী কলকাতা ছেড়ে পলায়ন করেন। তৎকালীন সরকারের চেষ্টায় সহরবাসীর আতঙ্ক ভাব অপসৃত হয়। লোকের মনের আতঙ্ক দুরীকরণের জন্য উডবার্ণ প্রায়ই অশ্বপৃষ্ঠে সহরের দেশীয় পল্লীসমূহে ঘুরে বেড়াতেন। উডবার্ণ পার্ক পথটির বিষয়ে বলবার পূর্ব্বে উডবার্ণের পরিচয় ব্যক্ত করছি। উডবার্ণ কলকাতা সহরতলী ব্যারাকপুরে জন্মগ্রহণ করেন ইং ১৮৪৩ অব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম চিকিৎসক ডেভিড উডবার্ণ, এম. ডি. মহো-দয়ের পুত্র। গ্লাসগোর আইর একাডেমিতে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন এবং অতঃপর এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করেন। ইং ১৮৬৩ অব্দে ভারতবর্ষে পৌছে তিনি অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সামান্য চাকরী গ্রহণ করেন। এই চাকরী করতে করতে উডবার্ণ অযোধ্যার প্রথম রেভিনিউ এবং চীফ সেক্রেটারী হন। তিনি গভর্ণর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ইং ১৮৯১ থেকে ১৮৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত। তিনি মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার ছিলেন ইং ১৮৯৩ থেকে '৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত। সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ইং ১৮৯৩ থেকে '৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত। ইং ১৮৯২ অব্দে তিনি সি. এস. আই এবং '৯৭ অব্দে কে. সি. এস. আই উপাধিতে ভূষিত হন। শোনা যায়, অযোধ্যার প্রতি তাঁর প্রচুর প্রেম এবং প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। বাঙলা দেশে তিনি অনেক কিছুর শিক্ষা পান। উডবার্ণের লেফটন্যাণ্ট গভর্ণরের পদ লাভ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। উক্ত পদে

অভিষিক্ত হয়ে তিনি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট প্রবর্ত্তিত করেন। উডবার্ণ সহরের পরিচ্ছন্নতা এবং রোগহীন সহরবাসীকে পছন্দ করতেন। কিন্তু এইজন্য তিনি সহরবাসীর প্রতি কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করতেন না। প্লেগ রোগ বিষয়ক আইন-কানুনের কড়া-কড়ি হ্রাস করায় তিনি সহরবাসীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। দয়া, সৌজন্যবোধ এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি সকলের নিকট খুবই পরিচিত ছিলেন। উডবার্ণ প্রচুর অর্থ দান করতেন এবং আতিথেয়তায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। উডবার্ণ ভ্রমণকালে সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন ইং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এবং ঐ বছরের নভেম্বর ২১ তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সার্কুলার রোডের কবরখানায় উডবার্ণের দেহ প্রোথিত করা হয়।

উডবার্ণের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত আছে উডবার্ণ উদ্যান এবং একটি পথ। উডবার্ণ পার্কের নিম্নে আছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তির শবদেহ। পার্কটি পূর্ব্বে ছিল মুসলমানদের কবরখানা। উক্ত কবরখানায় পূর্ব্বে ছিল প্রচুর স্মৃতিস্তম্ভ এবং তন্মধ্যে ছিল টিপু সুলতানের অন্যতম পুত্র ওয়াজির আলির কবর এবং কবরস্থিত স্মৃতিস্তম্ভ। লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়ে ওয়াজির আলি খ্যাত হন এবং গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তৎকালীন সরকার কর্ত্তৃক তাঁকে দু' লক্ষ টাকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং বারাণসীর রেসিডেন্টের কাছে আলিকে প্রাত্যহিক রিপোর্ট পেশ করতে হ'ত। ওয়াজির বারাণসীতে পৌঁছলে রেসিডেন্ট তাঁকে একদিন সকালে আমন্ত্রণ জানান। ভূতপূর্ব্ব নবাব ওয়াজির আলি বহু সংখ্যক অস্ত্রধারীকে সঙ্গে নিয়ে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান বিশেষ এক অভিলাষে। অস্ত্রধারীগণ রেসিডেন্টকে হাতের কাছে পেয়ে তাকে এবং আরও দু'জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের শেষে অস্ত্রধারীগণ তৎকালীন বিচারক মিঃ ডেভিসকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে তাঁর গৃহে যায়। ডেভিসের গৃহটি এখন বারাণসীর মহারাজার অতিথিশালায় পরিণত হয়েছে। গৃহটির নাম "নন্দেশ্বর হাউস" হয়েছে। বারাণসী থেকে নবাব বেরারে পালিয়ে গেলেও তিনি বন্দী হন এবং তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। নবাবকে কলকাতাস্থিত কোর্ট

উইলিয়ামে বন্দী করে রাখা হয়। সতেরো বছর বন্দী অবস্থায় থাকার পর ওয়াজিরের মৃত্যু হয়। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিরের কবর সেই খানেই ছিল। সেই মুসলমান কবরখানাটি ইংরাজ সরকার কর্তৃক ইং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হয়। ইং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত কবরখানার পার্শ্বস্থিত পথটি তৈয়ারী হয় এবং উডবার্ণের নামে নামাঙ্কিত হয়। পথটির নাম হয় উডবার্ণ পার্ক রোড। উক্ত কবরখানাটি ইং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পার্কে রূপান্তরিত হয়। ডালহৌসী স্কোয়ারের দক্ষিণে স্তর এ্যাশলি ইডেন এবং স্তর ষ্টুয়ার্ট বেলীর মধ্যস্থিত মর্ম্মর-মূর্ত্তিটি স্তর জন উডবার্ণের। এতদ্ব্যতীত সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে আছে উডবার্ণের স্মৃতিফলক এবং একটি তৈল-চিত্রও আছে।

উডবাণ পার্ক রোড নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ বিখ্যাত আইনজ্ঞ স্বর্গতঃ শরৎচন্দ্র বসুর বাসগৃহের অবস্থিতির জন্ম বিখ্যাত। শরৎচন্দ্রের গৃহে গান্ধীজী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ম এসেছিলেন। উক্ত গৃহে কংগ্রেসের বহু প্রয়োজনীয় সভা হয়েছিল। ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব উডবার্ণ পার্ক রোডে অধিষ্ঠিত আছে। এই পথে প্রচুর গণ্যমান্ত ব্যক্তির বাসস্থান অবস্থিত।

হ্যারিংটন ষ্ট্রীট

"Road to Kalighat"—চৌরঙ্গী রোড্ ধরে সোজা চ'লে গেছে কালীঘাট। এই প্রশস্ত পথটির আশে-পাশে আছে অনেকানেক পথ, যেগুলিকে ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনায় গণ্য করতেই হয়। তন্মধ্যে হ্যারিংটন ষ্ট্রীট অন্যতম। জন হার্ব্বাট হ্যারিংটনের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত করা হয় এই পথ। হ্যারিংটন একজন কেউকেটা ব্যক্তি ছিলেন। পুরাণো সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারক হ্যারিংটন ইং ১৭৬৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইং ১৭৮০ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজে যোগ দেন এবং ইং '৯৯ অব্দে 'বোর্ড অব রেভিনিউ' বিভাগে বোর্ডের চতুর্থ সদস্য হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হ্যারিংটন তৎকালীন বাঙলা সরকারী বিভাগে সামান্য চাকুরীয়া ছিলেন। ইং ১৮০১ অব্দে তিনি সদর দেওয়ানী আদালত এবং নিজামত আদালতের পিউশিন জজ (Puisne Judge) নিযুক্ত হন। ইং ১৮২৩ অব্দে তিনি বোর্ড অব রেভিনিউ বিভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য হন ও দিল্লীর গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্টের পদ প্রাপ্ত হন এবং এই খৃষ্টাব্দেই সুপ্রীম ট্রেডের (Board of Trade) সভাপতি হন। ইং ১৮২৫ থেকে '২৭ অব্দের মধ্যে পুনরায় বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি হন। হ্যারিংটন ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আইনের অধ্যাপক এবং উক্ত কলেজের [illegible] সভাপতি। তিনি সেক সাদির পারস্য এবং আরব্য রচনাসমূহের সম্পাদনা করেন। হ্যারিংটনের লিখিত গ্রন্থের মধ্যে "Analysis of the Laws and Regulations" গ্রন্থ অন্যতম। ইং ১৮২৮ অব্দের ৯ই এপ্রিল লণ্ডন সহরে হ্যারিংটনের মৃত্যু হয়। হ্যারিংটনের বংশের অন্যতম মাননীয় এইচ. বি. হ্যারিংটন ছিলেন গভর্ণর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য। হ্যারিংটন প্রসঙ্গে "Census of India, 1901" গ্রন্থের লেখক এ. কে. রায় বলছেন :—

("The Hon'ble H. B. Harington was a member of the Viceroy's Executive Council. One of his descendants the Hon'ble Richard Harington is at present a Puisne Judge of the Calcutta High Court.")

"প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—কথায় ও চিত্রে" গ্রন্থের লেখক বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিহর শেঠ বলেছেন :—

("হ্যারিংটন (John Harington) সদর দেওয়ানী আদালতের একজন জজ ছিলেন। ইঁহার নামানুসারে একটি রাস্তার নাম দেওয়া হইয়াছে।")

হ্যারিংটনের নামে সেকালের সংবাদপত্রে কয়েকটি সংবাদ মুদ্রিত হয়। আমি কয়েকটি প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত করছি। বাং ১২৩৩ সালের ২২শে মাঘের "সমাচার চন্দ্রিকায়" প্রকাশিত হয়—

হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগের পরীক্ষা

("২৭ জানুয়ারী শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্দুকালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রের-দিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল তাহারদিগের স্থূল বিবরণ।

পাঠশালায় তাবৎ ছাত্র প্রায় ৩৭০ জন ও তাহারদিগের ইংরাজী শিক্ষক সাহেবেরা ও পণ্ডিত মৌলবী ইত্যাদি সকলে আপন ২ মহল হইতে সারিবন্দী হইয়া শ্রেণীক্রমে সংস্কৃত পাঠশালার উত্তম পরীক্ষার নিরূপিত ঘরে আসিয়া শ্রেণীক্রমে দশ ঘণ্টার পরে স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন পরে কালেজের অধ্যক্ষ বাবুরা ও সাহেবেরা উপনীত হইলেন। সাড়ে দশ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যাবিষয়ক কমিটির অধিষ্ঠাতা শ্রীযুত হেরিণ্টন সাহেব আইলে রীতিক্রমেই সকলে বসিলেন" * * *)

বাং ১২২৯ সালের ২রা আষাঢ়ের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকা প্রকাশিত হয়—

("শ্রীযুত হারিন্তন সাহেব অনেক কালাবধি মোং কলিকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র আছে। সম্প্রতি সদর দেওয়ানি আদালতের উকীল শ্রীযুত মুন্সী [illegible] আহম্মদ ও শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ সিংহ অন্য ২ উকীলেরা চাঁদা করিয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা করিয়া শ্রীযুত চেনা[illegible] সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত হারিন্তন সাহেবের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সদর দেওয়ানি আদালতে রাখিয়াছে।")

সুবিখ্যাত গবেষক স্বর্গতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন—

"ইং ১৮২৭ সনের ৪ঠা জুলাই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য—ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সুলভে বা বিনামূল্যে বিতরণ। ধর্ম্মপুস্তক ছাপান ইহার বিধি-বহির্ভূত ছিল। এই সোসাইটির পরিচালনভার স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডব্লিউ. বি. বেলী, উইলিয়াম কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতির উপর ছিল। সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন তারিণীচরণ মিত্র।" ৺ব্রজেন্দ্রনাথ আরও বলছেন—

"(কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার অল্পদিন পরে কমিটীর সভ্যগণের অনেকেই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষভাবে বোধ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে আন্দোলন সুরু করেন তাহার ফলে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হ্যারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। * * *)"

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি হ্যারিংটনের বিদ্বেষ আদপেই ছিল না, বরং আসক্তি ছিল বলা যায়। নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদটি পাঠ করিলে অন্ততঃ তাই অনুমান করা যায়। বাং ১২৩৪ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ—

শ্রীক্ষেত্রের নিষ্কর হওন মনস্থ

"(আমরা মহাহর্ষযুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি জনরব হইয়াছে যে সুপ্রীম কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুত হ্যারিংটন সাহেব বায়ু সেবনার্থ শ্রীক্ষেত্রাঞ্চলে ভ্রমণ করতঃ পুরীর তাবৎ বিষয় বিশেষানুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইংরাজেরা পুরুষোত্তমের বিষয় সম্পূর্ণ রূপ আপনার-দিগের অধীনে রাখিয়াছেন তাঁহার কেবল দর্শন করিবার জন্যে পরবানা দেন এমত নহে ইংরাজের দ্বারা রথ পর্য্যন্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে এই দয়াবান সাহেব দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এমত চেষ্টায় আছেন যাহাতে-যাত্রিরদিগের দর্শন জন্যে কর উঠিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল তীর্থ

বিষয়ের সাহায্য করণ হইতে একেবারে হস্ত উঠাইয়া লন এবং পুরীর কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার খোরাদার বাস্তার উপরে অর্পণ করা যায়।)"

হ্যারিংটনের মৃত্যুর সংবাদও পাই বাং ১২৩৫ সমাচার দর্পণ পত্রিকায়—

হ্যারিন্টন সাহেব

("শেষ জাহাজ দ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে ৯ এপ্রিল তারিখে হ্যারিন্টন সাহেব ইংগ্লন্ড দেশে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

হ্যারিন্টন সাহেব ৪০বৎসরের অধিক কাল কোম্পানির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এ দেশে তাঁহার আগমনাবধি তিনি আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ পূর্ব্বক শেষে সদর দেওয়ানি আদালতে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করণে এ দেশে যেরূপ সুখ্যাতিপ্রাপ্ত হন তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং এমত লোক নাই যে হ্যারিন্টন সাহেবের নাম না শুনিয়াছেন ও তাঁহাকে না জানেন তিনি কোম্পানির আইনের সার সংগ্রহ করিয়া দুই কিম্বা তিন পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন এবং সে পুস্তক অদ্যাপি চালু আছে। * * *)

হ্যারিন্তন বা হ্যারিন্টন যে হ্যারিংটনের নামান্তর, তা সহজেই অনুমেয়। হ্যারিংটন ষ্ট্রীট পথটি বৃহৎ নয়। এই পথে পূর্ব্বে ইং ১৮৭৫ থেকে '৮৬ অব্দ পর্য্যন্ত তৎকালীন প্রধান বিচারক স্যর রিচার্ড গার্থের বাস ছিল। হ্যারিংটনও এই পথে বাস করতেন লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়ে। কলকাতা সহরের বিশপ বা ধর্ম্মযাজক বিশপ হেবারের বসতি ছিল এই পথে। তিনি তৎকালীন সরকারকে নালিশ ক'রেছিলেন যে, গৃহটিতে তাঁর বংশের সকল লোকের স্থানাভাব হয় এবং আরও স্থানাভাব হয় তাঁর পুস্তকসমূহের। অবিশ্যি হ্যারিংটন বাস করতেন, কিন্তু ভাড়া দিতেন না। আধুনিক কালে স্বর্গতঃ স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লেঃ কর্ণেল গো, লেঃ কার্ণেল বার্কলে হীল এবং মালদহের আজিমগঞ্জের রাজা মির্জা মহম্মদ রফি প্রভৃতির বাসগৃহ আছে এই পথে।

হ্যারিন্টনের বিখ্যাত গ্রন্থ দু'টির নাম—**The Persian and Arabic works of Sadi** এবং **Analysis of the Lands and Regulations** ইত্যাদি।

নেতাজী সুভাষ রোড—ক্লাইভ ষ্ট্রীট

আমেরিকাতে যেমন ওয়াল ষ্ট্রীট, কলকাতার পুরাণো ক্লাইভ ষ্ট্রীট ওরফে অধুনা নামধারী নেতাজী সুভাষ রোড ছিল না কলকাতায়। ইহার গঙ্গাবক্ষ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কেন না ইংরাজদের আগমনের পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলটি ছিল গঙ্গানদীর সীমার মধ্যে। কালে কালে জল মু'ছে গেলে, পলি প'ড়ে ইমারৎ তৈয়ারী হয়েছে অনেক পরে, যখন ক্লাইভ কলকাতায়। ইংরাজের ভাগ্যবিধাতা ক্লাইভ, ফুটন্ত গোলাপ শুঁকতে শুঁকতে কল্পনায় দেখলেন তাঁর মানদণ্ডধারী জাতভাইদের একটা সম্মান-আস্তানা। দেখলেন ঐ অঞ্চল, নামকরণ করলেন 'ক্লাইভ ষ্ট্রীট'।

ইংরাজী জাতিকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করার তথা-কথিত মিথ্যা প্রবচনের সাক্ষ্য ছিল এই পথে। সেই বিখ্যাত "হলওয়েল মনুমেণ্ট"—যাকে ভেঙ্গে চুরমার করেছে একদা সমবেত হিন্দু-মুসলমান। সেই অনুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন নেতাজী বসু স্বয়ং, যেজন্য কলকাতা কর্পোরেশনের প্রচেষ্টায় ক্লাইভ শেষবারের মত বিদায় গ্রহণ করলেন। ক্লাইভ আত্মহত্যা করেছিলেন ভারত থেকে পালিয়ে। তাঁর বদলে আমরা—বাঙালীরা পেলাম নেতাজী সুভাষ রোড। কলকাতার সেণ্ট জন চার্চ্চের এলাকায় এখনও এলায়িত আছে বিধ্বস্ত হলওয়েলের স্মৃতির মর্ম্মরমূর্ত্তি।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট এখন যেমন, তখন তেমনটি ছিল না, তখন ছিল শান্ত; বৃক্ষচ্ছায়ায় প্রকৃতির কোলে এই পথটি তখন ছিল মনহরণকারী। ক্লাইভের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে সদাগরদের গগনচুম্বী ইমারৎ গজিয়ে উঠলো। এখন যেখানে Chartered Bank, পূর্ব্বে সেই জমির নাম ছিল New China Bazar এবং বর্ত্তমানের Royal Exhange Place পথটির নাম ছিল New China Bazar Street. এই পথে এখন যেখানে Bengal Chamber of Commerce, সেই গৃহটির অধিকারী ছিলেন লর্ড ক্লাইভ। জেনে রাখতে হবে, পথটি পূর্ব্বে ছিল ইংরাজদের একটি "Residential

District." কিন্তু বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স জন্মকালে ছিল Bonde Warehose নামক পথে, এখনকার চেম্বারের ঠিক বিপরীতে।

শিল্পানুরাগী ও গৃহনির্মাণ শিল্পানুরাগিগণকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে পদার্পণ ক'রে সোজা আকাশ পানে তাকিয়ে দূরবীক্ষণের সাহায্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। কাকে বলে বাড়ী তৈয়ারী করা তার চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করুন। Bernard Mathews নামক জনৈক ইংরাজ লেখক বলেছেন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের পুরানো রঙীন ছবি দেখে—

> ("Form old prints one can gather that the prevailing style of architecture was based on classic motifs, with spacious verandahs and high ceilings suitable for the swinging punkah.")

চেম্বারের বর্ত্তমানের গৃহে একদা ছিল Oriental Bank Corportion. এখন যেখানে James Finlay কোম্পানীর অফিস, সেখানে বহুপূর্ব্বে ছিল রঙ্গমঞ্চ, অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়, যদিচ ইংরাজেরা অভিনয় করতেন। রঙ্গালয়ের সঙ্গে লাগোয়া ছিল Ball-room. লর্ড কর্ণওয়ালিশ আর ওয়েলেসলীর আমলে কি ভীড়ই না হতো! প্রেক্ষাগৃহের পাদপ্রদীপের আলো আর জান্তব রূপের আলো! দলে দলে ভারত লুণ্ঠনকারী ইংরাজ অবসর বিনোদনের জন্য জমায়েৎ হয়েছে, অভিনয় করেছে, অভিনয় দেখেছে। ইং ১৭৭৫ অব্দ থেকে ১৮০৮ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল রঙ্গালয়টি। এখন যেখানে Gillander's Arbuthnot, সেই গৃহটীর নামই Clive Buildings. Royal Institute of British Architects নামক বিলাতী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বতন সভাপতি Goodhart Rendal গৃহটির ডিজাইন তৈয়ারী ক'রেছিলেন। ভিক্টোরীয় Era ক্লাইভ ষ্ট্রীটে প্রচুর Classic Motif গড়ে দিয়ে গেছে, যাদের নিদর্শন এখনও অনেক আছে।

'Theatre of business' অর্থাৎ সদাগরদের রঙ্গভূমি—ক্লাইভ ষ্ট্রীটের নাম, কালের গ্রাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন লর্ড ক্লাইভের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ক্লাইভ ষ্ট্রীট পথটি বহুদিনের। একদিকে চিৎপুর রোড আর অন্যদিকে ডালহৌসী স্কোয়ার। আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে হ'লে বলতে হয় যে, একদিকে তখন ছিল দেশীয়দের বড়বাজার নামক ব্যবসা-কেন্দ্র এবং অন্যদিকে বিদেশীয় অর্থে পুষ্ট ইংরাজদের সদাগরী কার্য্যালয়। সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত ক্লাইভ ষ্ট্রীটে শুধু মানুষ আর যান-বাহন। ঘোড়ার গাড়ী কত রকমের! পাল্কী, গাড়ী, ফীটন, জুড়িগাড়ী তো এককালে হামেসাই ঘোরা-ফেরা করতো। এখন শুধু হরেক রকমের মোটর। দূর থেকে দেখলে ভ্রম হয়, কোন বিখ্যাত মোটর কোম্পানীর গ্যারেজ বা শো-রুম হয়তো! দামী দামী গাড়ীও যেমন আছে, তেমনি আছে সস্তাদরের গাড়ী। আর আছে জনারণ্য—যাদের ভেতর অধিকাংশ অর্থলোভী মানুষ, যারা ক্লাইভ ষ্ট্রীটে যাওরা-আসা করে ভাগ্যের খেলা খেলতে। এদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কোটিপতি থেকে দরিদ্রতম কেরাণী পর্য্যন্ত। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের দু'পাশের প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকাসমূহ দেখলে কে বলবে যে বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, বাঙলা দেশ দরিদ্র বাঙালীর জন্মভূমি। কিন্তু ক্লাইভ ষ্ট্রীটে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে কবিত্ব করবার কোন অবকাশ নেই। যেখানে সেখানে সাবধান-বাণী লটকানো আছে, 'পকেটমার হইতে সাবধান'। পকেটের দিকে দৃষ্টি না রাখলেই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের চোরের হাতে পকেট হারানোর ভয় আছে। আর পকেটমার যারা ঘোরাফেরা করে, তারা কেউ দাগী আসামী নয়। অধিকাংশই ভদ্রলোক, লক্ষপতি। অর্থের বাহুল্যে তাদের নাম সংবাদপত্রের 'কলমে' বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়ে থাকে। ছাপা হয়ে থাকে বললে ভুল বলা হয়, ছাপানো হয়ে থাকে (প্রচুর অর্থের বিনিময়ে—বিজ্ঞাপনের প্রলেপ মাখিয়ে), যাদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় "চেম্বার অব কমার্স" সমূহের বাৎসরিক রিপোর্ট বইয়ের 'লিষ্টি'তে। ক্লাইভ ষ্ট্রীট প্রসঙ্গে হেনরী কটন কি বলছেন শুনুন,—

(In early days we find it described as "the grand theatre of business, and there stood the Council House and every public mart in it," the reference being to the first Council House, which was discarded in 1764.")

সুতরাং পাঠক-পাঠিকা এখন বুঝতে পারছেন যে ক্লাইভ ষ্ট্রীটকে "Grand theatre of Business" নামে অভিহিত করা আমার নয়, কথাটি কটনের কথা। Business করতে গেলেই অভিনয় করতে হয় এবং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মত থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ কলকাতায় অন্য কোথাও নেই।

এখন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা যাক্। "বিশ্বকোষ" নামক বাঙ্গালা মহাগ্রন্থে আছে যে—

("এই রাস্তার উপরে যে বাটীতে "অরিএন্টল ব্যাঙ্ক" আছে, অনেকে বলেন সেই বাটীতেই লর্ড ক্লাইভ বাস করতেন। কেহ কেহ বা বলেন যে, যে বাটীতে গ্রেহাম কোম্পানীর অফিস আছে সেই বাটীই লর্ড ক্লাইভের বাটী ছিল।")

বিশ্বকোষের উদ্ধৃতি পাঠে জানা যায় যে, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে লর্ড ক্লাইভ স্বয়ং বসবাস করতেন এবং এই জন্যই পথটির নাম তাঁর স্মৃতি বহন করতো। "রয়াল এক্সচেঞ্জের" গৃহটি যেখানে, সেখানে পূর্ব্বে ছিল লর্ড ক্লাইভের বাড়ী। শুনলে হয়তো অনেকে বিস্মিত হবেন যে, এখনও "রয়াল এক্সচেঞ্জের" গৃহে আছে একটি প্রস্তরফলক, যেটিতে গৃহের প্রথম বাসিন্দার কিঞ্চিৎ পরিচয় লিখিত আছে। শুধু ক্লাইভ নয়, তাঁর পর ঐ গৃহে বাস ক'রেছিলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস, যিনি একসঙ্গে দু'টি গৃহে বসবাস করতেন। একটি উপরিউক্ত গৃহ আর অন্যটি তাঁর আলিপুরের বাগান-বাড়ী। বিখ্যাত বক্তা এডমণ্ড বার্কের পুত্র জন বার্ককে ফ্রান্সিস নিম্নলিখিত পত্র দিয়েছিলেন। পত্রাংশটি এই—

("Here I live, master of the finest house in Bengal, with a hundred servants, a country house and spacious gardens, horses and carriages yet so perverse is my nature that the devil take me if I would not exchange the best dinner and the best company I ever saw in Bengal for a break-fast and claret at the Horn and let me choose my company.")

অর্থাৎ এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও ফ্রান্সিস তখনকার বাজারের আমোদ-আহ্লাদ উপভোগ না ক'রে থাকতে পারেননি। হোটেলের সুখাদ্য, সৎবন্ধু প্রভৃতি পাওয়ার লোভেই তিনি গৃহের মায়া ত্যাগ ক'রে হোটেল আর রেস্তোরাঁয় নিয়মিত যেতেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের উক্ত গৃহে কিছু কিছু বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। যেমন, মাদাম গ্রাণ্ডের স্বামীর ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে মামলার ঘটনা। তখন ইং ১৭৭৯ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। যাই হোক, ক্লাইভ কিংবা ফ্রান্সিসের আগমনের আগে উক্ত গৃহটি ছিল কাউন্সিল হাউস। এই বাড়ীতেই কি না কে জানে, রবার্ট ক্লাইভ যখন কলকাতায় বাস করতেন, তখন তাঁর একটি পুত্র হয়। এই পুত্রটিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নবাব মীর-জাফর ক্লাইভকে একটি হিন্দুস্থানী-মুসলমানী দাই দিয়েছিলেন। দাই ক্লাইভের পুত্রকে সোহাগের সময় একটি ছড়া বলতো। লেডী ক্লাইভ স্বামীর সঙ্গে দমদমার বাগান-বাড়ীতেই যান বা অন্যত্র কোথাও যান, দাই ছড়া গাইতো—

দেখো মেরি জান কোম্পানী নিশান।
বিবি গৈয়ে দমদমা উড়ি হৈ নিশান,
বড়া সাহেব, ছোটা সাহেব, বক্কা কাপ্তেন
দেখো মেরি জান, লিয়া হৈ নিশান।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট রঙ্গমঞ্চই বটে! ক্লাইভ চ'লে গেলে গৃহটি ফ্রান্সিস অধিকার করলেন, আর ঐ গৃহেই শোনা যায়, মাদাম গ্রাণ্ডের শ্লীলতাহানি করলেন। সাক্ষী দিয়েছিল মীরণ নামে এক খানসামা। মীরণ ফাঁস ক'রে দিয়েছিল মাদাম গ্রাণ্ডের ঘরে গভীর রাত্রে কোন পুরুষ ঢুকেছিল। তখন মাদাম যৌবনে টলমল করছেন। সুবে বাঙলা থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত মাদামের রূপ-বহ্নিশিখায় কত খ্যাতিমান পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তখন। মাদাম গ্রাণ্ডের মত রূপসী নাকি তখন দু'টি ছিল না।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বাস করতেন আরও একজন বিখ্যাত মহিলা, যাঁর নাম ছিল "বেগম জন্সন"। সাধারণতঃ নারীদের একটি স্বামী থাকে, কিন্তু এই বেগম জন্সনের যে কতগুলি স্বামী ছিলেন তার সংখ্যা না বলাই ভাল। বেগম বিবাহ করেন অনেককে। তিনি ছিলেন কাশিমবাজারের মিঃ ওয়াটস্ সাহেবেরও পত্নী

এবং আর্ল অব লিভারপুলের ঠাকুমা বা দিদিমা। শৈশবে বেগম জনসন ছিলেন ফরাসী চন্দননগরে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ বেগমের অট্টালিকা সাঁঝের আঁধার নামলেই আলোক-মালায় হেসে উঠতো। কলকাতার বেগমই একমাত্র, যিনি শেষ পর্য্যন্ত পাকা ইংরাজী ঠাট ও ঠমক পুরাপুরি বজায় রেখেছিলেন। গৃহে আলো জ্বালা হ'লে আমন্ত্রিত এবং অ-আমন্ত্রিত অতিথিগণের উপস্থিতিতে গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। এই প্রসঙ্গে হেনরী কটনের উক্তি এইরূপ—

("Begum Johnson, the grand-mother of the Earl of Liverpool, who died in Calcutta in 1812, at the age of 87 and who had been the wife of a Member of Council in the days of Colonel Clive and the Black Hole, prided herself on keeping up these old usages to the last. She would dine in the afternoon at three o' clock, take her siesta after dinner, and then her airing in her carriage. On her return home, her house in Clive Street would be lit up and thrown open for the reception of visitors until ten o' clock at night.")

আমেরিকার যেমন ওয়াল ষ্ট্রীট (Wall Street), ইংলণ্ডের যেমন বণ্ড ষ্ট্রীট (Bond Street), সহর কলকাতায় তেমনি ক্লাইভ ষ্ট্রীট। Grand Theatre of Business অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের রঙ্গমঞ্চ ক্লাইভ ষ্ট্রীটেই ছিল পুরাণো কোর্ট উইলিয়ামের একাংশ। যদিও, যখন পুরাণো কেল্লা ছিল ঐ অঞ্চলে, তখনও ক্লাইভ ষ্ট্রীট এই ক্লাইভ ষ্ট্রীট হয়ে ওঠেনি, ব্যবসার কেন্দ্র হওয়া ত দূরের কথা। পুরাণো কেল্লার উত্তর প্রান্ত দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ছিল যথাক্রমে ২১০ এবং ১০০ গজ। দক্ষিণ প্রান্ত ছিল প্রস্থে ১১০ গজ। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের প্রাচীরের লাগোয়া ছিল দু'টি প্রবেশ পথ—দু'টি বৃহদাকার ফটক। আর প্রতি কোণে ছিল একেকটি সুদৃঢ় স্তম্ভ। ইং ১৬৯২ অব্দে নির্ম্মিত কোর্ট উইলিয়াম ছিল ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মধ্যস্থল থেকে লাল দীঘির উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শুনলে অবিশ্বাস হয়। কিন্তু তখনকার ক্লাইভ ষ্ট্রীট ছিল

হেয়ার ষ্ট্রীট থেকে বণ্ডেড্ ওয়ার হাউস (Bonded Warehouse) পর্য্যন্ত প্রলম্বিত। পুরাণো কেল্লার উত্তর দিক বর্ত্তমানের ফেয়ারলি প্লেসের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। কেল্লার দক্ষিণ দিক, যেদিকে থাকতো কোম্পানীর সৈন্য-দলের জন্ত বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, সেই অংশ পড়েছিল পূর্ব্বের ক্লাইভ ষ্ট্রীটের দক্ষিণ-প্রান্তে। তার মানে, কোম্পানীর দুর্গের মালখানা ছিল ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ওপর। আমার বক্তব্যের সত্যতা নির্ভর করছে Crrey সাহেবের The Good Old Days of Honouraale John Company নামক গ্রন্থে। কেরী বলছেন—

"The original Fort Willium was built in 1692 and named after the then reigning monarch, was situated on the bank of the Hooghly, and extended from the middle of Clive Street to opposite the northern end of Lal Diggee. This can only be correct on the supposition that Clive Street in those days, comprised the road from Hare Street to the site of the present Bonded Warehouse : for it is now clear that the northern wall of the fort ran along what is at present the southern side of Fairlie Place, and that the fortifications lay wholly to the southward of what is now the south end of Clive Street."

পাঠক-পাঠিকা, ছত্রের পর ছত্র ইংরাজী দেখে হতচকিত হবেন না। উপরিউক্ত বাঙলা তথ্যসমূহ এই ইংরাজীর ভাবান্তর ব্যতীত কিছুই নয়। এক কথায়, পুরাণো ফোর্ট উইলিয়ামের সীমানা ছিল সেকালের ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মধ্য-স্থলে। কেনই বা থাকবে না? Grand Theatre of Business ভবিষ্যতে যে পথে রচিত হবে, সেখানে থাকবে না কোম্পানীর মালখানা? কিন্তু গঙ্গানদী যদি না ভাঙন ধরাতো কেল্লায়!

সত্যিকার আত্মহত্যা করবার পূর্ব্বে লর্ড ক্লাইভ আরেকবার আত্মহত্যা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন কলকাতায় থাকাকালীন। নিজের মস্তকে টোটা ভর্ত্তি রিভলভার চেপে ধ'রে গুলী দেগেছিলেন পর পর দু'বার। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় কিনা কে জানে, একটিও গুলী রিভলভার থেকে বেরয়নি ইংরাজের সৌভাগ্য-বিধাতা ক্লাইভকে হত্যা করতে। নিজেকে এই হনন করবার স্পৃহা জেগেছিল ক্লাইভের মানসিক স্থৈর্যের অভাবের জন্ত। সময়ে সময়ে ক্লাইভ নাকি হতাশায় হয়ে পড়তেন ম্রিয়মান। মন ভেঙে পড়তো তাঁর। একদিন লর্ড ক্লাইভ ব'সে আছেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে, এমন সময়ে তাঁর এক বন্ধু তাঁর কর্ম্মকক্ষে প্রবেশ করলেন। বন্ধুটি ঘরে প্রবেশ করতে না করতে ক্লাইভ তাঁকে একটি পিস্তল দেখিয়ে বললেন,—জানালার বাইরে এই পিস্তলটি তুমি দাগতে পারো ?

বন্ধুটি জানালার বাইরে পিস্তল উঁচিয়ে পর পর দু'টি গুলী ছুঁড়লেন। গুলীর জোরালো শব্দে গাছের পাখী শিউরে উঠলো। লর্ড ক্লাইভ তৎক্ষণাৎ বললেন,—

"Well, I am reserved for something ; That pistol, I have twice snapped at my own head."

বন্ধুটিকে পিস্তল দাগতে বলবার পূর্ব্বে ঐ পিস্তলটিকেই মাথায় বসিয়ে ক্লাইভও ঐ পিস্তলের ঘোড়া টেনেছিলেন। কিন্তু পিস্তলটা কাজ করেনি। তাই ক্লাইভ বন্ধুকে বললেন,—"ভাল, আমি কোন (বিশেষ) কাজের জন্ত বরাদ্দ আছি। ঐ পিস্তল আমি পর পর দু'বার আমার মাথায় দাগলাম, কিন্তু—"

"বিশেষ কাজ" মানে কি সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরাজের কুক্ষিগত ক'রে দেওয়ার কাজ! এই কাজেই ব্রতী হয়ে জয়ী হয়েছিলেন ক্লাইভ। এহেন লর্ড ক্লাইভের স্মৃতিবাহী এই ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাছাকাছি আছে ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট। শুধু ক্লাইভের নামে নয়, ক্লাইভের নামে যে ঘাট, সেই ঘাটের নামেও রাস্তা! ষ্ট্র্যাণ্ড রোড এবং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের যোগাযোগ রক্ষাকারী পথটির নাম ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের

পশ্চিম দিকে ষ্ট্রাণ্ড রোডের কোলের এই ঘাটটি বহু পূর্ব্বে ছিল ব্লাইথস্ ঘাট (Blythe's Ghat), জনৈক জাহাজ-মিস্ত্রীর নামে। ইং ১৭৮৪ অব্দের উডের মানচিত্রে এই নামই আছে, আর ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীটের নাম ছিল—Smith Ghat-ke-rasta. এই স্মিথের আসল নাম ক্যাপ্টেন ম্যাথু স্মিথ। তিনি কাজ করতেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নৌ-বিভাগে। কোম্পানীর অধীনে বহুদিন কাজ ক'রে স্মিথ হাওড়ায় লোহার কারবার আর জাহাজ তৈরীর কারখানা করেছিলেন। ক্যাপ্টেন স্মিথ চুয়ান্ন বছর বয়সে ইং ১৮২২ অব্দে লোকান্তর গমন করেন। পার্ক ষ্ট্রীটের কবরখানায় স্মিথ সাহেবের দেহ প্রোথিত আছে। "স্মিথ ঘাট কী রাস্তা"—"ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট" নামান্তরিত হয়। ক্লাইভের নামে আবার "ক্লাইভ রো" নামে একটি পথ আছে।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট থেকে অনেকগুলি পথ বেরিয়েছে—যাদের নাম তুচ্ছ নয়; যেমন ফেয়ারলি প্লেস, বনফিল্ডস্ লেন, হামাম লেন, ক্যানিং ষ্ট্রীট। ফেয়ারলি ছিলেন ওয়েলেসলীর আমলের একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ সৈন্য বিভাগের উট এবং হাতীদের খাওয়ানোর ভার নিয়েছিলেন ফেয়ারলি, প্রচুর টাকা লাভের জন্য। বাঙ্গলায় তখন কোম্পানীর দু'শো হাতী আর ৯০টি উট ছিল। একটি হাতীকে মাসিক খাওয়ানোর খরচা ছিল তখন ৩০৲ থেকে ৪০৲ টাকা। আর উটের ১১৲ থেকে ১৩৲ টাকা। ফেয়ারলি ছিলেন ফেয়ারলি গিলমোর এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম প্রধান অংশীদার। যেখানে ফেয়ারলি প্লেস অবস্থিত, সেখানে ছিল মিঃ ক্রাটেনডেনের বিশাল গৃহ এবং তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণ। নবাব সিরাজদ্দৌলার কলকাতা দুর্গ অবরোধের দ্বিতীয় রজনীতে নবাব সৈন্য ঐ সুদৃশ্য গৃহটি পুড়িয়ে একেবারে ছারখার ক'রে দেয়।

বনফিল্ডস লেন অনেকদিনের। বনফিল্ড ছিলেন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের নীলামের কারবারী। উডের মানচিত্রেও এই পথটির নাম পাওয়া যায়। হেষ্টিংসের রিষড়ার বাড়ী নীলামের ভার পড়েছিল বনফিল্ডের প্রতি। ইং ১৭৭৪ অব্দের ৫ই অগষ্টের "ক্যালকাটা গেজেটে" বিজ্ঞাপন ছাপা হয়—

("On Thursday, the 2nd September next, will be sold by public outcry by Mr. Bonfield at his auction room, if not before sold by private sale, that extensive piece of ground belonging to Waren Hastings, Esq., called Rishera (Ishara) situated on the western bank of the river, two miles below Serampore consisting of 136 bighas, 18 of which are lakherage land or land paying no rent.")

হেষ্টিংসের এই গৃহ যেখানে ছিল সেখানে এখন রিষড়ার হেষ্টিংস জুট মিল অবস্থিত। ক্যানিং ষ্ট্রীট ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের নামে। আর হামাম লেন সেযুগের ইংরাজের উষ্ণজলে স্নানের স্নানাগারের অবস্থিতির জন্য পরিচিত। পূর্ব্বে এই পথে ছিল হামাম হাউস, যেখানে শীতের দিনে সাহেব-সুবারা স্নান করতে যেতেন। কেন না ক্লাইভ ষ্ট্রীটে তখন যে উচ্চপদস্থ ইংরাজগণের বসতি!

এখন ক্লাইভ ষ্ট্রীট বা নেতাজী সুভাষ রোডে কোথায় কি কি আছে, তারই একটা ফিরিস্তি দিতে চেষ্টা করি। সরকারী কার্য্যালয়ের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় এই পথের ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এবং আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কণ্ট্রোলারের কার্য্যালয়ের। এখানে কতগুলি ব্যাঙ্ক আছে শুনুন; যথা—ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিঃ (১১নং নেতাজী সুভাষ রোড); ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ (২৩বি নং); সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ (১০০নং); চাটার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এণ্ড চায়না (৪নং); ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ (১৪নং); হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ (১৮নং); লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ (৮নং); লয়েডস্ ব্যাঙ্ক লিঃ (২৯নং); মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ (১৫নং); মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ (৮নং); ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ (১৯নং) ইত্যাদি। বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর যাবতীয় ব্যবসার প্রধান কার্য্যালয় নেতাজী সুভাষ রোডের অন্যতম শোভা। সেফ ডিপোজিট ও ডাইরেক্টার জেনারেল অব রেলওয়েস

ক্যালকাটা—এই পথে আছে। ডেনমার্ক, সুইজারলল্যাণ্ড, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কলকাতাস্থিত দূতাবাস নেতাজী সুভাষ রোডে। "রাজার কাটরা" নামক বিখ্যাত ব্যবসা-কেন্দ্র এবং আরও অনেকের ব্যবসা সংক্রান্ত কার্য্যালয় আছে এই পথে; যথা—জেমস্ ফিনলে এণ্ড কোং লিঃ (২নং); ম্যাকলিয়ড এণ্ড কোং লিঃ (৩নং); এ জে মেইন এণ্ড কোং লিঃ (১৬নং); ম্যাগ্‌গ্রেগর এণ্ড ব্যালফোর লিঃ (১৮নং); ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং লিঃ (২৫ ও ১০২।১নং); ম্যাকিনটস এণ্ড বার্ণ লিঃ, ম্যাকমোহন এণ্ড কোং (৮৪এ নং); মেসিন টুলস এণ্ড বেল্টিং কোং (৩৯নং); গিলেণ্ডার্স আরবার্থনট এণ্ড কোং লিঃ, বার্ড এণ্ড কোং লিঃ (৪নং); এফ ডব্লিউ হিলজার্স এণ্ড কোং লিঃ (৪নং); ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স (২৩বি নং); ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং কোং (১৯২৬) (১০৩নং); ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশন এণ্ড ফেডারেশন; ইণ্ডিয়ান টি হাউস (৯৬বি নং); ইণ্ডিয়ান টি লাইসেন্সিং কমিটি (২নং); ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস এসোসিয়েশন (২৩বি নং); ইণ্ডিয়ান পেইণ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন (২৩বি নং); ইণ্ডিয়ান মেটাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (২৩বি নং); ইণ্ডিয়ান মটর কোং (হাজারীবাগ) লিঃ (১৪নং); ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (২৩বি নং); ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল কোং (১৫নং); ইণ্ডিয়া পেইণ্ট কলার এণ্ড ভার্নিস কোং লিঃ (৯নং); ইণ্ডিয়া কোল সাপ্লাই সিণ্ডিকেট (৩৩নং); ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ (৮নং); ক্রেগ, ক্রুইকশ্যাঙ্ক এণ্ড কোং লিঃ (১৪নং); জার্ডিন হ্যাণ্ডারসন লিঃ (বীমা বিভাগ) (১৮নং); জেসফ এণ্ড কোং লিঃ (৬৩নং); নর্থ বৃটিশ এণ্ড মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ (২৯নং) ভলকার্ট ব্রাদার্স (৮নং) এবং বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিক্রেতা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের দোকান।

সর্ব্বশেষে পথটির নাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামে নামাঙ্কিত করার জন্য কলকাতা কর্পোরেশনকে অভিনন্দন জানাই।

ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট ও ওয়েলেস্‌লী প্লেস্

ওয়েলেস্‌লী প্লেস নামক পথটি কেন তৈয়ারী করা হয়, হয়তো অনেকেই জানেন না। সে যুগের গভর্ণমেণ্ট হাউস বা গভর্ণরের আবাসগৃহের (এখনও যা বর্ত্তমান আছে) একাধিক প্রবেশ-পথ আছে ; এবং একেকটি আবাসগৃহের নাম যথাক্রমে নর্থ গেট, সাউথ গেট ইত্যাদি, অর্থাৎ উত্তর ফটক বা দক্ষিণ ফটক। গভর্ণরের আবাসগৃহের নর্থ গেট বা উত্তর ফটক থেকে সোজা ডালহৌসী স্কোয়ারে গমনাগমনের জন্য কোন প্রশস্ত পথ না থাকায় ইং ১৭০৩ অব্দে ওয়েলেস্‌লী প্লেস নামক পথটি সৃষ্ট হয়। এই পথটির প্রথম নাম ছিল ট্যাঙ্ক স্কোয়ার। ঠিক ডালহৌসী স্কোয়ারের মতই চতুষ্কোণাকৃতি আরও একটি পুষ্করিণী সে যুগে ছিল ওয়েলেসলী প্লেসে—যার নাম ছিল Little Tank, যদিও উক্ত পুষ্করিণী বুঁজিয়ে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস প্রস্তুত করা হয় Little Tank-এর স্থানে। এই বিষয়ে ইংলিসম্যান পত্রিকা বলেছেন যে—

("The Road in which the Telegraph office and Spence's Hotel are now located was opened in 1803, in order to provide a direct route from North Gate of the newly built Government House to Dalhousie or as it was then called Tank Square * * *")

পূর্ব্বে ডালহৌসী স্কোয়ারে গমনাগমনের জন্য কোন পথই ছিল না, কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট এবং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের মধ্যেকার পথ মারফৎ কেবলমাত্র একটি স্বল্প পরিসর পথ ছিল, যেটির নাম কর্কক্রু লেন এবং যেটি পূর্ব্বেকার হোয়েলার প্লেস ও ফ্যান্সি লেনের কোণ থেকে গিয়েছিল।

ওয়েলেস্‌লী প্লেস সম্পর্কে বলবার পূর্ব্বে রিচার্ড মার্কুইস ওয়েলেস্‌লীর বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি। ইনি ইং ১৭৬০ অব্দের ২০শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আ[illegible] স্কুল। [illegible], হ্যারো, এটন, ক্রাইষ্ট চার্চ্চ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।

করেন। তিনি '৮১ অব্দে 'আর্ল অব মর্নিংটন' উপাধিতে ভূষিত হন। '৮৭ থেকে '৯৬ অব্দ পর্য্যন্ত পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। '৮৩ অব্দে সেন্ট প্যাট্রিকের 'নাইট' উপাধি লাভ। তিনি '৮৬ অব্দে 'লর্ড অব দি ট্রেজারি' এবং '৯৩ অব্দে 'বোর্ড অব কন্ট্রোলের' সদস্য হন এবং ঐ বছরেই 'প্রিভি কাউন্সিলর' হন। '৯৭ অব্দে 'ব্যারণ ওয়েলেস্‌লী' উপাধিতে ভূষিত হন এবং ঐ বছরেই মাদ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি '৯৮ অব্দের ১৮ই মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর জেনারেলের পদ লাভ করেন এবং ইং ১৮০৫ অব্দের ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত গভর্ণর জেনারেল থাকেন। ওয়েলেসলী ভ্রমণকালে কেপে উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর পূর্ব্বগামীদের অনুসৃত পথ পরিত্যাগ ক'রে, অর্থাৎ অন্যের কাজে বাধা দেওয়ার বিধি লঙ্ঘন ক'রে হায়দ্রাবাদের নিজাম কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট ফরাসী কর্ম্মচারীদের বরখাস্ত করাতে নিজামকে বাধ্য করেন; মারাঠাদিগকে নিরপেক্ষ থাকতে বলেন এবং ফরাসী আক্রমণকারীগণকে বাধা দেন। টিপু ফরাসী জাতির সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ওয়েলেস্‌লী সৈন্য সাহায্যে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁহাকে হত্যা করেন শ্রীরঙ্গপট্টমে ইং ১৭৯৯ অব্দের ৪ঠা মে তারিখে। টিপু নিহত হওয়ায় মহীশূরে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয় এবং মহীশূরের কতকগুলি ছিন্নাংশ মহীশূরের সঙ্গে একত্রীভূত হয়। ওয়েলেস্‌লী '৯৯ অব্দের ডিসেম্বরে 'মার্ক্যুই' হন। তিনি তাঞ্জোরের রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঞ্জোরের শাসন-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি কর্ণাটককে তাঞ্জোরের সঙ্গে সংযুক্ত করেন ও কর্ণাটের নবাবকে ভাতা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। তিনি অযোধ্যার রাজাকে সংযুক্ত করবার জন্য এবং রাজ্যের সংস্কারের জন্য অযোধ্যার নবাব সাদাত আলির সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করেন। তিনি আফগানিস্থানের বিরুদ্ধতার জন্য জনৈক ম্যালকমকে পারস্যে পাঠিয়েছিলেন পারস্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত করতে। তিনি সৈন্যসমভিব্যাহারে জনৈক বেয়ার্ড নামধারীকে পাঠিয়েছিলেন ইজিপ্টে ফরাসীদের বিরুদ্ধতা করবার জন্য। উপরওয়ালাদের নিকট থেকে আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে ফরাসীদের অধিকারভুক্ত কোন কিছুই দখল করতে ওয়েলেস্‌লী আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং এই কারণে

তিনি গভর্ণর জেনারেলের পদ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উপরওয়ালাদের নিকট থেকে পদত্যাগ যাতে না করেন তজ্জন্য অনুরুদ্ধ হওয়ায় তিনি উক্ত কার্য্য থেকে বিরত থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কমাণ্ডার-ইন-চীফের পদ পান। ইং ১৮০২ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পেশোয়ার সঙ্গে বেসিন-সন্ধি স্থাপিত করেন এবং মারাঠা প্রধানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, তিনি সিন্ধিয়া, ভোঁসলা এবং হোলকারের সঙ্গেও যুদ্ধ করেন এবং তাঁদের আসেই, আওগাঁও, দিল্লী ও লাসওয়ারীতে পরাস্ত করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হোলকারের সঙ্গে যুদ্ধকালে মিঃ মনসনের সহসা পশ্চাদপসরণের জন্য ওপরওয়ালার পক্ষ থেকে ওয়েলেস্‌লীকে ডেকে পাঠানো হয়। ইং ১৮০০ অব্দে ওয়েলেস্‌লী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউস বা গভর্ণরের বাসগৃহ তৈয়ারীর সময় ছিলেন স্বয়ং ওয়েলেস্‌লী। ইং ১৭৯৯ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত গৃহের ভিত্তি-স্থাপনা করা হয়। গভর্ণমেণ্ট-হাউসে প্রবেশ সময়ে খুব জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়েছিল। এরূপ মহোৎসব সেযুগে আর হয়নি। লর্ড ওয়েলেস্‌লীকে ইংরাজেরা কোম্পানীর আমলের "আকবর" নামে অভিহিত করেছিলেন। সাত আট শত পদস্থ ইংরাজ নরনারী ও বহু দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গভর্ণর ওয়েলেস্‌লীর আমন্ত্রণে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এসপ্লানেডের নিকটস্থ গৃহসমূহ, ফোর্ট উইলিয়াম ও কলকাতার বিখ্যাত অট্টালিকাগুলি উজ্জ্বল আলোকমালায় পরিশোভিত করা হয়। নদীবক্ষ অসংখ্য পোতরাজি ও পতাকাদি শোভিত হয়ে এই অনুষ্ঠানের আড়ম্বর বৃদ্ধি ক'রেছিল। বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদের উত্তর দিকের বারান্দায় এই গৃহ-প্রবেশ দিনে লর্ড ওয়েলেস্‌লী একটি দরবার করেন। উক্ত দরবারে ভারতীয় সামন্তরাজ ও জমিদারগণের প্রতিনিধিসমূহ উপস্থিত ছিলেন। দরবার কার্য্যের শেষে ওয়েলেস্‌লী বল্‌রুমে যান। এই বল্‌রুমে একটি সুদীর্ঘ বিচিত্র ও বহুমূল্য কার্পেটের ওপর একটি সিংহাসন স্থাপিত ছিল। কার্পেটটি এক সময়ে টীপু সুলতানের দরবার-গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন ক'রত। গভর্ণর সিংহাসনে ব'সলে নৃত্যাদি আরম্ভ হয়। রাত্রি দু'টো পর্য্যন্ত নৃত্যোৎসব চলে। অতঃপর লক্ষ্ণৌ, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান থেকে আনীত কারিকরগণ

কর্তৃক প্রস্তুত আতসবাজি ছোঁড়া আরম্ভ হয়। আতসবাজি ছোঁড়া শেষ হ'লে পুনরায় নৃত্যারম্ভ হয়। রাত্রি চারটে পর্য্যন্ত সামান্যভাবে নৃত্য চলতে থাকে। বাহুল্য, দরবারের পূর্ব্বেই ভোজের ব্যাপার শেষ হয়ে গিয়েছিল; এবং ই নৃত্যই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউসে প্রথম "ষ্টেটবল"।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, রিচার্ড মার্ক্‌স ওয়েলেস্‌লীর চতুর্থ ভ্রাতা ফার্ষ্ট ডিউক অব ওয়েলিংটন আর্থার ওয়েলেসলীও ভারতবর্ষে ছিলেন বেশ কিছুদিনের জন্য। তিনি ছিলেন সত্যিকার প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি ইং ১৭৬৯ অব্দের ১লা মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চেলসা, এটন এবং এ্যাঙ্গার্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইউরোপের কয়েক জায়গায় সৈন্য বিভাগে কাজ করতে করতে ইংরাজ জাতির ৩৩ রেজিমেণ্টের 'মেজর' এবং 'লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল' উপাধি লাভ করেন। তিনি সসৈন্যে কলকাতায় প্রথম পৌঁছলেন ইং ১৭৯৭ অব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। তিনি কলকাতায় পৌঁছে বেঙ্গল ডিভিশনের ভার গ্রহণ করেন এবং টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে বৃটিশের পক্ষে ইংরাজ সৈন্য পরিচালনা করেন। তিনি টিপুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরঙ্গপট্টমের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। সিন্ধিয়া, হোলকার, বেরারের রাজা প্রভৃতিগণ একত্রিত হয়ে যখন ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য উদ্যোগী হন, তখন তিনি মাদ্রাজী সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে উক্ত মারহাট্টা শক্তিবর্গকে দমন করেন। এই যুদ্ধ পুণায় সংঘটিত হয়। তিনি দক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ-মারহাট্টা দেশের প্রধান পলিটিকাল এবং মিলিটারী অফিসার নিযুক্ত হন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষস্থ বহু দেশ রক্ষা করেন। লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাইয়ে তিনি সম্মানস্বরূপ একটি তরোয়াল উপহৃত হন এবং কে. সি. বি. উপাধিতে ভূষিত হন। ইং ১৮০৫ অব্দে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তিনি ইং ১৮৫২ অব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বরে ওয়ালমারে মারা যান। ওয়েলেসলী প্লেস এবং ষ্ট্রীটের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আর্থারের প্রসঙ্গ বলা নিষ্প্রয়োজন হলেও রিচার্ডের বিষয় ব্যক্ত করতে হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্যতম ভ্রাতা আর্থারের বিষয়ও আমাদের জেনে রাখা ভাল।

যাই হোক, ওয়েলেসলী প্লেস পথটি সম্পর্কে বেশ একটি কৌতূহলপূর্ণ গল্প

শোনা যায়। তখন ইং ১৮৫৭ অব্দের গ্রীষ্মকাল। সহসা গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যারাকপুর থেকে বিদ্রোহী সিপাইয়ের দল কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে। এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল যে, এক পাল ইংরাজ সৈন্য দস্তুরমত কুচকাওয়াজ করতে করতে ওয়েলেসলী প্লেস ধ'রে আসছে। তখন ওয়েলেসলী প্লেস ও উক্ত পথের আশপাশের অঞ্চলের বাসিন্দাগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যদের আগমনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ওয়েলেসলী প্লেসে অবস্থিত একদল সরকারী দেশীয় সৈন্যদের নিকট থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের নিরস্ত্র করা। এই নিরস্ত্র করার মূল কারণ হ'ল যে, আগে থেকে সাবধান হওয়া এবং এই কার্য অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু এই ঘটনার জন্য উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ভয় এবং ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

ওয়েলেসলী প্লেসে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস বর্ত্তমান। টেলিগ্রাফ কার্য্যালয়টি সমগ্র কলকাতার মধ্যে একটি অন্যতম সুন্দর এবং পুরাতন গৃহ। ইং ১৮৬৮ অব্দে তৎকালীন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ব্র্যানফা কর্ত্তৃক রচিত হয় এই গৃহটির মূল নক্সা। সাহায্য করেন মিঃ ক্লার্ক। গৃহটি তৈয়ারীর কার্য্য সুরু হয় ইং ১৮৭৩ অব্দে। মিঃ ভিভিয়ান নক্সাটির দোষ-ত্রুটি দেখে দেন। সে যুগের (Little Tank) লিটল ট্যাঙ্কটি বুজিয়ে উক্ত পুষ্করিণীর জমি পরিষ্কৃত করা হয় ইং ১৮৭০ অব্দে। গৃহটির ভিত্তির উচ্চতা পাঁচ ফিট। গৃহটির উচ্চতা (ভিৎ ছেড়ে দিয়ে) ছেষট্টি ফিট। গৃহের শীর্ষে যে স্তম্ভ আছে সেটির উচ্চতা মাপলে গৃহের উচ্চতা দাঁড়ায় সর্ব্বসমেত একশো কুড়ি ফিট। গৃহটির অনেকগুলি প্রান্ত আছে। প্রধান প্রান্তটি পড়েছে ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে। গৃহের মধ্যকার প্রবেশ পথটি সুন্দরতম। গৃহের বারান্দাসমূহ "কইগনেট" (Coignet) ধরণের এবং মেসার্স ফরনারো ব্রাদার্স কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। গৃহের কয়েকটি ফটক প্রস্তুত করেছিলেন মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং। এখনও এই গৃহটিতে অর্থাৎ ৮নং ওয়েলেসলী প্লেসে ট্রাঙ্ক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস বর্ত্তমান আছে। কলকাতার একটি বিখ্যাত ও পুরাণো হোটেল আছে এই পথে, যার নাম

প্যালেস হোটেল। মেসার্স আর. বি. রড্ডা কোম্পানী লিমিটেডের বিখ্যাত বন্দুকের দোকান এবং ভাগ্যকুলের রায়েদের ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যালয় আছে এই পথে। গভর্ণরের গাড়ীর গ্যারেজ এবং সরকারী কর্মচারীদের বাসগৃহ আছে এই পথে। মেসার্স ব্যালাডি টমসনের কার্য্যালয়ও আছে। শ্রীমতী ব্লিচেনডেন "হোয়েলার প্লেস" সম্পর্কে বলতে বলতে ওয়েলসলী প্লেস পথটির বিষয়ে বলছেন—

("This road led from Old Court House Street to a large private house, probably 'Mr. Wheler's house, which stood just where the north west wing of Government House ends. The house was pulled down, as were five other dwelling-houses ; Wheler place, carried through the Council House Street, became, as it remains to this day the carriage drive within the gates, and the Government House grounds were extended to the north to a new road, Government place, which was made in continuation of Hasting's Street, and from which another new road, Wellesly place, was made to lead to Tank Square.")

কোম্পানীর আমলের "আকবর" মার্ক ই ওয়েলেসলী এমনই একজন পুরুষ ছিলেন, যাঁর নামে কেবলমাত্র একটি পথই নামাঙ্কিত করে তাঁর স্মৃতি জাগরূক রাখতে পারেনি সে যুগের ইংরাজ, আরও একটি পথ এবং উদ্যান তাঁর স্মৃতি বহন ক'রে আসছে,—যাদের নাম যথাক্রমে ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট এবং ওয়েলেসলী স্কোয়ার।

ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট নামক পথটি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট এবং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের সঙ্গম থেকে সোজা চ'লে গেছে পার্ক ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত। ওয়েলেসলী স্কোয়ার এই পথেই বর্ত্তমান। ফীটন, ছ্যাকরা গাড়ী আর ট্যাক্সির ভীড়ে ভারাক্রান্ত এই পথটিতে সেণ্ট্রাল কলেজ (যার নাম ছিল কিছুকাল আগেও

ইসলামিয়া কলেজ), মুসলিম ইনষ্টিটিউট, কলকাতা বৈদ্যুতিক কর্পোরেশনের "পাওয়ার হাউস" আছে। কয়েকটি মসজিদ এবং বহু পুরাতন একটি গীর্জাও আছে। এই গীর্জাটির নাম "ফ্রী চার্চ্চ"। কলকাতায় এই একটি গীর্জা আছে, যেটি তৈয়ারী করতে করতে সহসা ভেঙ্গে পড়ে। সে যুগের কলকাতায় চার্চ্চ অব স্কটল্যাণ্ডের ধ্বংস হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ডাফ প্রভৃতির উদ্যমে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটস্থ ফ্রীম্যাসনস্ হলে সমবেত হন তৎকালীন পাদরিগণ। তখন ইং ১৮৪৩ অব্দ। এই সভায় স্থির করা হয় যে, উপাসনার জন্য একটি চিরস্থায়ী ভজনালয়ের প্রয়োজন, যেজন্য ঐ সভাতে উদ্যোক্তাগণ একটি "কমিটি" গঠন করেন। এই কমিটির উদ্যম ছিল কলকাতায় চিরস্থায়ী ভজনালয় নির্ম্মাণের। ইং ১৮৪৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে উক্ত কমিটি মাত্র ৮,৮৫০৲ টাকায় ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে একটি গীর্জ্জা তৈয়ারীর জন্য দু'বিঘা আড়াই কাঠার একটি জমি ক্রয় করেন। '৪৪ অব্দে ক্যাপ্টেন গুডউইন প্রস্তাবিত গীর্জ্জাটির গৃহের নক্সা প্রস্তুত করেন। গৃহটি তৈয়ারীর সর্ব্বসাকুল্যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ৩০,০০০৲ টাকা। ইং '৪৬ অব্দের জানুয়ারীতে যখন গৃহটি তৈয়ারীর কার্য্য প্রায় শেষ হয়ে যায়, তখন হঠাৎ গৃহটির ভিৎ ধ্বসে গৃহটি পড়ে যায়। তখন পুনরায় ৩০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে গীর্জ্জাটি তৈয়ারীর ভার দেওয়া হয় বাজারের গৃহ-নির্ম্মাতাদের হাতে। গীর্জ্জা তৈয়ারীর জন্য তদানীন্তন বিখ্যাত কয়েকজন বিদেশী অর্থ দান করেছিলেন। এই গীর্জ্জাটি তখন কলকাতার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক এবং পরিচ্ছন্ন ভজনালয় ছিল।

ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট পথটি ফ্ল্যাট বাড়ী, হোটেল, সেলুন, ডাইং ক্লিনিং, দর্জির দোকান এবং আসবাবপত্রের দোকানেই পরিপূর্ণ। এই পথে আছে মহিষাদলের রাজবাটী; আর আছে ছায়াছবির প্রেক্ষাগৃহ। এই পথে মুসলমান বাসিন্দার সংখ্যাই অধিক।

ওয়েলিংটন স্ট্রীট

'ক্যালকাটা লটারী কমিটি' পুরাণো কলকাতার প্রচুর উন্নতি-সাধন করেছিল। পথ তৈয়ারী করা, পুরাণো পথের সংস্কার করা, খাল এবং নর্দ্দমা কাটা প্রভৃতি সাধারণের হিতার্থে কমিটির সেবা কলকাতার ভৌগোলিক ইতিহাসে চিরদিন লিখিত থাকবে। ইং ১৮৬৩ অব্দের পূর্ব্বে কলকাতা সহরের পৌর শাসক ছিলেন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত কয়েকজন কমিশনার। এই প্রথার প্রথম প্রচলন হয় ইং ১৮৬৪ অব্দে। কলকাতা সহরের উন্নতিকল্পে লটারী কমিটি কিরূপ হিতসাধন করে, উক্ত কমিশনারগণের এক রিপোর্টে সে-কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। যথা—

("In order further to show the necessity for some such increase of funds, the Committee consider they ought to state that the great improvements in Calcutta effected in past years were made not from the present assessment only, but from funds derived from the Government Lotteries.

These lotteries were conducted for a series of years under the auspices of Government, and the profits resulting from them were devoted to the improvement of Calcutta.")

এই লটারী কমিটি কলকাতায় যে কয়েকটি পথ এবং উদ্যান তৈয়ারী করে, তন্মধ্যে ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও স্কোয়ার অন্যতম।

তিনি এমন একজন পরাক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন যে, তাঁর নামের স্মৃতি বহন করতেই হবে ইংরাজকে এবং তিনি এমনতরো বীর যে, তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রেছিলেন ওয়াটারলুতে। এই যোদ্ধার নাম

ইতিহাস-প্রেমিকদের নিকট সুপরিচিত। পৃথিবীব্যাপী তাঁর পরিচয় "ডিউক অব ওয়েলিংটন" নামে। তাঁর আসল নাম আর্থার ওয়েলেসলী। ভারতবর্ষের অন্যতম গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেসলীর চতুর্থ ভ্রাতা ওয়েলিংটনের ডিউকের প্রসঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা পূর্ব্বে ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে ক'রেছি। তথাপি এই বীরপুরুষের জীবনী বিস্তারিত জানা প্রয়োজন মনে ক'রে এ স্থলে ব্যক্ত করছি।

ডিউকের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসী। প্রথম জীবনে আর্থার ছিলেন একান্ত সাধারণ একটি বালক—যার ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিতই ছিল না বালকের কোন কিছুতেই। এ্যাঙ্গাশের মিলিটারী কলেজে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত ক'রে বালকটি শিক্ষাশেষে ইং ১৭৮৭ অব্দে সৈন্যবিভাগে কাজ পায় এবং যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর্থার কৃতিত্ব সহকারে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করতে থাকে এবং তাঁর পদবৃদ্ধি হতে থাকে, যদিও ১৭৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত আর্থার সৈন্যবিভাগে এমন একটা কিছু দিগ্বিজয় করেননি।

ইং ১৭৯৬ অব্দে সসৈন্য আর্থারকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়। তিন বছর অতীত হয়ে গেল, যোদ্ধা আর্থার রণ-কৌশল প্রদর্শনের কোন সুযোগই পেলেন না। তবে তিনি একেবারে ব'সে থাকবার পাত্র নন। যুদ্ধ পরিচালনা করতে হ'লে সেনাপতির যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, আর্থার সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলেন। ফলে, এমন হ'লো যে, কি ধরণের যুদ্ধে কত সংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন হয়, কত সৈন্যের কত আহার্য্য প্রয়োজন হয়, এই সকল বিষয় আর্থারের আয়ত্ত হয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্য কত প্রয়োজন হ'তে পারে, কত ওজনের খাদ্য বহন করা যেতে পারে, বিনা ক্লান্তিতে কতদূর পথ অতিক্রম করা যায় এ সকল ব্যাপারেও আর্থারের জ্ঞান ছিল অসীম। মোদ্দা কথা, প্রকৃত যোদ্ধার সকল গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। এই গুণ এবং জ্ঞানের সমন্বয়ে জন্যই আর্থার যুদ্ধে জয়ী হ'তেন। এ্যাঙ্গাশের সামরিক শিক্ষালয়ে তিনি যা শিখতে পারেননি, ভারতবর্ষে আগমনের কয়েক বছরের মধ্যে তা তিনি শিখে নিয়েছিলেন। ইং ১৭৯৮ অব্দে কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

মার্কুইস অব ওয়েলেসলী গভর্ণর জেনারেলরূপে ভারতবর্ষে পৌঁছানোর সময় টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ বাধে। জ্যেষ্ঠ ভাই এই যুদ্ধ পরিচালনা করতে আদেশ করলেন আর্থারকে। টিপুর সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধে টিপু পরাজিত হ'লেও এই যুদ্ধেও আর্থার এমন কিছু রণ-নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি। যুদ্ধ শেষ হ'লে মহীশূর রাজ্যের শাসকের পদে আর্থারকে নিয়োগ করা হয়।

মহীশূর রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক শাসক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থারের আসল রূপ প্রকটিত হ'ল। আর্থার যে একজন উচ্চদরের দেশনেতা, তাও আর গোপন থাকলো না। মহীশূরের সীমান্তে সীমান্তবাসীদের উপদ্রব কঠোর হস্তে তিনি দমন করেছিলেন। যা কোন ইংরাজ কখনও পারেনি, মারাঠা জাতীয় রাজাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন ক'রে তিনি জেনে নিয়েছিলেন মহীশূরের সীমান্তবাসীদের জীবন ধারণের রীতিনীতি—যার সাহায্যে আর্থার সীমান্তের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দস্যু সর্দারদের বিতাড়িত এবং পরাজিত করেন। সহজ সরল মানুষ আর্থার প্রাচ্যকে বুঝেছিলেন অন্তরের সঙ্গে এবং প্রাচ্যকে বুঝতে হ'লে যতটা জ্ঞান আয়ত্ত করতে হয় তাও তাঁর অজানা ছিল না। ভারতবর্ষ থেকে আর্থারকে সসৈন্যে ইজিপ্ট যাওয়ার আদেশ দেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আরও আদেশ দেন যে, আর্থারের ওপরে সৈন্যবাহিনীর পরিচালক থাকবেন জনৈক জেনারেল বেয়ার্ড। পদচ্যুত হওয়ার জন্য আর্থার বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। ইজিপ্ট যাওয়ার জন্য বোম্বাই পৌঁছেই আর্থার প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হ'লেন। ইজিপ্টে আর তাঁর যাওয়া হ'ল না। জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় আর্থার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এই কারণে যে, তাঁকে আর ইজিপ্টমুখো হ'তে হ'ল না। পরম খুশী হয়ে তিনি ফিরে গেলেন তৎ কর্তৃক-শাসিত মহীশূর রাজ্যে। সেখানে তিনি ছিলেন যতদিন পর্য্যন্ত "মারাঠা যুদ্ধ" শেষ না হয়। এই মারাঠা যুদ্ধেই আর্থার পরিচয় দিলেন যুদ্ধবেত্তার, ইংরাজকে জয়ী ক'রে।

মারাঠা যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখিয়ে তিনি নিজামের রাজ্য, পেশোয়ার রাজ্য

এবং মারাঠা দেশ এবং সর্দ্দারদের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হয়েছিলেন। তখন মাত্র আর্থারের আটত্রিশ বছর বয়স।

আর্থার "নাইট" উপাধিতে ভূষিত হয়ে ঐ আটত্রিশেই যাত্রা করলেন স্বদেশাভিমুখে। ইং ১৮০৫ অব্দে ভারত ত্যাগ ক'রে পৌছলেন স্বদেশে —আয়ারল্যাণ্ডে।

দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়লো আর্থার ওয়েলেসলীর। যেতে হবে হ্যানোভার অভিযানে। ইং ১৮০৬ অব্দে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন এবং "আইরিশ" সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর সেক্রেটারীর কাজ করতে করতে চললেন কোপেনহেগেনে—স্পেন কিংবা পর্টুগালের ফরাসী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। অবশ্য, আর্থারের ওপরওলা ছিলেন একজন, যাঁর নাম স্যর হেনরী বুরার্ড। শত্রুকে প্রায় শেষ ক'রে এনেছিলেন আর্থার, কিন্তু স্যর বুরার্ডের এক কথায় নাকচ হয়ে যায় আর্থারের রণ-কৌশল। শত্রু চোখে ধুলো দিয়ে পালায়। শত্রুর পলায়নে সমগ্র ইংলণ্ডে বিক্ষোভ দেখা দেয়। "অনুসন্ধান কমিটি" বসলো ইংলণ্ডে —যাঁরা প্রমাণ করলেন ওয়েলেসলীই অভ্রান্ত, আর স্যর বুরার্ড ভ্রান্তপথে চালিত।

যাই হোক, শীতের প্রাক্কালে স্যর জন মূরের চেষ্টাও ফলবতী হ'ল না। তখন আবার স্যর আর্থার ওয়েলেসলী যা করেন তাই। তিনিই জব্দ করলেন ফরাসীদের। "ত্যালাভেরা" যুদ্ধে ইংরাজ জয়লাভ করলো আর্থারের চেষ্টায়। আর্থারকে তখন "ভাইকাউণ্ট ওয়েলিংটন" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইং ১৮০৯ থেকে '১৪ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হয়। পরিশেষে আর্থারই যুদ্ধে জয়ী হন। বিজয়ী আর্থার "প্যারিস সন্ধির" পর ফ্রান্সে ইংরাজের দূত নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডে তখন ক্যানিঙের মন্ত্রিসভা শাসনকার্য্য পরিচালনা করছে। ক্যানিঙের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আর্থারের মতবিরোধ হয় এবং ক্যানিঙের মৃত্যু হ'লে ইং ১৮২৭ অব্দে আর্থার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। এই পদ পাওয়ার সময়েই ইংলণ্ডে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের

মুক্তির জন্য ক্যাথলিকগণ যৎপরনাস্তি চেষ্টা করেন। আর্থারের চেষ্টাতেই Emancipation of the Catholics সম্ভব হয়।

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মুক্তিলাভে অধিকাংশ দেশবাসী আর্থারের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং শাসন ও রাজ্যের সংস্কারের জন্য আর্থারকে প্রবল-ভাবে চাপ দেয়। আর্থার বুঝতে পারেননি দেশবাসীর মনের ক্রুদ্ধ অবস্থা—যেজন্য তিনি কোন সংস্কারের কথা চিন্তা করেননি। "ওয়াটারলু যুদ্ধের" বাৎসরিক স্মৃতি উৎসবে দেশবাসীর তাড়নায় আর্থারকে আত্মগোপন ক'রে থাকতে হয়।

তবুও শাসনকার্য্য পরিচালনার জ সরকার তাঁকে অনুরোধ করেন। পীলের নেতৃত্বে আর্থার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যদিও পীলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আর্থার রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইং ১৮৫২ অব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বরে প্রায় আশী বছর বয়সে আর্থারের মৃত্যু হয়। সেণ্ট পলস্ গীর্জায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। আর্থারের নামেই কলকাতায় ওয়েলিংটন স্ট্রীট এবং স্কোয়ার ক্যালকাটা লটারী কমিটির অর্থ এবং চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়।

কলকাতা লটারী কমিটি পথ ও দীঘি তৈয়ারী, নালা ও নর্দ্দমা নির্ম্মাণ এবং জল সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্য করায় বিলাতের শাসক সম্প্রদায় এই প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে। লটারীতে প্রাপ্য টাকায় নগর উন্নয়ন করা তাঁদের চোখে ভাল লাগলো না। তাঁদের সম্মানে বাধলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লটারী কমিটিই কলকাতা সহরের শোভা বর্দ্ধন করে। গ্যাসালোকে পথ আলোকিত করে। নালানর্দ্দমা তৈয়ারীর দ্বারা সহরের অবস্থা স্বাস্থ্যকর ক'রে তোলে। ইংরাজী পত্র-পত্রিকার সংবাদ অপ্রয়োজন বোধে লটারী কমিটি বিষয়ক সংবাদ তৎকালীন সমাচার দর্পণের উক্তি উদ্ধৃত করছি। ইং ১৮২৫ অব্দের 'দর্পণে' প্রকাশিত হয়—

কলিকাতা লটারী খেলা

("গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেট দ্বারা অবগত হইয়া লটারী খেলা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা নগরের শোভা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে সন্ন ১৮২৫ সালের প্রথম লটারী গবর্ণমেণ্টদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে

তাহার ব্যাপার লটারী কমিটির আজ্ঞানুসারে সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট করিলেন তাহার ধারা গতবারের ন্যায় প্রাইজ হইবেক। এবং সেই ধারা মাফিক খেলা হইবেক এবং টিকিট বিক্রয় হইবেক প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ১০০ এক শত টাকা।")

'কলকাতার আদম-সুমারী' ইংরাজী গ্রন্থের লেখক এ. কে. রায় এই গ্রন্থে লিখেছেন লটারী কমিটির জন্য কি ধরণের অনুসন্ধান কমিটি বসেছিল। রায় বলছেন—

("After the Lottery Committee caused to draw in 1836, public opinion in England having condemned this method of raising funds for municipal purposes, the Fever Hospital Committee was appointed by Lord Auckland. It was presided over by John Peter Grant.")

লটারী কমিটি যেমন ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ও স্কোয়ার তৈয়ারী করে, তেমনি কলকাতায় পরিচ্ছন্ন জল সরবরাহের কেন্দ্র তৈয়ারী করে ঐ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে।

ইংরাজ আগমনের সময়ে কলকাতা যে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর ছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও টাইফয়েডের ঘাঁটি ছিল তখন কলকাতায়। আর এই অপরিচ্ছন্নতার জন্য ইংরাজগণ নিজেদের বসতি কলকাতার কয়েকটি মাত্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এই অপরিচ্ছন্নতার জন্য কলকাতায় ছিল কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল—ইংরাজদের আর নেটিভদের পৃথক পৃথক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরাজদের মাথায় এলো—কেবলমাত্র অপরিচ্ছন্ন বীজাণুবাহী জলপানের জন্য কলকাতায় মৃত্যুহার বেশী; এবং জেনে রাখতে হবে, পৃথক বসতি থাকা সত্ত্বেও তখন রোগে ভুগে ভুগে মারা গেছে প্রচুর ইংরাজ—গণ্যমান্য এবং অজ্ঞাত-কুলশীল উভয় সম্প্রদায়ের ইংরাজই। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ইংরাজ তখন স্থির করে, যেন তেন প্রকারেণ কলকাতায় প্রথমে পরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা

করতে হবে। নয়তো মহামারীতে ইংরাজ জাতির বাঙলায় বিলোপ অসম্ভব নয়। ময়লা, দুর্গন্ধময় কলকাতাকে দেখে কবি Atkinson কাতর হয়ে লিখলেন—

"Calcutta, what was thy
condition then ?
"An anxious, forced existence
and thy site
"Embowering jungle and
noxious fen,
"Fatal to many a bold
aspiring knight ;
"On every side tall trees shut
out the sight ;
"And like the upas, noisome
vapours shed
"Day blazed with heat intense
and murky night
"Brought damps excessive
and a feverish bed ;
"The revelers at eve were
in the morning dead !"

—Calcutta Review (Vol. XXXV)

পাঠক-পাঠিকার জন্ম কবিতাটি বঙ্গার্থ করার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কলকাতার মালিন্য প্রকাশে লেখনী সম্বরণ করা হয়েছে জাতীয় কলঙ্ক রটনার আশঙ্কায়।

ইংরাজের প্রতি পদক্ষেপেই রাজনীতি।

কলকাতায় পরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যাপারেও রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ধূর্ত্ত ইংরাজ। আর সেই রাজনীতিচর্চা হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারকে কেন্দ্র ক'রে। ইংরাজ নিজেরা বাঁচতে চেয়েছিল আর মারতে চেয়েছিল অ-ইংরাজদের—যারা কলকাতার নেটিভ। অর্থাৎ আমরা, দেশীয় সম্প্রদায়—কালা-আদমীর দল। রাজনীতিটা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করবো।

এখনকার বাঙ্গালীগণ হয়তো জানেন না যে, ইংরাজদের জল পানের সুবিধার জন্য কলকাতায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল।

সিপাহি বিদ্রোহ শেষ হ'লে ইংরাজদের টনক ন'ড়ে উঠলো। কলকাতায় স্বাস্থ্যোন্নতির সুব্যবস্থা করতেই হবে। ড্রেণ আর কলের জলের ব্যবস্থা করলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। এখানে মনে রাখতে হবে, কলকাতায় চৌরঙ্গী অঞ্চলে ছিল ইংরাজের বসতি। চৌরঙ্গী এবং তার আশেপাশের অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র কলকাতায় তখন অর্থাৎ ১৮৬০ অব্দে মৃত্যুহার ছিল হাজারকরা ছত্রিশ জনেরও বেশী। এই মৃত্যুহারে অবশ্য ইংরাজ অপেক্ষা অ-ইংরাজ ছিল অধিক। ডালহৌসী স্কোয়ারের মত গোটা কুড়ি পুষ্করিণী ইংরাজদের ব্যবহারের জন্য ছিল শুধু চৌরঙ্গী অঞ্চলেই।

নেটিভদের মৃত্যুহার দেখে শিউরে উঠলো কলকাতার ইংরাজ। তাদের ভয় হ'ল নেটিভদের ব্যাধি তাদের মধ্যে সংক্রমিত হ'তে কতক্ষণ? কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডের মত রাজরোগের বীজাণু ছড়াতে কতক্ষণ? যাই হোক, ইংরাজ কলকাতায় পরিস্রুত জল সরবরাহের একটা খসড়া তৈরী ক'রে ফেললো। ৬০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহের জন্য খরচা পড়ছে সাতায় লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা করলেন ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ক্লার্ক।

কিন্তু টাকাটা আসবে কোত্থেকে?

কেন, করভারে জর্জরিত নেটিভদের কাছ থেকে টাকাটা তো স্বতঃই আদায় হতে পারে। কিন্তু প্রবল আপত্তি জানালেন কয়েকজন সম্রান্ত হিন্দু করদাতা। কলকাতার বিশিষ্ট ও গোঁড়া বাসিন্দাগণ আপত্তি জানালেন, তাঁরা কলের জল কদাচ পান করেন না। পান করলে জাত-ধর্ম্ম থাকে না। তাঁদের অর্থে কলের জল খাবে ইংরাজ?

কোন আপত্তিতে কর্ণপাতও করলো না ইংরাজ। ইংরাজদের জন্ত কলকাতায় পরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করবেই ইংরাজ। ইঞ্জিনীয়ার ক্লার্ক নেহাৎ ইংলণ্ডে গিয়ে মারা প'ড়েছিলেন ইত্যবসরে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করবার ভার প'ড়লো উইলিয়াম স্মিথ নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ারের স্কন্ধে।

সমগ্র পরিকল্পনাটার পেছনে ইংরাজদের যে কি কূট রাজনীতি ছিল, এখন সেই কথাই ধীরে ধীরে বলবো।

তখন ১৮৬৯।

প্রথম জলপান ক'রলো কলকাতাবাসী। কলের জল। কল যে কি প্রকারে তৈরী হয়েছিল এবং সহর কলকাতায় পানীয় জল বিতরণ ক'রেছিল, তার কাহিনী ইংরাজের স্বার্থসিদ্ধির কাহিনী। এখনও কলকাতায় পরিস্রুত জল সরবরাহের এই দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ আদপেই কলিকাতা কর্পোরেশন নয়, স্রেফ ইংরাজ। পরিকল্পনার পেছনে ছিল নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য।

(১) কেবলমাত্র ইংরাজ বাসিন্দাদের জন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিস্রুত জলের ব্যবস্থা করা।

(২) পাম্পিং ষ্টেশন, জলবাহী পাইপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনের দ্রব্যাদি যন্ত্রপাতি যাতে ইংরাজ ব্যবসায়ী সরবরাহ করতে পায় এবং যাতে ইংলিশ চ্যানেলের পথে ব্রিটেনে অধিক সংখ্যক অর্থ প্রেরণ করা যায়, সেইদিকে প্রথমে দৃষ্টি দিতে হবে।

(৩) ইংরাজ বিচক্ষণদের এই পরিকল্পনার কাজে লাগাতে হবে।

(৪) ইংরাজদের জন্ত চৌরঙ্গী থেকে পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চল এবং ব্যারাকপুরের ইংরাজ সৈন্তদের পরিস্রুত জল খাওয়াতে হবে প্রথমে, তারপর নেটিভদের মধ্যে কে পান ক'রলো না ক'রলো দেখা যাবে।

পরিকল্পনা হ'য়েছিল কলকাতার সহরতলী ফলতা থেকে পরিস্রুত জল জমা করা হবে টালার ট্যাঙ্কে এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাঁধানো ট্যাঙ্কে। তার আগে ফলতায় জল তুলে থিতানো হবে Settling Tank-এ। অতঃপর সেই পরিস্রুত (Filtered) জল পাঠানো হবে উক্ত দুই ট্যাঙ্কে। সেদিনকার সবকিছু এখনও আছে। নেই শুধু ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জলের ট্যাঙ্ক।

কলকাতায় পরিশ্রুত জল সরবরাহ হ'লে ইংরাজদের শুধু স্বাস্থ্যগত লাভ নয়, অর্থগত লাভের ব্যবস্থাও হবে যথেষ্ট—সে বিষয়ে পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করেছি। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কলকাতায় ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে চার লক্ষ অধিবাসীর জন্য দৈনিক ষাট লক্ষ গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা পরিগৃহীত হয়েছিল, আজ প্রায় তিরানব্বই বছর পরে কলকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর জন্যে দৈনিক সাত কোটি গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহ হচ্ছে প্রায় পূর্ব্বের সেই ব্যবস্থাতেই শুধু পরিবর্ত্তন আর জোড়াতাড়া লাগিয়ে। সে দিনের সবই আরও বর্দ্ধিত আকারে আজও রয়েছে, নেই শুধু ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম্পিং ষ্টেশন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ইঞ্জিনীয়ার ইং ১৮৬৫ অব্দের আগষ্ট মাসে সাতান্ন লক্ষ টাকার পরিকল্পনা সমেত গেলেন ইংলণ্ডে। সেখানে কাজের জন্য ঠিকাদার, ইঞ্জিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে গেলেন তিনি। সেখানে পৌছে প্রথমেই তিনি ক্লার্ক সাহেব যে ইষ্টক নির্ম্মিত পাইপের ব্যবস্থা করেছেন ফলতা থেকে টালা পর্য্যন্ত (২৪ ঘণ্টায় যার ভেতর দিয়ে নব্বই লক্ষ গ্যালন জল পাম্প ক'রে পাঠানো যায়) ক্লার্কের সেই পরিকল্পনাকে বাতিল ক'রে দিলেন। পরিবর্ত্তে ব্যবস্থা করলেন বিয়াল্লিশ ইঞ্চি মাপের ঢালাই লোহার পাইপের। ক্লার্ক বললেন, পাইপ গাঁথবে দেশী মিস্ত্রী। ইঁটের পাইপ দেশী মিস্ত্রী ঠিকমত তৈরী করতে পারবে না। যদিও ক্লার্ক সাহেবের পরিকল্পিত লোহার পাইপে মাত্র ষাট লক্ষ গ্যালন চালান হবে, তবুও তাঁর ব্যবস্থাই বহাল রইলো।

এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, কলকাতায় গঙ্গানদী নিত্যবহমান থাকা সত্ত্বেও কলকাতা থেকে অতদূরে, ফলতায় সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল কেন? একেবারে কলকাতার বুকের ওপর না হলেও কলকাতার কাছাকাছি কাশীপুরে কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারতো যখন, তখন এত দূরে কেন? কিন্তু কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন রাসায়নিক (Analyst) মত প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, "কলকাতার কথা বাদ দিচ্ছি, কাশীপুরের সংলগ্ন হুগলী নদীর জল বছরের মধ্যে চার চারটি মাস পানের পক্ষে আদপেই উপযোগী

াকে না ; এবং কলকাতায় বা পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ষ্টেশন করলে ইচ্ছাপুর ্যারাকপুরের ইংরাজ সৈন্তরা আর জল খেতে পায় না, সুতরাং”—

যাই হোক, ফলতায় কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে গেল। টালা আর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পাম্পিং ষ্টেশন তৈরী করাও হয়ে গেল ইং ১৮৭০ অব্দে ; টালা আর ওয়েলিংটন ষ্টেশন থেকে বড় বড় লোহার পাইপ যত ইংরাজ-অধ্যুষিত অঞ্চল, যথা—ডালহৌসী স্কোয়ার, গভর্ণমেণ্ট হাউস, চাঁদপাল ঘাট, লালবাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা, চৌরঙ্গী অঞ্চলে পাতা হয়েছিল অত্যন্ত যত্ন সহকারে। এই সব অঞ্চলে জল সরবরাহ হত সুপ্রচুর। তখন নেটিভরা পরিস্রুত জল পান করতো পথের ধারের ৪৭০টি লোহার সিংহের মুখমার্কা দাঁড়ানো পাইপ থেকে ; অবশ্য গৃহে গৃহে কনেকসন নেওয়ার অধিকারও নেটিভদের ছিল আর এই অধিকার নেটিভরা যে কত দ্রুত ব্যবহার করেছিল, নিম্নের পরিসংখ্যা থেকে তা বোঝা যাবে। আর তা থেকে প্রমাণিত হবে যে, কলকাতার “ধনী-হিন্দুগণ” কলের জল পান করতে পেছপাও হয়েছিলেন, এই অভিযোগটা সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা।

ইং ১৮৭০-৭৪ থেকে পাঁচ বছরের কলকাতায় পরিস্রুত জল ব্যবহারের পরিসংখ্যা এইরূপ—

বর্ষ (অব্দ)	পরিস্রুত জলের গড়পড়তা সরবরাহ গ্যালন হিসাবে	গৃহে গৃহে জলকলের সংখ্যা
১৮৭০	৩০,১১,৯৬৯	১,১৬৪
১৮৭১	৪,০৯৪,৯৫০	৩,১০১
১৮৭২	৫,৭৮০,৪৫৮	৫,৮৭৪
১৮৭৩	৬,৫৪৬,৮০৩	৭,১৬০
১৮৭৪	৬,৯১৬,৬২৬	৭,৯৮০

ওপরের পরিসংখ্যা থেকে বেশ বোঝা যায় পাঁচ বছরে নেটিভদের গৃহে গৃহে জল-কলের সংখ্যা সাত গুনের বেশী বর্দ্ধিত হয়েছিল।

কেবলমাত্র কলকাতার ইংরাজ বাসিন্দাদের পরিস্রুত জল সরবরাহের জন্য

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভূ-নিম্নের ট্যাঙ্কের আয়তন করা হয়েছিল আশী লক্ষ গ্যালন জল ধরবার উপযোগী। কিন্তু টালার ট্যাঙ্কে জল ধরত মাত্র দশ লক্ষ গ্যালন। যদিও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম্পিং ষ্টেশনের জল উত্তর কলকাতায় যাওয়ার জন্য বণ্টনকারী পাইপগুলো পরস্পর মেলানো ছিল, কিন্তু তবুও বেশী জল উত্তর কলকাতায় ওয়েলিংটন থেকে যাওয়ার উপায় ছিল না। কেন না এখান থেকে ইংরাজ পাড়ায় জল পাঠানোর পাইপগুলো ছিল আয়তনে অনেক বড়; আর এইখানে ছিল ইংরাজ বিশেষজ্ঞদের বাহাদুরী। তখন সমগ্র বাংলা দেশে এমন কোন বাঙালী বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, যিনি ইংরাজদের এই কারচুপী ধরতে পারতেন।

যাই হোক, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভূ-নিম্নের ট্যাঙ্ক যে শুধু মাত্র ইংরাজদের পরিশ্রুত জল সরবরাহ করবার জন্যেই তৈয়ারী করা হইয়াছিল তা আর এখন আমাদের অজানা নেই। ইংরাজী ১৮৭৬-১৮৮৮ অব্দের তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যবিবরণীতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম্পিং ষ্টেশনে অধিকতর শক্তির যন্ত্র সংযোজনের সূত্র পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে "কলকাতার আদমসুমারী" ইংরাজী গ্রন্থের সঙ্কলন-কর্ত্তা মিঃ এ. কে. রায় বলছেন—

("The Commissioners in their review of the work done by them during the twelve years 1876—1888 claimed to have completed the whole of the original drainage scheme, and to have doubled the supply of water, filtered and unfiltered, by importing new machinery and engines and providing for two large settling tanks and 24-filters at Pulta and laying a second iron main from Pulta to Tulla, by setting up additional engines at Tulla for requisite pressure to distribute the water direct into the pipes in the day and into the reservoirs at night for which the Tulla reservoir was enlarged to a capacity of three million gallons, by

providing additional engine-power to the Wellington Street engines," etc.)

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নীতিদীর্ঘ পথ হ'লেও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অবস্থিতির জন্য উক্ত পথটি বাঙলার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রেছে। সে যুগে স্কোয়ারে ছিল জলের ট্যাঙ্ক, এ যুগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আছে এমন এক তৃণাচ্ছাদিত মুক্তক্ষেত্র যেখানে বাঙলার মুক্তি-আন্দোলনের বহু বিখ্যাত সম্মেলন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। পলাশীর রণক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল ভারতবাসী, ওয়েলিংটন স্কোয়ারেও এমন কতক অহিংস যুদ্ধ চলেছিল যেগুলি বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নগণ্য নয়। বিখ্যাত সম্মেলন, অধিবেশন, বক্তৃতা, মেলা, প্রদর্শনী, অনশন এবং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই স্কোয়ারে। এখানে আছে খেলার ব্যবস্থা, ক্লাব এবং সমিতি। এই স্কোয়ারে আজিও জনসমাগমের ত্রুটি নেই। স্কোয়ারে মিটিং হয় এবং এখান থেকে মিছিল বেরোয়। এই স্কোয়ারের জন্য আমাদের ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান সরকারকে ১৪৪ ধারা জারী করতে হয়েছে।

স্কোয়ারের ইতিবৃত্তে বাঙলার রাজনৈতিক আন্দোলনের কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে, যেজন্য এ স্থলে কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। তাছাড়া বহু বিখ্যাত ভারতবাসীর পদার্পণে ধন্য হয়েছে এই চতুষ্কোণ ভূমি—যাঁদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে ডাঃ বিধানচন্দ্রের গৃহ ব্যতীত আরও দু'একটি বিখ্যাত গৃহের উল্লেখ প্রয়োজন। তখনকার দিনের ভূমিহীন রাজা সুবোধ মল্লিক শ্রী আন্দোলনের যুগে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এতদ্ব্যতীত নিজের গৃহখানি (তখনকার ১২নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট) দান করেছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে। এই গৃহে শ্রীঅরবিন্দ বাস করেছিলেন বেশ কিছুদিনের জন্য। তখন 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের বহু গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত অধিবেশন হয়েছে এই গৃহে। মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের পরে এই গৃহটিতে খানাতল্লাসী হয়েছিল।

তখন এই অঞ্চলের সন্নিকটস্থ ক্রীক রো'তে ছিল ইংরাজী দৈনিক বন্দে-মাতরমের কার্য্যালয়। সুতরাং এই অঞ্চলটা প্রায়শই সরগরম থাকতো। অন্য একটি বিখ্যাত গৃহের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—বিখ্যাত এটর্ণীর কার্য্যালয় জি. সি. চন্দ্র এণ্ড কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব মালিক গণেশচন্দ্র চন্দ্রের গৃহখানি। তাঁরই বংশধর 'বিগ ফাইভে'র অন্যতম কলকাতা কর্পোরেশনের স্বর্গত মেয়র নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়। এই পথে আছে কলকাতা কর্পোরেশনের মৃতের সার্টিফিকেট সংগ্রহের কার্য্যালয়। হিন্দ সিনেমার একদিক পড়েছে এই পথে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মসজিদটি কিন্তু বহুকালের। যখন স্কোয়ারে ছিল জলের ট্যাঙ্ক, তখন পাম্পিং ষ্টেশনের মুসলমান মিস্ত্রীরা থাকতো স্কোয়ারের একটি ঘরে। এখন যেখানে মসজিদ সেখানে তারা নমাজ পড়তো প্রতি-দিন। পাম্পিং ষ্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময়ে মুসলমানরা রাতারাতি নাকি মসজিদটি নির্ম্মাণ ক'রে ফেলে এবং তদবধি মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্কোয়ারের পূর্ব্বদিকে ফর্বিজ ম্যানসনে কংগ্রেসের কলিকাতাস্থিত প্রথম কার্য্যালয় ছিল।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে আছে কয়েকটি পুরাণো দিনের দোকান। এস. সি. আঢ্যর বইয়ের দোকান ব্যতীত বিখ্যাত লৌহ-ব্যবসায়ী কে. সি. মুখার্জী এণ্ড সনের দোকান আছে। বৌবাজারের একাংশ পড়েছে এই পথে—যেখানে মশলা, ফুল আর মিষ্টির দোকানগুলি আছে। ভীমচন্দ্র নাগ, নবকৃষ্ণ গুঁই প্রভৃতির মিষ্টান্নের দোকান ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের অন্যতম আকর্ষণ। বৌবাজারের বাজারের পশ্চিম অংশের দ্বিতলে পূর্ব্বে ছিল বাঙালীর বিখ্যাত ওল্ড ক্লাব (Old Club)

ওয়েলিংটন স্কোয়ারেও আছে কয়েকটি ক্লাব। স্কুল অব ফিজিক্যাল কাল-চার তন্মধ্যে প্রধান। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট কলকাতার উল্লেখযোগ্য পথের মধ্যে একটি বিশিষ্ট পথ।

লালবাজার ষ্ট্রীট

লালবাজার ষ্ট্রীট বর্ত্তমানে লাল পাগড়ীর জন্য সুবিখ্যাত হলেও পূর্ব্বে এই পথটি বিখ্যাত হয়েছিল তৎকালীন হার্মনিক্ ট্যাভার্ণের জন্য। সে যুগের কলকাতায় সাধারণের ব্যবহারের বিশ্রামাগার ছিল না বললেই হয়। কেবলমাত্র লালবাজার ষ্ট্রীটে ছিল উক্ত হার্মনিক্ ট্যাভার্ণ এবং হোটেল লণ্ডন। এখন লালবাজার ষ্ট্রীটের সীমানা কমে গেছে। বর্ত্তমানের পথটি ডালহৌসী স্কোয়ার, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, মিশন রো'য়ের সঙ্গম থেকে লোয়ার চিৎপুর রোড এবং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল লাল গীর্জ্জা থেকে বৈঠকখানা পর্য্যন্ত লালবাজার ষ্ট্রীটের সীমানা। ইং ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই পথটি ছিল "The best street in Calcutta" অর্থাৎ কলকাতায় যত পথ আছে, তন্মধ্যে উৎকৃষ্টতম। এই উক্তিটি ক'রে গেছেন মিসেস কিণ্ডার্সলি। তিনি আরও বলেছেন—

> "Full of little shabby-looking shops called Boutiques, kept by the black people."

মিসেস কিণ্ডার্সলি যখন এরূপ মন্তব্য করেন, তখন লালবাজার ষ্ট্রীট নাকি সে যুগের কাষ্টম হাউস থেকে বৈঠকখানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টমাস লিয়নের পাট্টায় ইং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে লালবাজার ষ্ট্রীট "Avenue to the Eastward" নামে বর্ণিত হয়। লালবাজার ষ্ট্রীটের ইংরাজীতে বিভিন্ন বানান আছে। প্রথমে পথটির নাম হয় "Loll Bazar Street" এবং আপজনের মানচিত্রে "Laul Bazar Street" উল্লিখিত হয়। অতঃপর "Lall Bazar Street" নামাঙ্কিত হয় এবং এখন ঐ নামেই পথটি পরিচিত। লালবাজার ষ্ট্রীট নাম হওয়ার মূল কারণ এই যে, ডালহৌসী স্কোয়ার নামক যে পুষ্করিণীটিকে আমরা বাঙলায় লালদীঘি বলে থাকি, সেই পুকুরটির অবস্থিতি এই অঞ্চলেই। লাল-দীঘির সঙ্গে লালবাজার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং লালদীঘির জন্যই লালবাজার ষ্ট্রীট নাম হয়। The Great Tank অর্থাৎ সুবৃহৎ পুষ্করিণী ডালহৌসী

স্কোয়ার বা লালদীঘির—'লাল' কথাটির মূল উৎস কি ? এখানে দু'টি উৎস ব্যক্ত করা হচ্ছে। একটি ইংরাজদের মত এবং অন্যটি বাঙালীদের মত। ইংরাজদের মতও পরস্পরবিরোধী। অর্থাৎ দু'রকম তথ্য পাওয়া যায় ইংরাজী কেতাবে।

(১) ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে গঙ্গাতীরে সে যুগের পুরাণো কেল্লা অর্থাৎ Old Fort Williamটির রঙ ছিল ঘোর লাল। এই কেল্লাটির রক্তিম প্রতিবিম্ব পড়তো উক্ত পুষ্করিণীতে, যেজন্য পুকুরটিকে দেশীয়গণ লালদীঘি নামে অভিহিত করতো।

(২) লালবাজার ষ্ট্রীটের সংলগ্ন মিশন রো নামক পথে "দি ওল্ড মিশন চার্চ্চ" (বর্ত্তমানে যার নাম "ওল্ড চার্চ্চ চ্যাপলেন") আছে। এই গীর্জ্জাটিকে দেশীয়-গণ লাল গীর্জ্জা বলতো, কেন না গীর্জ্জাটির রঙও ছিল ঘোর লাল। এই গীর্জ্জাটিরও রক্তিম ছায়া পড়তো ডালহৌসী স্কোয়ারে, যেজন্য পুকুরটির নাম হয়েছিল লালদীঘি ! মিশন রোয়ের সম্পর্কে যখন পূর্ব্বে লেখা হয়েছে তখন এই গীর্জ্জাটিরও ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সে যুগের মিশন রোয়ের সম্মুখে এখনকার মত গৃহশ্রেণী ছিল না ; সুতরাং গীর্জ্জাটি লালদীঘি থেকে সোজাসুজি দেখতে পাওয়া যেত।

পুরাণো কেল্লার অন্য নাম ছিল "লাল কেল্লা বা Red Fort." সেই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের দলিল দস্তাবেজের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উইলসন সাহেব বলেছেন—

("It struck me, as I exposed this deep red plaster, that probably this factory bastion would be called the Lall Killa (Red Fort), and it suggested itself to me that the Lall Deggee (Red Tank) may have taken its name from the Red Fort.")

বাঙালীদের মতে, মহারাজা মানসিংহের বঙ্গে আগমনকালে তাঁর গুরু কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি চৌধুরী উপাধি দেন এবং কলিকাতায় কালী-ঘাট এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রচুর সম্পত্তি দান করেন। এই কামদেব থেকে

বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণের উদ্ভব। সাবর্ণ চৌধুরীদের সম্পত্তি ছিল ডালহৌসী অঞ্চলেও। তখন অবশ্য ডালহৌসী স্কোয়ার নাম ছিল না এবং ঐ অঞ্চলে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী বাড়ী ছিল। প্রতি বছর দোলের সময় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব হ'ত সাবর্ণ চৌধুরীদের শ্যামরায়ের বিগ্রহ মন্দিরে। তৎকালীন মান্যগণ্য ইংরাজগণও আমন্ত্রিত হ'তেন। দোলের দিনে এত বেশী ফাগ এবং আবির ব্যবহৃত হ'ত যে, উৎসবে যোগদানকারীগণ পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করলে পুকুরের জল পর্য্যন্ত লাল হয়ে যেতো এবং এই কারণে পুকুরটির নাম হয় লালদীঘি। সাবর্ণ চৌধুরীদের এই দোলোৎসবে লালবাজার ষ্ট্রীট জুড়ে বসতো বিরাট মেলা বা বাজার—যেজন্য এই পথটির নাম হয় লালবাজার ষ্ট্রীট। যাই হোক, লালবাজার ষ্ট্রীটের নাম সম্পর্কে মতদ্বৈধতা আছে।

লালবাজার ষ্ট্রীটের অন্য আরও একটি নাম ছিল; যথা, Great Bunglow Road. পথটির সীমানা বর্ত্তমানের আলোচ্য।

মিঃ টমাস লিয়নের পাট্টায় লালবাজার ষ্ট্রীট সম্পর্কে লিখিত আছে যে—

("The great road leading from Holwell's monument by the south front of the Court House to the Salt Water Lake and known by the name of Great Bunglow Road.")

বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং গবেষক উইলিয়াম কেরী বলেছেন—

("Lall Bazar is mentioned by Holwell, in 1738, as a famous bazar. * * * In 1788 Sir William Jones refers to the nuisance here of low taverns, kept by Italians, Spanish and Portuguese.")

লালবাজার ষ্ট্রীটের কোথায় কে জানে, ইং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে উন্মুক্ত হয়েছিল "The Baptist Chapel" বা 'দি ব্যাপ্টিষ্ট চ্যাপেল'। এই চ্যাপেলটি প্রধানতঃ তিনজন মিশনারী—যথা, কেরী, মার্সম্যান এবং ওয়ার্ডের উৎসাহ ও উদ্যোগে এবং প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে তৈয়ারী হয়েছিল। এই তিনজনই ছিলেন চ্যাপেলটির প্রথম প্যাষ্টর। ধনবসতির

মধ্যে চ্যাপেলটি গঠিত হয়েছিল। চ্যাপেলটির পার্শ্ববর্ত্তীস্থ দরিদ্র ইংরাজ এবং বিশেষভাবে তখনকার জাহাজের নাবিকগণ যাতে আরাধনার জন্য চ্যাপেলটিতে যাতায়াত করে, তজ্জন্য চ্যাপেলের কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টার অন্ত ছিল না। ক্রমে সাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সাহায্যে চ্যাপেলটি পরিচালিত হতে লাগলো এবং অত্যন্ত অল্প অর্থ সাহায্য পাওয়ায় সেই টাকায় চ্যাপেল-গৃহটির পরিবর্দ্ধন এবং সংস্কার করা হয়েছিল। বর্ত্তমানে কোথায় সেই চ্যাপেলটির অস্তিত্ব?

লালবাজার ষ্ট্রীটে এখন যেখানে পুলিস ষ্টেশন, সেখানে ছিল সে যুগের "Marchant Prince" জন পামারের বাসগৃহ। এই পামারের পিতাকে ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁর সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। জন পামার দাতা হিসাবেও খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর আতিথেয়তাও ছিল সর্ব্ব-জনবিদিত। তিনি সে যুগে দু'জন গভর্ণর জেনারেলকে এই গৃহে নিমন্ত্রণ ক'রে প্রচুর সম্মান প্রদর্শন ও আপ্যায়িত করেছিলেন। ইং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষাশেষি জন পামারের গৃহটি তৎকালীন সরকার নিজ ব্যয়ে কিনেছিলেন এবং গৃহটির পরিবর্দ্ধন ও সংস্কারের নিমিত্ত ব্যয় করেছিলেন প্রচুর টাকা। পূর্ব্বে কলকাতা পুলিসের সীমানা ছিল আট স্কোয়ার মাইল। তখন কমিশনার অব পুলিসকে বঙ্গদেশস্থ লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত করতেন। এই কমিশনার থাকতেন সমগ্র পুলিস বাহিনীর খোদকর্ত্তা এবং 'জাষ্টিস অব দি পিস'। অন্যান্য জেলের পরিদর্শকও থাকতেন কমিশনার। পুলিসের প্রধান কার্য্যালয়ে কমিশনার বাসগৃহ পেতেন। ডেপুটি কমিশনার অব পুলিসও লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং কমিশনার যে কোন আদেশ দিলে তিনি সেই কর্ত্তব্য পালন করতেন। তখন কলকাতা পুলিসের অধীনে কলকাতা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—উত্তর, দক্ষিণ এবং কলকাতা। প্রত্যেক বিভাগ একএকজন ইন্সপেক্টরের অধীনে থাকতো। পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের একটি 'ডিটেকটিভ' বিভাগ থাকতো। তখন ৩ জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ২৫ জন ইন্সপেক্টর, ৮ জন দারোগা, ৩১ জন সার্জেণ্ট, ৬৯ জন কর্পোরাল, ৫১ জন স্পেশাল কনষ্টেবল এবং ১,১০০ জন কনষ্টেবল ছিল। মামলা-মোকদ্দমা উত্তর কলকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দক্ষিণ কলকাতায়

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক পরিচালিত হ'তো। তখন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তিনদিন মামলার বিচার হ'তো যখন তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট একত্র হতেন। এই তিনজন নিজেদের মধ্যে একজনকে সভাপতি মনোনীত করতেন। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটির মামলার বিচার করতেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলসনের "The Old Fort William" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮১ পৃষ্ঠায় কলকাতায় সেতু এবং নালা সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি Extracts from Bengal Public Consultations থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন—

("John Olifize, Surveyor of the works, now delivers in His Report of Bridzes and Drains about the town persuant to an Order of Council, the 21st Ultimo.")

এই বিবৃতির সঙ্গে কলকাতায় সেতু সংস্কারের একটি তালিকা আছে এবং তালিকাটিতে লালবাজারের সেতুরও উল্লেখ আছে। উক্ত বিবৃতি ইং ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। বিবৃতিতে আরও উল্লিখিত হয়—

("Ordered that the said report be entered after this Consultation and that the necessary repairs be given to Bridzes and Drains mentioned therein by the Buxey...")

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লালবাজারে বাঘবিক্রীর একটি বিজ্ঞাপন "ক্যালকাটা গেজেট" থেকে উদ্ধৃত করেন। বিজ্ঞাপনটির তর্জ্জমা এই—

ইং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বরের একটি বিজ্ঞাপন হইতে প্রকাশ—
("২৩০নং লালবাজারে মিঃ স্মিথের দোকানে একটি Royal Bengal Tiger বা সুন্দরবনের বৃহৎ বাঘ বিক্রয়ার্থে আনানো হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চারিমাস বয়স্ক দুইটি বাঘের ছানা ও একটি চিতাবাঘও বিক্রয় করা হইবে। গ্রাহকগণ স্বচক্ষে দেখিয়া বাঘের মূল্যাদি স্থির করুন। বাঘ দেখিবার জন্য ইহার রক্ষককে আট আনা বকশিশ দিতে হয়।")

লালবাজার এবং মিশন রোয়ের সঙ্গমে পুরাতন থিয়েটার বা Old Play House ছিল। কলকাতা অবরোধকালে নবাব-সৈন্ত এই রঙ্গালয়টি দখল করে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র করেন। এই থিয়েটার গৃহটিই ইংরাজদের প্রথম রঙ্গালয়। রঙ্গালয়টি অবস্থিত ছিল লালদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ইং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রঙ্গালয়টি সাধারণের চাঁদায় এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস, বারওয়েল, মনসন, ইম্পে এবং সুপ্রীম কোর্টের কর্ম্মীদের প্রদত্ত অর্থে গঠিত হয়। তখন কলকাতায় ইংরাজদের কোন ভজনালয় বা গীর্জ্জা না থাকলেও রঙ্গালয় ছিল। ইং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জন্ গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে ইং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্রোভের সঙ্গে ফিলিপ ডর্মার ষ্ট্যানহোপ বলেন—

("There was a noble play-house. but no church, the want of which is supplied by a spacious apartment in the old Fort, adjoining to the room so well-known by the name of the Black Hole.")

এই রঙ্গালয়টি নবাব-সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয় এবং নীলামের কেন্দ্র হয়। কলকাতা অধিকার করে রাইটার্স বিল্ডিঙের পেছনে ইংরাজগণ অন্য একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করে।

লালবাজার ষ্ট্রীট ছিল "the best street in Calcutta" অর্থাৎ "কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে ভাল পথ",—কথাটি পূর্ব্বেই আমি উল্লেখ করেছি। কেন ছিল তা বলা হয়নি। পথটির দুপাশে ছিল সুরম্য উদ্যান, যেগুলি থাকতো পুষ্প ও বৃক্ষে সুশোভিত। আর ছিল সে যুগের কলকাতার উৎকৃষ্টতম গৃহদ্বয়—যে গৃহ দু'টিতে ছিল দু'টি বিখ্যাত বিশ্রামাগার। যথা—দি 'হার্মনিক ট্যাভার্ণ' এবং 'হোটেল লণ্ডন'। এই দুটো হোটেলের অবস্থিতির দরুণ লালবাজার তখন হয়ে উঠেছিল কলকাতার বিশিষ্টতম আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র। সেকালের বল-নাচ, গান, সভা-সমিতি, অভিনয় প্রভৃতি এই হার্মনিকেই চলতো। তৎকালীন প্রচুর নামজাদা ইংরাজ, যাঁরা অতীত যুগের ইতিহাসে নাম রেখে গেছেন, তাঁদের অনেকেই বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগার্থে হার্মনিকে যেতেন। দিনের শেষে অসংখ্য বর্ত্তিকা প্রজ্জলিত হার্মনিকের

কক্ষগুলি অতি সুন্দর দৃশ্যের বিকাশ করতো। তখন "টাউন হল" বা সাধারণের সভার জন্য কোন জায়গা না থাকায়, উক্ত হার্মনিকে সাধারণের জমায়েত হওয়ার প্রধান আড্ডা ছিল। ইং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের ক্যালকাটা গেজেটের একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করি—

("গত সোমবার কলিকাতাবাসী জনসাধারণ ও গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ হার্মনিক ট্যাভার্নে সমবেত হইয়া বিদায়প্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবকে একটি অভিনন্দন দিবার জন্য মহাসভা করেন। মাত্র তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অভিনন্দন-পত্র সর্ব্বজন স্বাক্ষরিত হয়। ২৬০টি স্বাক্ষর সম্বলিত এই অভিনন্দনপত্র পরদিন মধ্যাহ্নে গভর্ণর সাহেবকে দেওয়া হয়।")

তখন শীতকাল। সম্ভ্রান্ত এবং বিশিষ্ট ইংরাজগণ পক্ষকাল অন্তর পালা করে একেকজনের নিজ ব্যয়ে নাচ-গান ও পার্টির ব্যবস্থা করতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী ফে'র কথা শুনুন—

("I felt far more gratified some time ago when Mrs. Jackson procured me a ticket for the Harmonic, which was supported by a selected number of gentlemen, who in alphabetical rotation, give a concert, ball and supper, during the cold season, I believe, once a fortnight.")

এই হার্মনিকের পার্শ্বস্থ গৃহে ইং ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে জেনারেল পোষ্ট অফিস স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কিছুদিনের জন্য। উইলিয়াম কেরী তাঁর Good old days of Honorable John Company গ্রন্থে লিখেছেন—

("A notice of the 1st April, 1800, states that the General Post Office was to be removed on the 4th to the house in the Bowbazar next door that commonly known by the name of the Old Harmonic.")

পুরাণো হার্মনিক কিছুকালের জন্য বন্ধ ছিল। তখন চালু ছিল হোটেল লণ্ডন। ইং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে, পুনরায় হার্মনিক উন্মুক্ত হওয়ার

বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ায় 'হোটেল লণ্ডন'ও বেশ একটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন লটকায়। বিজ্ঞাপনটি এই—

("They flatter themselves with the hopes of some encouragement and support from a generous public, when they solemnly declare that they did not know that the Harmonic House would be again opened as a tavern, when they contracted with a builder, about two months ago to erect a large and commodious Assembly Room, 99 feet long and 36 feet wide, and which the builder has engaged to finish by the 14th November next. In case the room shall not appear to be sufficiently dry, they humbly hope the subscribers will be contented with their present rooms, one of which is 68 feet by 22, for a short time.")

বিজ্ঞাপনটি পড়লে অনুমান করা যায় যে, হোটেল লণ্ডন এবং হার্মনিকের সঙ্গে পরস্পরের বেশ সহযোগিতা ছিল। হার্মনিক উন্মুক্ত হওয়ায় হোটেলটির দ্বারপথে নোটীশ বা বিজ্ঞপ্তি লেখা থাকতো যে, 'No hookahs to be admitted upstairs." অর্থাৎ "উপরে কোন হুঁকা লইয়া যাওয়া নিষেধ"।

হোটেল লণ্ডনে তখন একজনের আহার্য্যাদির মূল্য ছিল একটি সোনার মোহর। এই দামে শুধু খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেতো ; মদ প্রভৃতি অন্যান্য পানীয়ের জন্য পৃথক মূল্য ধার্য্য ছিল। এক রেকাবী কফির মূল্য ছিল এক টাকা। লালবাজার ষ্ট্রীট এবং মিশন রোয়ের সঙ্গমে ছিল সে যুগের মেয়র্স কোর্ট। তখন কোথাও কোন নির্দিষ্ট আদালত গৃহ না থাকায় এই মেয়র্স কোর্টে আদালতের কাজ চলতো। এই গৃহটিই ছিল "এ্যামব্যাসেডর্স হাউস" বা দূতাবাস। ইং ১৭২৭ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ইং ১৭২৮ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মেয়র্স কোর্ট প্রোসিডিঙের প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে : Court held at the Ambassador's House, ইং ১৭২৭

অংশেই মেয়র্স কোর্ট স্থাপিত হয়, যেজন্য গৃহটির অন্য নাম ছিল কোর্ট হাউস। এখানে ইম্পে এবং হাইড প্রভৃতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের পূর্ব্বানুগামীগণ বহুকাল যাবৎ কাজ করেছিলেন। সুদৃশ্য ভেলভেটের কুশনে ধড়াচূড়া পরিহিত হয়ে মেয়র বসতেন। লাল পোষাকের ন'জন অল্ডারম্যান থাকতেন। ইং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মেয়র্স কোর্ট প্রসঙ্গে ওর্‌মি বলছেন—

("A very spacious house of one floor in which the Mayor's Court and assizes used to be held.")

কলকাতা অবরোধের সময়ে মেয়র্স কোর্ট ভগ্নপ্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে পুনর্নির্ম্মিত হয়। বিখ্যাত চিত্রকর টমাস ড্যানিয়েল অঙ্কিত কলকাতার উল্লেখযোগ্য গৃহাদির চিত্রের মধ্যে মেয়র্স কোর্ট অন্যতম ছিল। এই চিত্রে দ্বিতল গৃহটি অঙ্কিত হয়। নীচের তলায় আদালত বসতো এবং দ্বিতলে দুটি সুবৃহৎ সভা-কক্ষ ছিল। ডাচ এ্যাডমিরাল ষ্ট্যাভারনিয়াশ মেয়র্স কোর্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

("Over the Court House are two handsome assembly rooms. In one of these are hung up the portraits of the King of France and of the late Queen, as large as life, which were brought up by the English from Chandern-nagore, when they took the place.")

মেয়র্স কোর্টের গৃহটি ছিল একটি "চ্যারিটি স্কুল"। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই স্কুলের কর্ত্তাদের মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ভাড়া দিতেন। কোম্পানীর কাউন্সিলের সভ্যগণের মধ্য থেকে বিচারক নির্ব্বাচিত হ'তেন—যাঁদের নাম ছিল অল্ডারম্যান। অনেক বিচারক সামান্য অছিলায় কাছারীতে অনুপস্থিত থাকতেন। এইজন্য কোম্পানী আদেশ দেন—

"যদি কোন নির্ব্বাচিত অল্ডারম্যান বা বিচারক কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হইবে।"

এখানে ইং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের চার বছর পূর্ব্বের মেয়র্স কোর্টের খরচের একটি হিসাব উদ্ধৃত করছি—

(১) চ্যারিটি স্কুলের বাড়ীর ট্রাষ্টিদের বাড়ীভাড়া বাবদ মাসিক ৩০৲ (আর্কট টাকা) হিসাবে চার মাসের জন্য ১২৯৷৴১০

(২) অল্ডারম্যানগণের বিচার-পরিচ্ছদ বা গাউন তৈয়ারীর জন্য তাফ্তা কাপড় খরিদ ১২৸৴১৫

(৩) আদালতের হুকুমানুযায়ী আদালতে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে সকল সেরেস্তার নকল রাখার জন্য মুহুরীর মজুরি ৬৪৸০

(৪) মোমজামা কাপড় খরিদ ১৲

(৫) বিচারকদের বসিবার জন্য কুশনের ভেলভেট, মখমল খরিদ ৩৭।৫

(৬) ইণ্টারপ্রিটার বা দ্বিভাষীর বেতন ২০৲

(৭) আদালতের পাহারার জন্য দুইজন এই দেশীয় জমাদার ২।০ হিসাবে ৪৷০

(৮) ২ জন অল্ডারম্যানের পকেট খরচ ১৫৲ হিসাবে ৩০৲

(৯) ২ জন ইউরোপীয় কোর্ট-সার্জেণ্ট বা দারোগা সাহেব ১০৲ হিসাবে ২ ৲

(১০) আলোকের জন্য ৬ মাসের মোমবাতি খরিদ ১০৲

(১১) একজন ব্রাহ্মণ ৩।০

(১২) একজন মেথর ১৲

মেয়র্স আদালতের ফলিও পুস্তকে (Folio-Book) মোকদ্দমার বিবরণ রেজিষ্ট্রী করবার জন্য প্রতি পেজে ৷৴০ হিসাবে ফিঃ নেওয়ার রীতি ছিল।

লালবাজার ষ্ট্রীট এবং বেণ্টিক ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে ছিল কলকাতার প্রথম কারাগার। এই পুরাণো কারাগারের সংলগ্ন ছিল কালেক্টর অব ক্যালকাটার কার্য্যালয়। ইং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের হাউস অব কমন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে পাওয়া যায়—

> ("...An old ruin of a house, formerly the residence of some black native.")

এই কারাগারে বিখ্যাত সাংবাদিক (যিনি বাষ্টিডের মতে "a worthless man; but as the pioneer of the Indian Press") জেমস্ অগাষ্টাস হিকি ওয়ারেণ হেষ্টিংস এবং ইম্পের বিরুদ্ধে তাঁর কাগজে কড়া লেখার দরুণ

কারারুদ্ধ ছিলেন। সিরাজ কর্তৃক কলকাতা অবরোধের সময়ে কারাগারটি "ব্যাটারি" হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বৃটিশ মিউজিয়াম প্ল্যানে উল্লিখিত হয় "Batarie de Lal Bazar. কারাগারের পাশে ছিল সেলর্স হোম (Sailors Home) এবং এই গৃহটিতে ছিল হার্মনিক ট্যাভার্ণ এবং ইহা ভবিষ্যতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে পরিণত হয়।

সে যুগের লালবাজার ষ্ট্রীটে ছিল একাধিক প্রেস বা ছাপাখানা। ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চের সমাচার দর্পণে "ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান" গ্রন্থটির বিষয়ে এরূপ পাওয়া যায়—

("শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জ্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে। সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই কলমে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহাদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকট কিংবা (মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিংবা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।")

হিন্দুস্থানী প্রেসও ছিল লালবাজার ষ্ট্রীটে। ইং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত অন্য একটি অভিধান, যার নাম "ইঙ্গুলিস দর্পণ"। পুস্তকটির আখ্যাপত্রে লালবাজার ষ্ট্রীটের নামোল্লেখ আছে।

এখনও এখানে একটি বিখ্যাত প্রেস আছে, যার নাম মেসার্স এস. মিলার কোং। এই রাস্তায় সাইকেলেরও দোকান আছে কয়েকটি। আর. বি. দাস কোম্পানীর বাদ্যযন্ত্রের দোকান ও বিখ্যাত ঔষধ-বিক্রেতা সি. রিঙ্গার কোম্পানীর দোকান এই রাস্তায় অবস্থিত। ৮নং লালবাজার ষ্ট্রীটে র‍্যালী ব্রাদার্সের কার্য্যালয় ছিল। এখানে কয়েকটি বৃহৎ অট্টালিকা আছে, উহাতে বহু ব্যবসায়ীর কার্য্যালয় অবস্থিত। অট্টালিকাগুলির মধ্যে মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং, নর্টন বিল্ডিং ও বিকানীর বিল্ডিং উল্লেখযোগ্য।

For Sale !

"For sale, that upper-roomed garden-house with about five bigghas of land, on the road leading from Chowringhee to the burial ground, which formerly belonged to the Moravions. It is very private from the number of trees on the ground, and having lately received considerable additions and repairs, is well adapted for a black family." —Calcutta Gazette of 6. 3. 1788.

ক্যালকাটা গেজেটে উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন যিনি প্রচারিত করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন জমির মালিক এবং বিত্তশালী ব্যক্তি। কথাটি সত্য। লর্ড কর্ণওয়ালিশ এবং ওয়েলেসলির সমকালীন ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যবসায়ী উইলিয়াম ক্যামাক উক্ত বিজ্ঞাপনের প্রচারক। কলকাতায় তাঁর প্রচুর জমি জায়গা ও ঘরবাড়ী ছিল। তিনি ছিলেন ত্রিপুরা এবং পরে ঢাকা আদালতের বিচারক। এই উইলিয়াম ক্যামাকের স্মৃতিস্বরূপ "ক্যামাক ষ্ট্রীট" নামাঙ্কিত হয়। পথটি পার্ক ষ্ট্রীট থেকে লোয়ার সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সর্ব্বপ্রথমে পথটি "ডানকান সাহেবকা বস্তী কা রাস্তা" নামে পরিচিত ছিল দেশীয়দের কাছে। ইং ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের উডের মানচিত্রে পথটির উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং আপজনের মানচিত্রে পথটির অবস্থিতি অঙ্কিত থাকলেও কোন নামাঙ্কন পাওয়া যায় না। ডানকান সাহেবের বস্তীর একভাগ উড ষ্ট্রীটে ছিল। সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কার্য্যালয় প্রস্তুতের জন্য ডানকানের বস্তীর উক্ত বিভাগটি বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া হয়। ক্যামাক পরিবার সে যুগের ইতিহাসে বিভিন্ন সূত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উইলিয়ামের সহোদর বার্জেশ ক্যামাক ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলির এডিকং। ক্যামাক ষ্ট্রীট প্রসঙ্গে শ্রীমতী ব্লিচেনডেন বলছেন.—

("The custom of naming streets after the most important

resident has perpetuated the memory of Sir Henry Russell, a former Chief Justice, of Sir John Royds, a judge of the Supreme Court, who lived in the house afterwards the Doveton College; and of Lieutenant Camac, an Engineer officer, who, when the town was spreading southward, took up land in a hitherto unbuilt locality, and erected dwelling-houses as a speculation—as did Colonel Wood, another Engineer officer, on an adjoining piece of land.")

শ্রীমতী ব্লিচেনডেনের লেখায় উইলিয়াম ক্যামাকের স্থপতি হিসাবে পরিচয় পাওয়া গেল এবং তিনি যে লেফটেন্যাণ্ট ছিলেন, তাও জানা গেল। উইলিয়ামের অন্যান্য ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যাকব ক্যামাক ছিলেম প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি ইং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ৮৪ নং রেজিমেণ্টে যোগ দেন এবং এই বছরেই 'লেফটেন্যামেণ্ট' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরাজের পক্ষ থেকে ইং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে বেশ কয়েক বছর যাবৎ ২৪ নং বেঙ্গল ইনফ্যানট্রি পরিচালনা করেন। তিনি পপাসের অধীনে ১৭৭৯ অব্দে সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করেন। ১৭৮১ অব্দের জানুয়ারীতে তিনি লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল হন। ১৭৮২ অব্দে কার্য্যে বিরতি দিয়ে তিনি জরাক্রান্ত হয়ে আয়ার্ল্যাণ্ডে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক মিঃ ফ্রেজার 'British India" গ্রন্থে জ্যাকবের নামোল্লেখ ক'রেছেন। যথা—

("The Marathas sought French aid, and the Bombay Government again expoused the cause of Raghuba. Four thousand men and six hundred Europeans were despatched from Bombay under colonels Egerton, Cockburn, and Camac to force the English alliance and Raghuba on the Poona regency, while Hastings sent an

envoy to win the Bhonsla ruler of Nagpur from joining the western Marathas.")

ক্যামাক ষ্ট্রীট পথটি ছায়াসুশীতল। পথের দুপাশে আছে বৃক্ষসারি, আর আছে উদ্যান সংলগ্ন গৃহাদি। এখানে অবশ্য ফ্লাট বাড়ীই বেশী আছে। কত যুগের ক্যামাক ষ্ট্রীটে এখনও খুঁজলে হয়তো কোম্পানীর আমলের বাড়ীও দু'চারটে মিলবে। ডানকান সাহেবের বিরাট বস্তী ভেঙ্গে ফেলে দেওয়ায় পথটি অধিকতর সুদৃশ্য হয়ে উঠেছে। এখনও রিক্সাওয়ালা বা ফীটন গাড়ীর গাড়োয়ানরা পথটিকে "ডানকান সাহেব কা বস্তী কা রাস্তা"ই বলে থাকে। এই পথে প্রচুর গণ্যমান্য লোকের বসতি আছে। যথা—

মিঃ ডি. জে. কোহেন, বোর্ড অব রেভিনিউয়ের শ্রীসত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস, লেঃ কর্নেল কে. কে. চট্টোপাধ্যায়, আজিমগঞ্জের রাজা, ডাঃ এস. কে. দত্ত এবং ডাঃ পি. সি. দত্ত, মিঃ জে. কার্মাইকেল, মিঃ সি. সি. বেনেট প্রভৃতি। এই পথে মেসার্স বাথগেট কোম্পানীর দোকান ব্যতীত আছে বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী লিমিটেডের বিভাগীয় কার্য্যালয়।

ক্যামাক ষ্ট্রীট একেবারে সোজা পথ। এই পথটি দেখলে মনে হয় না ইহা গ্রামবহুল বাঙ্গালা দেশের পথ, মনে হয় ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের কোন একটি পথ

ভ্যান্সিটার্ট রো

"Numberless are the instances of men of all degrees whose blood he had split without the least assigned reason."

—Henry Vansittart

:৩ উল্লেখিত "লর্ড ক্লাইভের গর্দ্দভ" বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের বিষয়ে যিনি ব'লে গেছেন উপরিউক্ত বাক্যসমষ্টি, তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেণ্ট ও বাঙলা গভর্ণর হেনরী ভ্যান্সিটার্ট। উক্ত ইংরাজী কথাগুলির বঙ্গানুবাদ করলে এই দাঁড়ায়, "তিনি (মীরজাফর) সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া অকারণে রক্তপাত করিয়াছিলেন, যাহার অসংখ্য ঘটনা আছে।" এই ভ্যান্সিটার্টের স্মৃতিস্বরূপ ভ্যান্সিটার্ট রো নামাঙ্কিত হয়। এই পথটি একটি কাণা গলি (Blind Lane) হ'লেও ভ্যান্সিটার্ট একজন অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে ভ্যান্সিটার্টের সম্পূর্ণ জীবনী ব্যক্ত ক'রে তাঁর বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য জানানো যাবে। ভ্যান্সিটার্ট ইং ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আর্থার ভ্যান্সিটার্ট। তিনি রিডিং এবং উইনচেষ্টারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি মাদ্রাজে অন্যতম রাইটার (Writer) হয়ে যান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে ইং '৪৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি সেণ্ট ডেভিড দুর্গে যান '৪৬ অব্দে এবং সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গের ফ্যাক্টর হন '৫২ অব্দে। অতঃপর লর্ড ক্লাইভের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং '৫৪-৫৫ অব্দে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ইংরাজের পক্ষ থেকে কথাবার্ত্তা চালাতে থাকেন। তিনি '৫৯ অব্দে কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য হন। হলওয়েলের উত্তরাধিকার-রূপে ইং '৫৯ অব্দের ২৩শে নভেম্বর বাঙলার গভর্ণর মনোনীত হন। '৬০ অব্দের ২৭শে জুলাই গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি বাঙলার তৎকালীন সুবেদার মীরজাফরকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে সেই পদ দেন। কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে ইংরাজগণের ব্যবসা চালনায় বাধা দেওয়ায় কাউন্সিলের সদস্যবর্গ এবং কোম্পানীর

কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে মতবিরোধ হয়। এতদ্ব্যতীত মীরকাশিমকে মীরজাফরের পদ দেওয়াতেও তার সঙ্গে কাউন্সিলের সদস্যদের কলহ হয়। এই মতবিরোধের ফলে মীরকাশিমকে বিতাড়িত ক'রে পুনরায় মীরজাফরকে গদী দেওয়া হয়। '৬৩ অব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। বাঙলার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য স্ক্র্যাফটন এবং ফোর্ডির সঙ্গে ভারতবর্ষে পুনরায় আগমনকালে তিনি '৬৯ অব্দে কেপ টাউনে পৌঁছে অতঃপর সমুদ্রে 'আরোরা' জাহাজডুবিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। আরোরা জাহাজডুবিতে তাঁর সহযাত্রী কবি ফ্যাল্‌কণার এবং আইল্যাণ্ডের আবিষ্কর্ত্তা পিট্‌কেইর্‌ন্‌ও ছিলেন।

ঐতিহাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর "কলিকাতা—সেকালের ও একালের" গ্রন্থে সেকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভ্যান্সিটার্টের মৃত্যুর সংবাদ উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত সংবাদে ভ্যান্সিটার্টের মৃত্যুর কারণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কেন না তিনি জাহাজডুবিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। যাই হোক, সংবাদটি আমি উদ্ধৃত করছি। যথা—

"গত ৭ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণে, গবর্ণর হেনরি ভ্যান্সিটার্ট কয়েকদিবসব্যাপী পীড়ার পর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজ ও এদেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের তিনি প্রিয় ছিলেন। কোম্পানীর লবণ বিভাগের আয়, এই ভ্যান্সিটার্ট সাহেব পঞ্চাশ লক্ষে দাঁড় করাইয়াছিলেন। এদেশীয় যে সমস্ত লোক তাঁহার অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, তাহারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিত। তিনি তাহাদের সমস্ত ন্যায্য অভাব-অভিযোগ শুনিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। আরবী ও পারসী ভাষাতেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আরবী হইতে তিনি অনেকগুলি পদ্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। পারসী হইতে আলমগীর (ঔরঙ্গজেব) বাদশার রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরের ঘটনার এক ইংরাজী ইতিহাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি একজন উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।"

এক্ষণে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গে ভ্যান্সিটার্টের রাজনৈতিক

যোগাযোগের বিষয় ক্রমে ক্রমে বলা যাক। ক্লাইভের স্বদেশ প্রত্যাগমনে হলওয়েল সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনরূপে কিছুকালের জন্য কোম্পানীর অধ্যক্ষের পদে ছিলেন। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত আছে দেখে কোম্পানীর অন্যান্য কার্য্য স্বীকার ক'রে ক্রমে কলকাতার জমিদার (তহশীলদার) পদে উন্নীত হন। জমিদার হলওয়েল অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ এবং কৃষ্ণবল্লভকে দিয়ে অন্যায় উপায়ে অর্থলাভ করায় সহযোগীবর্গ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও কলকাতার হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হয়ে বিশিষ্টরূপে আত্মোদর পূরণের একটা ব্যবস্থা না ক'রে তিনি কি স্থির থাকতে পারেন? সিরাজের কলকাতা আক্রমণকালে ড্রেক প্রভৃতি পলায়ন করলে, হলওয়েল বাধ্য হয়ে কলকাতায় থেকে অন্ধকূপে (?) নিষ্কৃতি পেয়ে মুর্শিদাবাদে যেভাবে কারাক্লেশ ভোগ করেন, সেই সমস্ত বিষয়ে স্বরচিত কাহিনী প্রচার দ্বারা কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের অনুগ্রহে প্রথমে কলকাতার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে উচ্চতম পদ অধিকার করতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁর কীর্ত্তিকলাপ অচিরে প্রকাশিত হ'লে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁকে কর্ম্মচারীদের মধ্যে নবরূপে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে আর অধ্যক্ষ না ক'রে মাদ্রাজ থেকে হেনরী ভ্যান্সিটার্টকে আনান। সম্ভ্রম রক্ষার জন্য হলওয়েল তখন পদত্যাগে বাধ্য হন। এই প্রথম ভ্যান্সিটার্টের কলকাতায় পদার্পণ হয়। কলকাতায় পৌঁছে ভ্যান্সিটার্ট দেখলেন যে, বাঙলার চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত প্রবল। মীরণের অকালমৃত্যু এবং সৈন্যগণ বেতন না পাওয়ায় জাফর আলি খাঁ তখন খুবই বিব্রত। ভ্যান্সিটার্টের নিয়োগে হলওয়েলও অপমানের জন্য যাতে বাঙলার একটা বিপ্লব হয়, সেইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন। ভ্যান্সিটার্ট এই অবস্থায় কিছুটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য লর্ড ক্লাইভ দেশযাত্রার পূর্ব্বে পত্রাদিযোগে হলওয়েলের এবং তাঁর সৃষ্ট পরিস্থিতির বিষয়ে ভ্যান্সিটার্টকে অনেক বিষয় অবগত ক'রেছিলেন এবং তাঁর সুবিধার জন্য কয়েকটি কাগজপত্রও প্রস্তুত করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এত আয়োজন সত্ত্বেও হলওয়েলের মত বাস্তুদেবতার হস্ত ছেড়ে ওঠা ভ্যান্সিটার্টের সাধ্য ছিল না। অগত্যা হলওয়েল সর্ব্বকার্য্যের মূলাধার হ'লেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই

মীরজাফরের শাসনের দোষসমূহ অতিরঞ্জিত ক'রে এক সুবৃহৎ স্মারকলিপি প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র তখন প্রযুক্ত হ'ল। মীরকাশিম যে মীরণের দেওয়ানী লাভের অভিলাষী, এরূপ প্রকাশ করা হ'ল। খোজা পিত্র মধ্যস্থতা করলো। মীরকাশিমের পক্ষে ইংরাজ সিলেক্ট কমিটি সন্ধিপত্র স্থির করলেন ইং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর। সন্ধিপত্রে দস্তখত করলেন ভ্যান্সিটার্ট, কেলড., হলওয়েল, সমার এবং ম্যাগোয়ার। সন্ধিপত্রে কর্ণাট প্রদেশের যুদ্ধের খরচা বাবদ মীরকাশিমের নিকট থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং কাউন্সিলের মহারথিগণের প্রাপ্য টাকার কথা থাকলো। কাউন্সিলের সদস্যগণের প্রাপ্য এরূপ ধার্য্য করা হল। যথা—

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট	৫০০০০০৲
হলওয়েল	২৭০০০০৲
ম্যাগোয়ার	১৮০০০০৲ (নগদী)
	এবং পাঁচ হাজার মোহর
	অর্থাৎ ৭৫০০০৲
স্মিথ	১৩৪০০০৲
মেজর ইয়র্ক	১৩৪০০০৲
কর্ণেল কেলড.	২০০০০০৲

২রা অক্টোবর তারিখে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট কেলড. সহ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করলেন। অতঃপর ভারতেতিহাসে নবাবী আমলে কি কি ঘটেছিল সেই সকল ইতিবৃত্ত কারও অবিদিত নেই। যাই হোক, হলওয়েলের সঙ্গে একত্র হয়ে ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরকে বিতাড়িত করেন এবং মীরকাশিমকে নবাবী দেন। ভ্যান্সিটার্ট ইং ১৭৬০-১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙলার গভর্ণর ছিলেন। তাঁহাকে এই পদ দেওয়ায় কাউন্সিলের সদস্যগণ রাগান্বিত হন এবং ইং ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁরা একটি প্রতিবাদপত্র পেশ করেন, যেজন্য ডিরেক্টর-গণ প্রতিবাদপত্রে দস্তখতকারীদের বরখাস্ত করেন। গভর্ণরের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় ভ্যান্সিটার্ট ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। অতঃপর তিনি পার্লামেণ্ট ফর রিডিঙের সদস্য এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম মালিক হন।

মিডলটন রোয়ে এখন যেখানে লরেটো কনভেণ্ট এবং যেটি সার এলিজা ইম্পের আবাস-গৃহ ছিল, সেটি একদা হেনরী ভ্যান্সিটার্টের সম্পত্তি ছিল। কনভেণ্টের প্রবেশপথের দেয়াল-গাত্রে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

("This house was the garden house of Henry Vansittart, Governor of Bengal, from 1760—64. It was occupied by Sir Elijah Impey, the first Chief Justice of the Supreme Court, Calcutta from 1774—82, and also by Bishop Heber for a few months in 1824")

এই উদ্যানবাটী ক্রয়ের জন্য ভ্যান্সিটার্ট দস্তুরমত অর্থব্যয় করেন। এখানে Extract from a General Letter from Bengal to the Court পত্রটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি,—

("Agreeable to your directions in the 40th paragraph of your commands of the 19th February, 1762, the President has paid the purchase money of the Garden House, and the cost of the outhouses built since...")

ভ্যান্সিটার্ট রো ডালহৌসী স্কোয়ারের দক্ষিণে হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কের গৃহের সংলগ্নে অবস্থিত। হেনরী কটন বলছেন—

("Vansittart Row is a short cut de-sac issuing from Dalhousie Square, and will be found immediately to the west of Wellesley Place. It is shown in both the maps of 1784 and 1794, and there can be little done that it is named after Henry Vansittart, who succeeded as Holwell as Governor of Bengal in 1760 and held the office until 1764.")

ভ্যান্সিটার্ট রোয়ে বিড়লার বিজ্ঞাপনের কার্য্যালয় ব্যতীত আরও কয়েকটি অফিস বর্ত্তমান। পথটিকে পথ ব'লেই মনে হয় না। মনে হয় বুঝি বা কোন গৃহের প্রবেশ-পথ।

চৌরঙ্গী রোড

কলকাতায় চৌরঙ্গী অঞ্চল বর্তমানে স্বর্গতুল্য!

ছায়াছবির প্রেক্ষাগার, বিভিন্ন কোম্পানীর শো-রুম, হোটেল রেস্তোরাঁ, বাহারী পোষাকের দোকান, ফটো তোলার ষ্টুডিও, বইয়ের ষ্টল একপাশের ফুটপাতে,—বিপরীত দিকে ফাঁকা গড়ের মাঠ। গৃহ-স্থপতির হরেকরকম চোখ-ধাঁধানো নমুনার সারি একদিকে, অন্যদিকে শুধু প্রাকৃতিক গাছের সারি। একদিকে কংক্রীট, আর এক দিকে বিস্তীর্ণ সবুজ তৃণভূমি। একদিকে আন্তর্জাতিক জনস্রোত, অপরদিকে 'মনুমেণ্ট'-এর তলায় পার্টি-বেপার্টির গরম গরম বক্তৃতার ঝড় চলে। ফুটপাথে যাতায়াত করে কত দেশ-বিদেশের রাজা বাদশাহ থেকে ভিখারী ফকির,—গড়ের মাঠে সভা হয় কংগ্রেস থেকে মজদুরদের। এই দুই বিপরীত ধর্ম্মের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে চৌরঙ্গী রোড —এসপ্লানেড বা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের চৌমাথা থেকে সোজা চ'লে গেছে লোয়ার সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত। উত্তর আর দক্ষিণ কলকাতার যোগপথ এই চৌরঙ্গী রোড ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে বহু কারণে বিখ্যাত।

কোন পথ বা রাস্তার জন্য চৌরঙ্গী নাম হয়নি, এই অঞ্চলটাকেই সেযুগে লোকে ব'লতো 'চৌরঙ্গী'। জনৈক ঐতিহাসিক বলছেন, "Chowringee was a locality, not a road." আঞ্চলিক নামের জন্যই পরে এই রাজ-পথের নাম হয়ে যায় চৌরঙ্গী রোড। কিন্তু এত নাম থাকতে চৌরঙ্গী নাম কেন হয়েছিল, তাই নিয়ে অনেক মতদ্বৈধতা আছে এবং এখনও পর্য্যন্ত এই নামকরণের কারণ যথার্থ স্থির হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে সবচেয়ে চালু মতটি হচ্ছে, আমাদের নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু সাধক চৌরঙ্গীনাথের অবস্থিতির জন্য সেযুগে এই অঞ্চলের নাম হয় 'চৌরঙ্গী'। তিনি না কি এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। এখানে তখন গভীর জঙ্গল, শ্বাপদের বসবাস, ডাকাত দলের গুপ্তঘাঁটি। দিনমানেই লোকে ভয় পেতো ঘরের বাইরে যেতে। চৌরঙ্গী সাধুর আসল নাম ছিল জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী।

অন্যমতের সমর্থকেরা বলছেন,' চৌরঙ্গী নামই নাকি ছিল না আদপেই। লোকমুখে ভবিষ্যতে এই নাম প্রচলিত হয়েছে। সত্যিকার নাম 'চিরাঙ্গী' বা 'চেরাঙ্গী'। সতীর অঙ্গ চক্র-সাহায্যে চিরে চিরে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রেছিলেন নারায়ণ, সেই ছিন্ন অঙ্গের মাত্র এক অঙ্গুলি (পদাঙ্গুলি) পড়েছিল ভাগীরথার তীরে কোথায়, কিংবা আদি গঙ্গার কাছে, যেজন্য কালীঘাটে তীর্থক্ষেত্রের অবস্থান—মা কালী আর ভৈরব আছেন সেখানে। কালীক্ষেত্র আছে 'চিরাঙ্গী' সতীর নামে এই নাম হওয়ার প্রথম পোষকতা করেছেন সুপণ্ডিত সি. আর. উইলসন। তিনি আমাদের দেশের অনেক পুরাণো দলিলপত্র ঘেঁটেছিলেন। তিনি বেশ জোর গলায় ব'লেছেন—

"The original name of 'Chowringhee' is 'Cherangi' in all the early records."

—Early Annals, (Vol. II) Page 173 etc.

অর্থাৎ পুরাণো দিনের নথিপত্রে 'চৌরঙ্গী'র আদি নাম আছে 'চিরাঙ্গী' নামে। শ্বাপদ আর বন্যশূকরদের সঙ্গে 'চৌরঙ্গী' সেই জঙ্গলে বাস করতেন, এই প্রচলিত কথাগুলিকে প্রায় হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন ঐতিহাসিক এ. কে. রায়। তিনিও বলেছেন—

("There is no tangible evidence that Chowrange Swami ever came to Calcutta and lived in its jungle as an asetic and gave his name to the village as some writers have stated.")

সতীর অঙ্গচ্ছেদের জন্য 'চিরাঙ্গী' নাম হওয়ার সত্যতা সম্পর্কে মিঃ রায় একেবারে দৃঢ়মত। তিনি আরও বলেছেন—

("And finally it is to the Goddess Kali herself, called 'Cherangi' from the legend of her origin by being cut up with Vishnu's disc, that they trace the name of Chowringhee.")

—Census of Calcutta.

কিছুকাল আগেও চৌরঙ্গী অঞ্চলের ফুটপাতে কালা আদমীরা চলাফেরা করতে দস্তুরমত ভয় পেতো। মেট্রো সিনেমার দেশী দরোয়ান তো সাফ জানিয়ে দিতো কালো রঙের পথিকদের, ফুটপাথ ছেড়ে যেন তারা রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করে। আইন অমান্য করলে কোন কোন পথিকের ঘাড় ধরে রাস্তায় নামিয়ে দিতো। চৌরঙ্গী অঞ্চলে আমাদের স্বজাতিদের এই ধরণের অপমানের কারণ, এই অঞ্চলে তখন সায়েব-সুবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। কাছেই গভর্ণমেণ্ট হাউস; রথী মহারথীদের বসতি এখানে সেখানে। বড় বড় হোটেল, বার, রেস্তোরাঁ। লাঞ্চ, সাপার, ছোটা হাজরী, ডিনার, আর ফ্যান্সি ড্রেস্‌বল্ নাচের অংশীদাররা দিবারাত্রি যাওয়া-আসা করে। বকলসে বাঁধা কুকুরদের চেন হাতে ধরে সকাল সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে মুক্তবায়ু সেবন কিংবা রাইডিং করতে যায় গাউন পরিহিতা আর ব্রিচেশ্‌ধারিণীরা। পুলিশ আর সার্জ্জনরা সদাসর্ব্বদা তটস্থ হয়ে থাকে। এখানে তখন কালা আদমীরা ভয় পাবে বৈকি। রিভলভারধারী সার্জ্জনের কাছে নিরস্ত্র 'ব্ল্যাক নিগার'রা আর কি করতে পারে?

চৌরঙ্গী রোড অঞ্চলে সায়েব-সুবোদের বসতি হওয়ার প্রধান কারণ, কাছাকাছি আছে ফোর্ট উইলিয়াম। দেশীয়রা যদি কখনও বিদ্রোহ করে, আক্রমণ করে অতর্কিতে, তখন জানমালের ভয়ে 'ফোর্টে' গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাবে। এমন ঘটনা যে না ঘটেছিল তেমনও নয়। সিরাজ কলকাতা আক্রমণ ক'রেছিলেন। কুকুর তাড়ানোর মত তাড়িয়েছিলেন হলওয়েলের জাতভাইদের। মারাঠা আক্রমণের ভয়ে কলকাতার চতুষ্পার্শে ডিচ্ বা খাল খনন করতে হয়। কলকাতার কাছেই, আমাদের সিপাই 'মার্টার' মঙ্গল পাণ্ডে ব্যারাকপুরে আগুন জালিয়েছিল ইং ১৮৫৭ সালে।

হলওয়েল চৌরঙ্গীর পথকে কালীঘাটের পথ বা 'Road to Colligot' এই নামে উল্লেখ করেছেন। ইং ১৭১৪ অব্দেও চৌরঙ্গীর নাম শোনা যায়। ইং ১৭৮২ অব্দে মিঃ উড কলকাতার প্রথম মানচিত্র অঙ্কিত করেন। ঐ নক্সা অথবা মানচিত্রে ধর্ম্মতলা থেকে পার্ক ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত পথ 'Road' নামে চিহ্নিত হয়। তখন চৌরঙ্গীর সীমানা ছিল: পূর্ব্বে সার্কুলার রোড, দক্ষিণে পার্ক

ষ্ট্রীট, উত্তরে কলিঙ্গা এবং পশ্চিমে বর্ত্তমান চৌরঙ্গী রোডের কিয়দংশ। ইং ১৭৫৭ অব্দে শোনা যায়, চৌরঙ্গী অঞ্চলের জঙ্গল কাটানো হয়, এবং ঠিক ঐ বছরেই গড়ের মাঠের ওদিকে কেল্লা তৈয়ারীর কার্য্যারম্ভ হয়। চৌরঙ্গীর জঙ্গল কাটায় সবচেয়ে অধিক অখুশী হন স্বয়ং ওয়ারেন হেষ্টিংস। তিনি চৌরঙ্গীর জঙ্গলে দলবল সমেত হরিণ শিকার করতে যেতেন হামেশাই।

চৌরঙ্গীতে ইংরাজদের বসতি হয় এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য। জঙ্গল কাটানোর পর মনোরম হয়ে ওঠে ভাগীরথী-তীরের গোবিন্দপুর গ্রাম। চৌরঙ্গীতে স্বাস্থ্যনিবাস বা 'স্যানিটোরিয়াম' স্থাপিত হওয়ার উল্লেখ পাই ক্যারী সাহেবের The Good Old Days Of Honourable John Company গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায়। ক্যারী বলেছেন—

("The Government sanctioned the hire of a house in an airy part of Chowringhee for the accomodation of sick officers who came to the presidency for the benefit of their health.")

ধর্ম্মতলার চৌমাথা থেকে লোয়ার সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত বিস্তৃত চৌরঙ্গী রোডের আয়তন এক মাইল পাঁচ ফার্লং।

এখানে উল্লেখ করলে অন্যায় হবে না, চৌরঙ্গী নাম হওয়ার আর এক কারণ বলেছেন কেউ কেউ যে, চৌরঙ্গী শব্দের হিন্দুস্থানী অর্থ হচ্ছে 'The Square'। হেনরী কটন বলেছেন—

("But there is a simpler alternative, already indicated in these pages to hold that the name in Hindustani signifies 'The Square' ")

আপ্‌জনের মানচিত্রে এই চৌরঙ্গী অঞ্চলের নামোল্লেখ আছে "ডিহি বিজরী" এই নামে।

চৌরঙ্গী রোডে প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল, চ্যাপলেইন অনেকেই দেখে থাকবেন। গড়ের মাঠের সবুজ ঘাসের বুক থেকে উঠেছে এই ভজনালয় —এক এবং অদ্বিতীয় যেন। আশপাশে আর কারও ঘর-বাড়ী নেই। এই

ক্যাথিড্রালের সুমুখে সেযুগের বিশপ উইলিয়াম বসবাস ক'রতেন। আরও একজনের নাম জড়িয়ে আছে উইলসনের বাসগৃহের সঙ্গে। তখনকার এই প্রাসাদতুল্য গৃহে থাকতেন উইলিয়াম উইলবারফোর্স বার্ড। ইনি কিছুকালের জন্য (ইং ১৮৪৪ অব্দে) আমাদের গভর্ণর জেনারেলের পদ পেয়েছিলেন। এই কার্য্যকালে তিনি দাসত্ব প্রথা রহিতের স্বপক্ষে সই ক'রেছিলেন।

এই ভজনালয়টি ইং ১৮৪৭ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে এখানে ছিল গভীর অরণ্য, দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোকপাত নেই এমনই গহন বন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ অবরে-সবরে শিকার ক'রতে আসতেন—শূকর কিংবা হরিণ নয়—রয়াল বেঙ্গল টাইগার। হাতীর হাওদায় হেষ্টিংস আর ঝোপে-ঝাড়ে বাঙলার বাঘ—লুকোচুরি খেলা চ'লতো যেন সিংহ আর বাঘে।

পূর্ব্বেই বলেছি কলকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণের প্রয়োজনে চৌরঙ্গীর বনজঙ্গল কাটা হয়। এই জঙ্গল কাটা যাঁরা দেখছেন তাঁদের একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করি 'সমাচার দর্পণ' থেকে, ২৭ আষাঢ় ১২৩২ বঙ্গাব্দের—

ক লি কা তা র ন ক্ সা

"অল্প দিবস হইল কলিকাতায় মেজর সক সাহেব কর্তৃক কলিকাতা নগরের এক নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্যে এ অতিপ্রধান কর্ম্ম হইয়াছে। ঐ নক্সাতে প্রত্যেক রাস্তা ও গলি এবং সে সকলের পরিমাণ পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সে এমত বাহুল্যরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে তাহাতে অনেক স্থানে বৃহৎ বৃহৎ বাটী ও সেই বাটীর স্বামীরদের নামও লিখিত আছে। যাহারা কলিকাতার সৌন্দর্য্য ও বৃহত্ত্ব দর্শন করিতে বাসনা করেন তাহারা ঐ নক্সা ক্রয় করিলে অনায়াসে স্পষ্টরূপে তাবৎ জানিতে পারিবেন। অল্পকালেতে যে কোন নগর এমত বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে ইহা আমরা প্রায় কখন শুনি নাই। চিত্তপুরের যে ব্যাঘ্র-ভীতি তাহা অদ্যাপি লোকেরা কহে এবং যাহারা চৌরঙ্গীর বন দর্শন করিয়াছে এমত লোকও অদ্যাপি আছে।"

প্রসঙ্গতঃ সেণ্ট্ পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ব্যক্ত করা যাক।

The Bishopric of Calcutta বা ধর্ম্মযাজকদের পদ সৃষ্টি হয় কলকাতায় ইং ১৮১৩ অব্দে। এই যাজকদের মধ্যে চারজন প্রথম যাজকের নাম আমাদের কাছে সুপরিচিত—মিডলটন, হেবার, টানারি এবং জেমস্। এঁরা প্রথমে সেণ্ট্ জনস্ চার্চ্চ ক্যাথিড্রালে যুক্ত ছিলেন। এই চার্চ্চটির বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের অন্যত্র দ্রষ্টব্য। যাই হোক, ইং ১৮১৯ অব্দে কলকাতায় একটি নতুন ক্যাথিড্রাল চার্চ্চ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন প্রথম অনুভূত হয় ইংরেজ সমাজে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার নক্সা ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা হয় না। অতঃপর প্রায় কুড়ি বছর পরে ধর্ম্মযাজক উইলসন যখন টার্নারের শূন্যপদ গ্রহণ করলেন ১৮৩৩ অব্দে, তখন তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে চার্চ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান ভিক্ষা করলেন। তদ্দণ্ডেই তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়। ময়দানের ঠিক দক্ষিণের এক টুকরো পুণ্যভূমি তিনি লাভ করলেন। ভজনালয় স্থাপনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৮৩৯ অব্দের ৮ই অক্টোবর বর্ত্তমান সেণ্ট্ পল্‌স্ ক্যাথিড্রালের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স বিভাগে এবং কলকাতার টাঁকশালের (পুরাণো) স্রষ্টা মেজর (পরে জেনারেল) ডবলিউ. এন. ফোর্বেশ এই ক্যাথিড্রাল তৈয়ারীর নক্সা তৈয়ারী করলেন। তাঁরই অধীনে নির্ম্মাণের কাজ চলেছিল শেষ পর্য্যন্ত। ইণ্ডো-গথিক ধাঁচের গঠনে নির্ম্মিত গির্জ্জাগৃহের দৈর্ঘ্য ২৪৭ ফীট, প্রস্থ ৮১ ফীট। গির্জ্জার চূড়া উচ্চতায় ২০১ ফীট। চার্চ্চের গম্বুজের লণ্ঠনটির ব্যাস (বৃত্তাকারে) ২৭ ফীট। Vulliamy বা ভুলিয়ামি নামক জনৈক কারিকরের তৈরী ঘড়ি আছে এই চার্চ্চে। মিষ্টমধুর ধ্বনির জন্য এই ঘড়ি নাকি পৃথিবীতে বিখ্যাত। ঘড়ির ঘণ্টায় লেখা আছে—"Its sound is gone out into all lands." ইং ১৮৯৭ অব্দের ভূমিকম্পে গির্জ্জার শীর্ষভাগ ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি সংস্কার করা হয়।

এই ক্যাথিড্রাল বিশপ উইলসন কর্ত্তৃক সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ১৮৪৭ অব্দের ৮ই অক্টোবরে। নির্ম্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় হয় পুরা পাঁচ লক্ষ

টাকা। চাঁদা উঠিয়াছিল সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। এই অঙ্কের মধ্যে দু'লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন স্বয়ং বিশপ উইলসন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দান করেছিল দেড় লক্ষ টাকা। কোম্পানীর পক্ষ থেকে দু'জন চ্যাপলেইন গির্জ্জায় নেওয়া হয়। ভারতবর্ষ থেকে চাঁদা ওঠে সওয়া এক লক্ষ টাকা। ইংল্যাণ্ড থেকে চাঁদা আসে ১৩,০০০ পাউণ্ড। সোসাইটি ফর্ দি প্রোপাগেশন অফ্ গশপেল্ ৫,০০০ পাউণ্ড দেয়। সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব ক্রিষ্টান নলেজ দেয় ৫,০০০ পাউণ্ড। লণ্ডনের জনৈক মিঃ টমাশ নাট্ (Nut) দেন ৪,০০০ পাউণ্ড। গির্জ্জার 'The Communion Plate'টি দান করেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং। গির্জ্জাগৃহের দ্বিতলে উইলসন কর্ত্তৃক রচিত একটি মূল্যবান পাঠাগার আছে। ইহা ধর্ম্ম সম্পর্কীয় পুস্তকের সংগ্রহ। পাঠাগারের জন্য উইলসন একটি মহামূল্যবান ঘড়ি দান ক'রেছিলেন।

বিশপ উইলসনের নাম আরও অনেক কারণে বিখ্যাত। তিনি জনৈক সিল্ক ব্যবসায়ী ষ্টিফেন উইলসনের পুত্র ছিলেন। ইং ১৭৭৮ অব্দে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে পরে এখানে অধ্যাপনা করেন ১৮৩২ অব্দে। তিনি কলকাতার বিশপ হন এবং ভারতবর্ষের মেট্রো-পলিটানের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারের কাজে দক্ষতার জন্য তাঁর নাম হয় "Champion of Evangelicialism." লর্ড ডালহৌসী তাঁর সম্পর্কে লর্ড ক্যানিংএর কাছে বলেন :—the best man of business he had to do with in India."

উইলসনের দেহ এই ক্যাথিড্রালেই আছে কবরের তলায়। চার্চ্চ সংলগ্ন কবরভূমিতে আছেন আরও অনেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত ইংরাজ যোদ্ধাদের স্মৃতিফলক আছে এই গির্জ্জার এখানে সেখানে। বহু বিখ্যাত ইংরাজের মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে এখানে। সমাধিভূমিতে আছেন আরও অনেকে। ঔপন্যাসিক থ্যাকারের এক আত্মজন আছেন। তাঁর কবরগাত্রের লিপি থ্যাকারে স্বয়ং লিখেছিলেন। 'সিপাহি বিদ্রোহ' দমনকারী বহু ইংরাজ ও সেনাপতির স্মৃতি আছে এই গির্জ্জায়।

চৌরঙ্গীর অন্য নাম ছিল 'ডিহি বিজরী', এ কথা আগেই ব'লেছি। ডিহি বিজরী গ্রামের একজন বড় জমিদার ছিলেন গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের এক ভাই জর্জ্জের। প্রায় ৬৩২ বিঘার জমির মালিক ছিলেন তিনি। এই জমির বাৎসরিক খাজনার আয় ছিল মাত্র ৭৮৯৲ টাকা। পনরে বছরে মোট ১২০০০৲ টাকা দিয়ে তিনি গোটা সম্পত্তি কিনে নিতে পারতেন, এই ছিল শর্ত। কলকাতার বর্ত্তমান অভিজাত অঞ্চলের তখন কি দাম ছিল, ভাবতেও বিস্ময় লাগে। ইংরাজী উনিশ শতকের গোড়া থেকেই চৌরঙ্গীতে ইংরাজদের বৃহৎ বৃহৎ গৃহ তৈয়ারী হ'তে থাকে। ইং ১৮২২ অব্দে ফ্যানি পার্কশ কলকাতায় এসে চৌরঙ্গীতেই ছিলেন। চৌরঙ্গী সম্বন্ধে তখনই তিনি লিখে গেছেন"—fileld with beautiful detatched houses, surrounded by gardens." তখন এই অঞ্চলে গৃহের ভাড়া ছিল অত্যধিক বেশী। ফ্যানি নিজেই মাসিক ৩২৫৲ টাকা ভাড়া দিয়ে একটি গৃহে থাকতেন। ৪০০৲—৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া ছিল তখনই।

কিন্তু চৌরঙ্গীতে চৌরঙ্গীনাথের অবস্থিতি স্বীকার করছেন 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের লেখক। তিনি এক চিরকুটে লিখে জানিয়েছেন আমাকে। লিখেছেন: "চৌরঙ্গী পূর্ব্বে একটি গ্রাম ছিল—গোবিন্দপুর, ডিহি কলিকাতা ইত্যাদির মত। গ্রামদেবতা চৌরঙ্গীনাথের (শিব) নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে। প্রবীণ নাথযোগীদের মুখ থেকে শুনেছি, তাঁরাই চৌরঙ্গীনাথের পূজারী ছিলেন এবং ঐ গ্রামাঞ্চলে দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করতেন।"

ময়দান দিনে দিনে সুন্দর হয়ে উঠছে তার আপন শোভায়। ময়দান দেখে হেনরী কটন কি বলছেন, তাই শুনুন। কটন লিখেছেন তাঁর ইতিহাসে—

("The cool green foilage with which her tanks are fringed refreshes the eye under the fiercest sun: there are few sights which can challenge comparison with the

'maidan' when it is ablaze with the scarlet splendour of the blossoming gold mohur trees.")

সেযুগের ময়দানে বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও অনেক বেশী গাছের সমারোহ ছিল। ইং ১৮৬৪ অব্দের ঝড়ঝঞ্জায় এই সকল গাছের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ময়দানে অনেকগুলি ছোট এবং বড় পুকুর আছে। কলের জল যখন ছিল না, তখন আশপাশের বাসিন্দারা এই পুকুরের জল পান করতেন। বর্তমানে এই সব পুকুরে মাছ ধরার জন্য টিকিট বিক্রী করা হয়। ময়দানের মধ্যে দিয়ে যে রাজপথটি সোজা বেরিয়ে গেছে, সেই রাস্তাটিও চমৎকার। এই পথের নাম 'ময়দান রোড'।

আমাদের পাঠকপাঠিকার মধ্যে নাট্যামোদীরা নিশ্চয়ই সে যুগের 'চৌরঙ্গী থিয়েটারের' নাম শুনে থাকবেন। থিয়েটার রোডের মোড়ে চৌরঙ্গী রোডের ওপরেই ছিল এই প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গমঞ্চ। এই থিয়েটার চ'লেছিল ইং ১৮১৩ থেকে ১৮৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত। সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় থেকে পুরুষের অভিনয়ের জন্য অভিনেতা সংগ্রহ করা হ'তো এবং মহিলা অভিনেত্রীরা মাসিক মাহিনা এবং বাসস্থান পেতেন রঙ্গমঞ্চের মধ্যে। শ্রীমতী ইসথারলীচ প্রথম এই মঞ্চেই অবতীর্ণা হ'লেন ১৮২৬ সালে। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো। ১৮৩৯ সালের মে মাসের শেষ তারিখ ভোরবেলায় এই মঞ্চগৃহে অগ্নিসংযোগে হয়। কাঠের মঞ্চ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সহরের দূরান্ত থেকে নাকি এই আগুনের ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটি অগ্নিদগ্ধ হয়। চৌরঙ্গী থিয়েটারের ইতিহাস এখানেই শেষ হয়। এই থিয়েটার মঞ্চ নির্ম্মাণের অর্থ দান করেছিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল এবং তৎকালীন নাট্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ।

চৌরঙ্গী রোডের ওপরে চৌরঙ্গী থিয়েটার স্থাপিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে শ্রীমতী ব্রিশটো (Bristow) নামক জনৈক মহিলার একটি 'প্রাইভেট থিয়েটার' বেশ কিছুকাল চলেছিল। ব্রিশটোর স্বামী ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। ইং ১৭৯০ অব্দে ব্রিশটো ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন।

চৌরঙ্গী রোডের প্রধানতম দ্রষ্টব্য ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বা যাদুঘর।

চৌরঙ্গী রোড আর সদর ষ্ট্রীটের সংযোগে বিশাল মর্ম্মরপ্রাসাদটিতে আছে আমাদের যাদুঘর। এই গৃহের নক্সা তৈরী ক'রেছিলেন মিঃ ওয়াল্টার বি. গ্র্যানভিল। ইং ১৮৭৫ অব্দে যাদুঘর সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। ইং ১৮৬৬ অব্দে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল আদেশ দিলেন, সাধারণের জন্য একটি মিউজিয়াম কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হোক। এই যাদুঘরের উদ্দেশ্য সরকারী ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। যথা—

("......to be devoted in part to collections illustrative of Indian Archæology and of the several branches of Natural History, and in part to the preservation and exhibition of other objects of interest, whether historical or physical, in part to the records and offices of the Geological survey of India, and in part to the fit accommodation of the Asiatic Society of Bengal, and to the reception of their Library, Manuscripts, Maps, Coins, Busts, Pictures, Engravings and other property.")

আদেশ জারী হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে যাদুঘরের গৃহ নির্ম্মাণের কাজ শুরু হয়। সর্ব্বসমেত ব্যয় হয় ১৪০,০০০ পাউণ্ড। গৃহটির চৌরঙ্গীর দিকের আয়তন ৩০০ ফীট এবং সদর ষ্ট্রীটের দিকে ২৭০ ফীট। যাদুঘর পরিচালকদের বেতন সরকার থেকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গভর্ণর জেনারেল। গৃহ নির্ম্মাণ শেষ হওয়ার পর বোঝা যায়, এই গৃহে এসিয়াটিক সোসাইটির স্থান সঙ্কুলান হবে না। একটি বেশ উঁচুদরের 'ট্রাষ্ট'ও গঠিত হয় যাদুঘরের জন্য।

এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে কিন্তু অন্য একটি প্রাইভেট মিউজিয়াম ছিল কলকাতায় হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে। এই যাদুঘরের স্রষ্টা স্যার জন ক্যাম্পবেল—তৎকালীন বাঙলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর। সেই যাদুঘরের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পবেল বলেছিলেন—

("......things ornamental or Curious, still less specimens of fine Art, but specimens of the ordinary products of Bengal, of its agriculture, iis minerals, its manufactures, and its forests and wastes.")

ক্যাম্পবেল ইং ১৮৭৪ অব্দে এই যাদুঘরের প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকালের জন্য নামে মাত্র এই যাদুঘর চলেছিল। সাধারণের মধ্যে এই বিষয়ে উৎসাহের সঞ্চার করতে এবং চাঁদার টাকা তোলার জন্য প্রচার কাজ চালাতে তৎকালীন ক্যালকাটা ইণ্টারন্যাশনাল প্রদর্শনীর সঙ্গে এই যাদুঘরের সকল দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়। বর্তমান যাদুঘরের পেছনে সদর ষ্ট্রীটের মধ্যে মুক্ত এক প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী দেখানো হ'ত। প্রদর্শনীতে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র থেকে বহু দ্রষ্টব্য বস্তু এসে জড় হয়েছিল। এই সমস্ত সংগ্রহ পরে পুরাণো ইকনমিক (Economic) মিউজিয়ামের পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে জমা দেওয়া হয় এবং নামকরণ করা হয় বেঙ্গল ইকনমিক এণ্ড আর্ট মিউজিয়াম। ইং ১৮৮৭ অব্দের সরকারী ধারানুযায়ী এই সংগ্রহ হস্তান্তরিত করা হয় to the Trustees of the Imperial Museum. যাদুঘরের ট্রাষ্টি ছিলেন প্রথমে একুশ জন; যথা—একাউনটাণ্ট-জেনারেল, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচজন, এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে পাঁচজন, আর পাঁচজন নির্ব্বাচিত হ'তেন। এতে দু'জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও একজন মুসলমান থাকতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, খনিজ দ্রব্য, ভূবিদ্যার উপকরণ, গাছগাছড়ার নমুনার সঙ্গে সঙ্গে থাকত কীট, পশু, পক্ষী আর সরীসৃপের সংগ্রহ। এই যাদুঘরের সঙ্গে সংলগ্ন 'জিওলজিকাল সার্ভে' এবং গভর্ণমেণ্ট কলেজ অফ আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্টস বা এককথায় 'সরকারী শিল্পবিদ্যালয়'।

যাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বের দিকটিকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,— 'অশোক', 'ইণ্ডো-স্কাইতিয়ান', 'গুপ্ত' এবং 'শিলালিপি'। এখানে বহু মূল্যবান ভাস্কর্য্যের কতকগুলি নিদর্শন আছে। বৌদ্ধ, গুপ্ত ও কণিষ্কের যুগের ভাস্কর্য্য ও স্থপতি আছে সর্ব্বাধিক। যাদুঘরের সংগ্রহে ধাতব দ্রব্যের অনেক দ্রষ্টব্য আছে। মণিমাণিক্যও আছে কিছু কিছু।

যাদুঘরের পাশেই শিল্পবিদ্যালয়, আগেই ব'লেছি। আগে নাম ছিল "The Calcutta School of Art and Government Art Gallery". কলকাতায় প্রথম শিল্প-প্রতিষ্ঠান 'দি ক্যালকাটা স্কুল অফ ইনডাষ্ট্রীয়াল আর্ট' —প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁরা একটি সোসাইটি স্থাপন করেন। উহার নাম দেন "The Society for the Promotion of Industrial Art. মিঃ হজশন প্র্যাটের গৃহে সোসাইটি প্রথম দিনে সম্মিলিত হন। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল—

("The object of the Society was stated be to form schools for East Indian and Native students for instruction in: (a) Elementary Drawing, Drawing from Models and Natural Objects, and Architectural Drawing: (b) Etching and Engraving in Wood, Metal and Stone: (c) Modelling, including Pottery.")

কলকাতার শিল্প-বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রথম একজন ফরাসী শিল্পশিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। তাঁর নাম Mons. Rigaud. তাঁর পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মিঃ গ্যারিক শিক্ষক নিযুক্ত হন। কাঠ-খোদাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আর একজন শিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ অব্দে বিদ্যালয় পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করলেন তৎকালীন বাঙলা সরকার। মিঃ এইচ. এইচ. লক্‌কে নিয়ে আসা হয় ইংল্যাণ্ড থেকে। তিনি আঁকতেও পারতেন। আবার শিল্প-বিদ্যালয় পরিচালনার কাজও তিনি ইংল্যাণ্ডে শিখেছিলেন। মিঃ লক্ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাজ গ্রহণ করলেন এবং দস্তরমত শিক্ষাদানের কাজে অবতীর্ণ হ'লেন। তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষনীয় বিষয় ছিল নিম্নরূপের। যথা—

("The curriculam of the School now comprises: Freehand Drawing, Geometrical Drawing, Painting in Oil, Water Colours and Tempera, Practical Design, Architectural Drawing, Mechanical Drawing, Engineering

Drawing, Modelling Wood, Engraving and Lithography.")

মিঃ লকের আমলে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দু'শো। তখনকার ছাত্রদের শিল্পকাজ না কি খুবই উন্নত ধরণের ছিল। এই ছাত্ররা সরকারী কাজও করতেন। সরকারের কাজে ছবি আঁকা এবং মূর্ত্তি তৈয়ারী করা তখনকার বিদ্যালয়ের প্রথা ছিল। মিঃ লকের সময়ের ছাত্রবৃন্দ সেই সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থ অলঙ্করণের কাজ করেছিলেন। এই কাজের নমুনা দেখতে পাই কয়েকখানি অধুনালুপ্ত গ্রন্থে। যথা—Sir Joseph Fayrer's Thenatophidia; রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত Antiquities of Orissa; Sir G. King, F. R. S. লিখিত Botanical Works প্রভৃতি।

লকের পরে এসেছিলেন মিঃ ডবলিউ. এইচ, জবিন্স ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পরে আসেন আমাদের অতি পরিচিত মিঃ ই. বি. হ্যাভেল ১৮৯৬ অব্দে। এই বিদ্যালয়ে সিনর গিলার্ডি ছিলেন অন্যতম শিক্ষক। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, মুকুল দে, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অধ্যক্ষের কাজ করেছেন এখানে। কিছুকাল বিদ্যালয়ের সংলগ্ন গৃহে বাস ক'রেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

বৌবাজার ষ্ট্রীটে শিল্পবিদ্যালয়ের অবস্থিতির উল্লেখ আছে ইতিহাসে। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের বিখ্যাত গৃহে ছিল এই শিল্প-বিদ্যালয়। এখান থেকে চৌরঙ্গী রোডে স্থানান্তরিত হয় সরকারী শিল্প বিদ্যালয়। ডবলিউ নিউম্যান প্রকাশিত 'Hand-Book to Calcutta' গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে—

("At the time of the transfer the collections were located in the Old Exhibition sheds and the building No. 28, Chowringhee. The latter it is now proposed to utilize for the gallery of Fine Arts, in connection with the Government school of Art, which is to be removed from Bowbazar to a new home which is now being built for it alongside of the Museum,

বর্ত্তমানে এই কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি কর। শিক্ষকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়; অনিল ভট্টাচার্য্য, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, মাখন দত্তগুপ্ত প্রভৃতি আরও অনেকে। বিদ্যালয়ের মধ্যে আছে মূল্যবান শিল্পসংগ্রহ। মুঘল, রাজপুত এবং বাঙলার বহু উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য আছে এখানে।

চৌরঙ্গীতে দর্শনীয় গৃহশ্রেণীর মধ্যে বাঙলা দেশের একটি বহু পুরাণো ব্যাঙ্ক আছে—লয়েডস্ ব্যাঙ্ক। মনোরম প্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বারের শীর্ষে লেখা আছে Estd. 1677. সপ্তদশ শতাব্দীর এই বিজাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ শাখা মেলেছে অন্যত্র, বেঁচে আছে বহালতবিয়তে!

Young Men's Christian Association বা Y. M. C. A. নামক প্রতিষ্ঠান এবং 'বাইবেল সোসাইটি' চৌরঙ্গীতেই অবস্থিত।

কলকাতার 'মনুমেণ্ট' দেখেননি এমন লোক খুব অল্পই আছেন হয়তো। আজ অক্টারলোনীর নাম আর কেউ করে না, শুধু 'মনুমেণ্ট' নামেই এর পরিচয়। এসপ্লানেডের পূর্ব্বপ্রান্তে ময়দানের ঠিক ওপরেই আকাশে মাথা তুলেছে স্যর ডেভিড অক্টারলোনীর স্মৃতিস্তম্ভ। তিনি রাজপুতানা আর নেপাল জয় করেছিলেন এবং রাজপুতানা আর দিল্লীর 'রেসিডেণ্ট' ছিলেন। ভরতপুরের ৬ বছরের রাজা বলবন্ত সিংকে পোষকতা করেছিলেন ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, যখন শিশু রাজার বিরুদ্ধে দুর্জ্জনলাল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁর এই পোষকতা ভালচোখে দেখলেন না। অক্টারলোনীর এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আমহার্ষ্ট তদন্ত করতে চাওয়ায় অক্টারলোনী কাজের ইস্তফা-পত্র লিখলেন। কাজে ইস্তফা দেওয়ার পরেই অবশ্য তিনি মারা গেলেন। তাঁরই স্মৃতিতে এই 'কলম' (Column) বা মনুমেণ্ট।

মনুমেণ্টের উচ্চতা ১৫২ ফীট। চূড়ায় উঠলে না কি সারা কলকাতা আর তার আশপাশের অঞ্চল চোখে পড়ে। এটি মুসলমানী পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। মনুমেণ্টের নিম্নভাগ ইজিপ্টীয়, মধ্যভাগ সিরিয় এবং চূড়াটি তুর্কী শিল্পধারায় তৈরী। ইটের তৈরী এই স্তম্ভের ভেতরের সিঁড়ি চুনারের প্রস্তরে গঠিত।

নির্ম্মাণকার্য্য যেদিন শেষ হয় সেদিন রাতে মনুমেন্টের ভেতরে একটি 'পার্টির' ব্যবস্থা করা হয়। পানাহার এবং বাজনা চলেছিল সেই 'পার্টিতে'। মান্যগণ্য এবং নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন অতিথি যোগ দিয়েছিলেন। জনৈক লেখক এই প্রসঙ্গে লিখছেন—

"…unique and hilarious function, which did not terminate until the unusual hour of nine o'clock at night."

মনুমেন্টের নীচের বেদীতে একখণ্ড শ্বেতপ্রস্তরে অক্টারলোনীর কথা লেখা আছে। লিখিত আছে—

"Sir David Ochterlony, Baronet, Grand Cross of the Military Order of the Bath, Major-General in the army of Bengal, died at Meerut on the 15th July, 1825. The People of Bengal, natives and European, to commemorate his services as a statesman and a soldier, have in grateful admiration raised this column."

একজন সৈনিক হিসাবে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সকল যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

চৌরঙ্গী রোডের দু'পাশে ক্লাব। বেঙ্গল ক্লাব (লিঃ) এবং ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব বহুদিনের পুরাতন। ময়দানে আছে out-door খেলার ক্লাব। ময়দানের ক্লাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আর্মেনিয়ান স্পোর্টস ক্লাব'; 'ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাব'; 'ক্যালকাটা লেডীজ গল্‌ফ ক্লাব'; 'ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব'; 'সিটি এ্যাথেলেটিক ক্লাব'; 'ডালহৌসি এ্যাথেলেটিক ক্লাব'; মোহনবাগান ক্লাব'; 'ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব'; 'কালীঘাট ক্লাব'; 'মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব' ইত্যাদি।

'বেঙ্গল ক্লাব' সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। এই গৃহে একদা বসবাস করতেন লর্ড মেকলে। তিনি ছিলেন আইনজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক।

History of England তাঁর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। ক্লাইভ এবং হেষ্টিংস্-এর সম্বন্ধে মেকলের লেখা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। মেকলে ভারতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন। কলকাতায় মেকলের সহোদরা থাকতেন চৌরঙ্গীতে। তাঁরই গৃহে মেকলে বাস করতেন। এই সহোদরা স্তর চার্লস্ ট্রেভিলিয়ানকে বিয়ে ক'রেছিলেন।

'বেঙ্গল ক্লাব' ইং ১৮২৭ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সভ্য ছিলেন প্রথমে। ভাইসরয় এবং গভর্নররা পর্য্যন্ত সভ্য হ'তেন। সভ্যশ্রেণী তিন রকমের—Resident, Non-Resident এবং Absent. এই ক্লাবের শাখা আছে পার্ক ষ্ট্রীট এবং রাসেল ষ্ট্রীটে। ক্লাবের পাঠাগারটি বিখ্যাত, বহু দুষ্প্রাপ্য বই এখানে আছে। বেঙ্গল ক্লাবের অবস্থিতি প্রথমে ছিল ওল্ড্ কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে। ক্লাবের প্রথম সভাপতি ছিলেন জেনারেল ভাইকাউন্ট কম্বারমিয়ার।

ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে সরকারী সেনা বিভাগের কর্ম্মীদের শুধু সভ্য করা হ'ত। পুর্ব্বনাম ছিল 'বেঙ্গল মিলিটারী ক্লাব'। স্থাপিত হয় ইং ১৮৪৫ অব্দে।

চৌরঙ্গীর রাস্তায় হোটেলের অন্ত নেই যেন। ফারপো, গ্র্যাণ্ড, প্রিন্সেস, সেরাজেড, চাইনীজ ক্যাথে, কন্টিনেন্টাল, ব্রিষ্টল, বেঙ্গল রেষ্টুরেণ্ট, কাফে ডি মণিকো প্রভৃতি হোটেলগুলি আমাদের সুপরিচিত। এই পথে বেশ কয়েকটি বন্দুকের দোকান আছে। তন্মধ্যে বিশ্বাসদের নামেই তিনটি দোকান আছে। কয়েকটি ব্যাঙ্কও আছে এখানে। চৌরঙ্গী রোডের বিখ্যাত দোকানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফ্র্যাঙ্ক রশ্; স্যামুয়েল ফিট্জ; হল্ এণ্ড এ্যাণ্ডারশন; বেন্টিঙ্ক সাইকেল কোং; গোলাম মহম্মদ; গ্লোরিয়া; চৌরঙ্গী ষ্টোর্স; ষ্টিফেন্স্ অপ্টিক্যান; ইউ. বি. রয়; উষা মেশিন প্রভৃতি। কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ মেট্রো এবং টাইগার প্রেক্ষাগৃহ এই পথেই।